Contents

১০ম সংখ্যা/১৫শ বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৭৬

তর্জুমানুল-হাদীছ

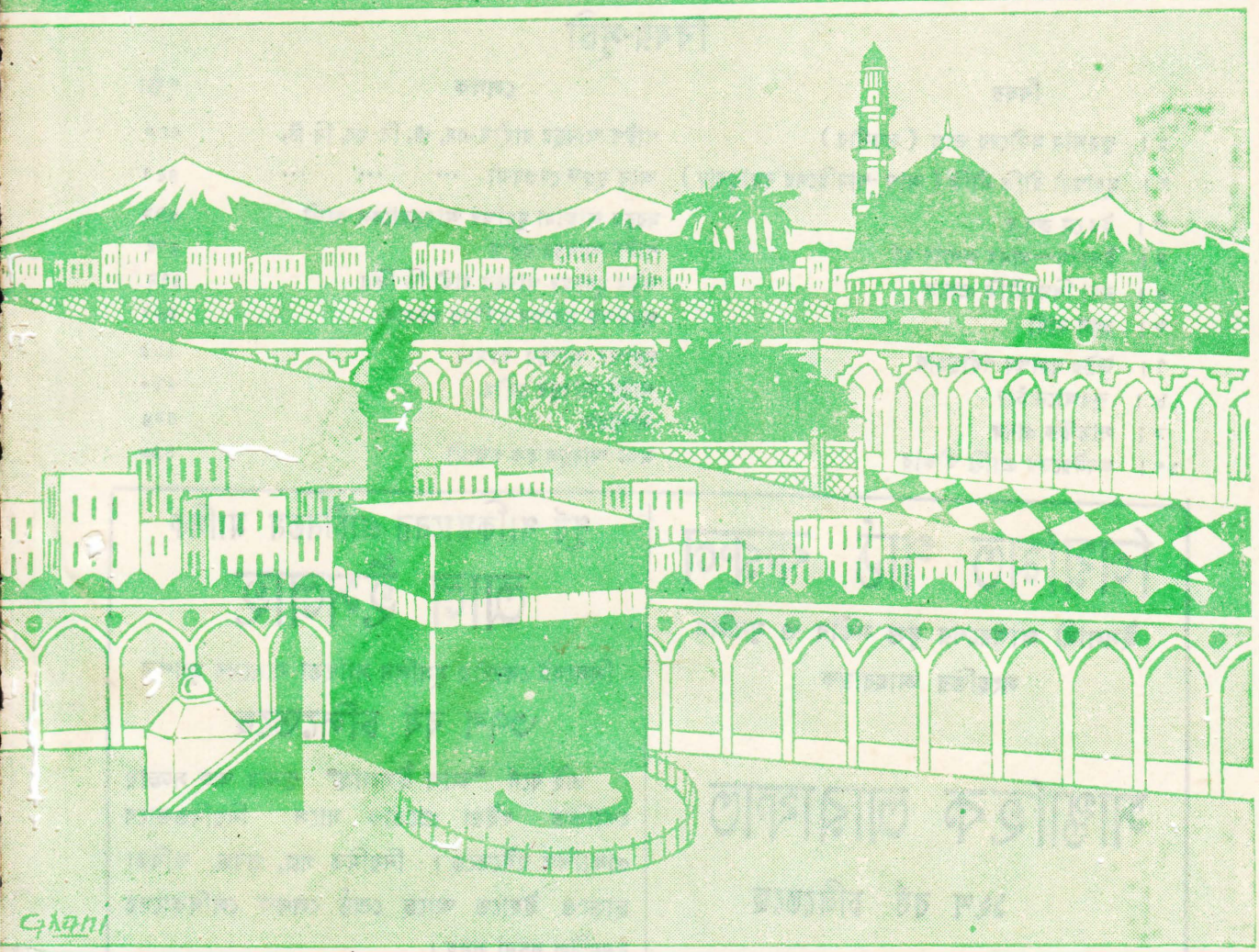

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

পঞ্চদশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

ভাদ্র—১৩৭৬ বাং | আগষ্ট—১৯৬৯ ইং

জমাদিউস সানি—১৩৮৯ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি টি,	৪৫৩
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ যুসুফ দেওবন্দী	৪৫৭
৩।	ইব নে রুশ্দ	মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী	৪৬৯
৪।	ইসলাম—মানব কল্যাণ ধর্ম	শাইখ আবদুর রহীম	৪৭৫
৫।	নয়া শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে	ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ডি ফিল	৪৭৯
৬।	জাল নাবী	অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবর রহমান	৪৮২
৭।	ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৪৮৫
৮।	কুরআনে চাঁদ	শাইখ আবদুর রহীম	৪৯০
৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৪৯৪
১০।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	মওঃ আবদুল হক হক্কানী	৪৯৮

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১২শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাসিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে **"আল ইসলাহ"** সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পঞ্চদশ বর্ষ	ভাদ্র, ১৩৭৬ বংগাব্দ ; জমাদিউস সানি, ১৩৮৮ হিঃ আগষ্ট, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ ;	১০ম সংখ্যা

تفسير القرآن العظيم

কোরআন মজীদের তফসীর

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سورة القلم —সূরাহ আল্ কালাম

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

١٧ - إنا بلونهم كما بلونا أصحب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين

১৭। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা [করিবার জন্য ধন জন দান] করিলাম যেই ভাবে আমরা পরীক্ষা করিলাম বাগানটির অধিকারী দিগকে যে সময় তাহারা কসম করিয়া বলিয়া ছিল যে, তাহারা নিশ্চয় নিশ্চয় ভোর সকালে পৌঁছিয়া বাগানটির কাঁদিগুলি কাটিয়া লইবে।

১৭। পূর্বের আয়াতগুলিতে বলা হইয়াছে যে, অল্ ওালীদ ইবনুল্ মুগীরাহ্, আবু জাহল প্রমুখ মাক্কার মুশরিক নেতারা ধনবল, জনবল ইত্যাদির অহংকারে মত্ত হইয়া আল্লাহের রাসূলকে পাগল, ভুতে-পাওয়া বলিতেও ইতস্ততঃ করিল না। ধন-জন, প্রভাব প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ইত্যাদি মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দান ব্যতীত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৮। এবং তাহারা ইহাতে কোন ব্যতিক্রম করিবে না।

১৮ - ولا يستثنون ●

আর কিছুই নহে। মানুষ ইহা নিজ চেষ্টা পরিশ্রম দ্বারা লাভ করিতে পারে না। কাজেই এই সব লইয়া মানুষের অহংকার করিবার কিছুই নাই। বস্তুতঃ, মানুষ এই সব লাভ করিয়া উহার ব্যবহার কী ভাবে করে—উহার সদ্ব্যবহারই করে অথবা অপব্যবহারই করে তাহা দেখিয়া তাহাকে পুরস্কার ও শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই সব দান করিয়া থাকেন। পূর্বেও আল্লাহ তা'আলা ইহা করিয়াছেন এবং এখনও তাহাই করেন। মাক্কার মুশরিকদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার এই নীতি অবহিত করিবার জন্য এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মাক্কার মুশরিকদের জানা-শোনা একটি ঘটনার অবতারণা করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, মাক্কার মুশরিকদের জানা-শোনা বাগানটির অধিকারীদিগকে যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম মাক্কার এই মুশরিক নেতাদিগকেও সেইভাবে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে এই সব সম্পদ দান করিলাম।

الجنة : বাগনটি। ঐ বাগানটির নাম ছিল 'যারওান' (ضروان)। উহা য়্যামানের রাজধানী সান্'আ শহর হইতে ৬ | ৭ মাইল দূরে রাজপথের ধারে অবস্থিত ছিল। ঐ বাগানে খেজুর গাছ ও শস্য-ক্ষেত উভয়ই ছিল। বাগানটি লাগাইয়াছিল সাকীফ গোত্রের একজন ধার্মিক আল্লাহ-ভক্ত লোক। সে ঐ বাগানের খেজুর ফল ও শস্য হইতে বৎসরের খাবারের পরিমাণ রাখিয়া বাকী সব গরীব মিসকীন, দীন-দুঃখীকে বিলাইয়া দিত। খেজুরের কাঁদি ও শস্য কাটিবার সময় সে গরীব মিসকীনদিগকে বাগানে হাযির হইবার জন্য দা'ওয়াত দিত। খেজুরের কাঁদি গাছ হইতে কাটার সময় যাহা কিছু নীচে বিস্তারিত কাপড়ের বাহিরে পড়িত অথবা গাছে রহিয়া যাইত তাহা গরীব মিসকীনদের জন্য হইত। সেইরূপ ফসল কাটিবার সময় যাহা এদিকে ওদিকে পড়িয়া থাকিত অথবা ফসল কাটিবার সময় যাহা ছুটিয়া যাইত তাহা গরীব-মিসকীনরা লইত। অতঃপর বাগানের ঐ মালিক তিন পুত্র রাখিয়া মারা যায়। সেই তিন পুত্র বাগানের অধিকারী হইয়া যে কাণ্ড করে এবং উহার ফলে যাহা ঘটে তাহার বিবরণ পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে দেওয়া হইয়াছে।

অনন্তর ঐ তিন ভাই বাগানের মালিক হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে, বাবার আমলে খানেওয়ালা ছিল কম আর খাদ্যাদি ছিল প্রচুর। কাজেই তখন দান খয়রাত করা মোটেই কষ্টকর ছিল না। কিন্তু এখন খানেওয়ালা অনেক আর খাদ্য কম ; কাজেই এখন আর দান খয়রাত করার কোন উপায় নাই। ফলে তাহারা স্থির করিল যে, খেজুর আহরণ করিবার জন্য তাহাদের যাওয়ার কথা যেন গরীব মিসকীনেরা ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। তাহারা আরও স্থির করিল যে, তাহারা বাড়ী হইতে এমন সময় বাহির হইবে যেন আঁধার থাকিতে থাকিতে বাগানে গিয়া পৌছিতে পারে এবং ভোরে ভোরেই খেজুরের কাঁদিগুলি কাটিয়া লইতে পারে।

১৮। ولا يستثنون : আর তাহারা ব্যতিক্রম করিবে না। ইহার দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) তাহারা সমস্তই কাটিয়া আনিবে। উহার কিছুই ছাড়িয়া আসিবে না। (দুই) তাহারা ইন্শা আল্লাহ' বলিবে না। কারণ ফসল কাটিতে বাধা কিসের যে, 'ইন্শা আল্লাহ' বলিবে ?

প্রশ্ন উঠে, استثناء এর তাৎপর্য 'ইন্শা আল্লাহ' হয় কী করিয়া ? জওয়াব : استثناء এর অর্থ হইতেছে ছাড়া, ব্যতীত। আর 'ইন্শা আল্লাহ' এর অর্থ হইতেছে 'যদি আল্লাহ চাহেন' তবে ইহা করিব অর্থাৎ আল্লাহের ইচ্ছা ছাড়া ইহা করিতে পারি না। এইভাবে استثناء 'ইন্শা আল্লাহ' এর অর্থ দিয়া থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

١٩ - فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ
رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ •

٢٠ - فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ •

٢١ - فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ •

٢٢ - أَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ •

٢٣ - فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ

٢٤ - أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ
مِّسْكِيْنٌ •

٢٥ - وَغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ •

১৯। অনন্তর তাহারা নিদ্রিত অবস্থায় থাকাকালে তোমার রাব্বের তরফ হইতে এক প্রদক্ষিণকারী ঐ বাগানের উপর দিয়া ঘুরিয়া গেল।

২০। ফলে বাগানটি ভোর বেলাতেই কাঁদি-কাটার মত হইয়া পড়িল।

২১। ও দিকে তাহারা অতি প্রত্যূষে একে অপরকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল।

২২। এই বলিয়া, তোমরা যদি কাঁদি কর্তনকারী হইতে চাও তবে তোমরা তোমাদের ক্ষেতে পৌঁছিয়া ভোর হইতে দাও। অর্থাৎ ভোর হইবার পূর্ব সেখানে গিয়া উপস্থিত হও।

২৩। অনন্তর তাহারা রওয়ানা হইল চুপি চুপি এই কথা বলিতে বলিতে

২৪। "আজ কোন মিসকীন যেন তোমাদের নিকট বাগানে কিছুতেই প্রবেশ করিতে না পারে।

২৫। এবং তাহারা ভোরবেলায় পৌঁছিল মিসকীন নিবারণে ক্ষমতাবান অবস্থায়।

১৯। طائف : প্রদক্ষিণকারী। এই শব্দটির অর্থ 'যে কোন সময়ে আগমনকারী' হইলেও ইহা দ্বারা কেবলমাত্র 'রাত্রিকালে আগমনকারী' বুঝায়। এখানে 'তোমার রাব্বের তরফ হইতে আগত প্রদক্ষিণকারী' বলিয়া 'দুর্যোগ' বুঝানো হইয়াছে। তাফসীরকারগণ বলেন যে আল্লাহের প্রেরিত ঐ দুর্যোগ আগুনের আকারে আসে এবং খেজুর গাছগুলির পাতা ও ফল জ্বালাইয়া ফেলে। কেবলমাত্র গাছের গুঁড়িগুলি দাঁড়াইয়া থাকে। পরের আয়াতটিতে এই কথা বলা হইয়াছে।

২০। الصريم : কর্তিত। ভাবার্থ : কাঁদি-কাটা। এখানে কেবলমাত্র গাছগুলির কাঁদি শূন্য হওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কারণ কাঁদি আহরণ করাই ছিল বাগানের মালিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাহারা বিফল মনোরথ হইল।

২৫। حرد : মঙ্গল ও কল্যাণ ব্যাপারে বাধাদান। 'কাহার মঙ্গলে বাধাদান?' ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাৎপর্য দুই প্রকার হইতে পারে। (এক) মিসকীনদিগের মঙ্গলে বাধাদানে সমর্থ হইয়া বাগানের অধিকারীরা গিয়াছিল। অর্থাৎ তাহারা এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল যাহাতে কোন মিসকীন ঐ বাগানে প্রবেশ করিতে না পারে। (দুই) তাহারা নিজেদের মঙ্গলে বাধাদানের ব্যবস্থাই করিয়াছিল। উভয় দিক লক্ষ্য রাখিয়া এইরূপ তাৎপর্য অসঙ্গত হয় না যে, তাহারা মিসকীনদিগকে মঙ্গল হইতে বাধাদানের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নিজেদিগকেই মঙ্গল হইতে বাধাদানে সমর্থ হইয়াছিল।

على حرد এর দ্বিতীয় অর্থ على سرعة অর্থাৎ দ্রুততার সহিত, حرد এর তৃতীয় অর্থ এই যে, উহা ঐ বাগানটির নাম ছিল। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের হারদ্ নামক বাগানে সক্ষম অবস্থাতেই ভোর বেলায় পৌঁছিয়াছিল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৬। অনন্তর তাহারা যখন বাগানটি দেখিল তখন বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয় আমরা পথভ্রষ্ট ;

২৭। না, না, বরং আমরা বঞ্চিত।

২৮। তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জন বলিল, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই 'তোমরা আল্লাহের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছ না কেন' ?

২৯। তখন তাহারা বলিল, আমরা আমাদের রাব্বের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। ইহা নিশ্চিত যে, আমরা অন্যায় আচরণকারী ছিলাম।

٢٦ - فلما راوها قالوا انا لضالون

٢٧ - بل نحن محرومون ٠

٢٨ - قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ٠

٢٩ - قالوا سبحن ربنا انا كنا ظلمين

২৬।২৭ **انا لضالون : নিশ্চয় আমরা পথভ্রষ্ট।** ইহার দুই প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়। (এক) বাগানটির মালিকেরা বাগানটি দেখিবামাত্র মনে করিল যে, তাহারা পথ ভুলিয়া অন্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কারণ তাহাদের বাগানটি তো এমন নয়। পরে তাহারা যখন ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, উহাই তাহাদের বাগান তখন তাহারা দুঃখিত হইল এবং বলিল, না, না, এই বাগানটিই তো আমাদের—আদতে আমাদিগকে ইহার ফল হইতে বঞ্চিত ও মাহরূম করা হইয়াছে। (দুই) বাগানটির মালিকেরা বাগানের অবস্থা দেখিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিল যে, তাহারা মিসকীনদিগকে বঞ্চিত করিবার নীয়াত ও ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চয় ন্যায়পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বরং মিসকীনদিগকে মাহরূম করিতে গিয়া তাহারা নিজেরাই নিশ্চিতভাবে মাহরূম হইয়াছে।

২৮। **اوسط শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠতম।** এখানে এই শব্দ দ্বারা জ্ঞান-বুদ্ধিতে, ধার্মিকতা-ন্যায়নিষ্ঠায় এবং তাক্‌ওয়া পরহেযগারীতে শ্রেষ্ঠতম লোকটিকে বুঝানো হইয়াছে।

لولا تسبحون : তোমরা আল্লাহের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছ না কেন ? ইহার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা (এক) তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে অন্যায় ও যুলুম হইতে পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ না। বস্তুতঃ দরিদ্র মিসকীনদেরে তাহাদের হক দান করিতে আদেশ দিয়া আল্লাহ তা'আলা কোন অন্যায় করেন নাই। কিন্তু তোমরা তাঁহার এই আদেশকে অন্যায় জ্ঞান করিয়া উহার বিরোধিতায় দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছ। (দুই) আল্লাহ তা'আলার চরম কুদরাত ও ক্ষমতায় তোমরা বিশ্বাস করিতেছ না কেন ? তোমাদের সঙ্কল্পের সামনে তাঁহাকে অক্ষম জ্ঞান করিতেছ কেন ? তোমরা তাঁহাকে সর্বপ্রকার অক্ষমতা হইতে পবিত্র জ্ঞান করিয়া তোমাদের সঙ্কল্পের সহিত 'ইন্‌শা আল্লাহ' যোগ করিতেছ না কেন ?

২৯। **قالوا سبحن ربنا : তাহারা বলিল, আমাদের রাব্বের চরম পবিত্রতা আমরা ঘোষণা করিতেছি।** অর্থাৎ আমাদের রাব্ব আল্লাহ সকল দোষ-ত্রুটি, অন্যায় অবিচার হইতে মুক্ত। আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, তিনি দরিদ্র মিসকীনদেরে দান করিবার যে আদেশ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। আরও তিনি যে আমাদের বাগান ধ্বংস করিয়াছেন তাহাতেও তিনি অন্যায় কোন কিছু করেন নাই। ইহাও তিনি ন্যায়ই করিয়াছেন। কেননা,

انا كنا ظلمين—ইহা নিশ্চিত যে, আমরাই অন্যায় আচরণ করিয়াছিলাম। আমরা দরিদ্র মিসকীনদেরে বঞ্চিত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া এবং 'ইন্‌শা আল্লাহ' না বলিয়া যে অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমরা এইরূপ শাস্তির সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র হইয়াছিলাম।

ব্যাকরণ : 'সুব্‌হানা' শব্দটি এখানে 'সাব্‌বাহনা' ক্রিয়ার মাফ্‌উল মুত্‌লাক বা cognate object হইয়াছে এবং সেই ভাবেই উপরে তারজামা করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামা য়লের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

٩٥ ٨/ حدثنا اسحاق بن منصور انا عبد الله بن نمير نا عبيد الله

ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم

خاتما من ورق فكان فى يده ثم كان فى يد ابى بكر وعمر ثم كان فى

يد عثمان رضى الله عنهم حتى وقع فى بئر اريس نقشه محمد رسول الله •

(৯৫—৮) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্হাক ইব্নু মান্সূর, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবদুল্লাহ ইব্নু নুমাইর, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'উবাইদুল্লাহ ইব্নু 'উমার তিনি রিওয়ায়াত করেন নাফি' হইতে, তিনি ইব্নু 'উমার হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লম চঁদির একটি আংটি তৈয়ার করান। অনন্তর উহা তাঁহার হাতে থাকে। তারপর উহা আবূ বক্র ও 'উমারের হাতে থাকে। তারপর উহা 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর হাতে থাকে। অবশেষে তাঁহার হাতে থাকাকালে উহা আরীস কূপে পতিত হয়। উহাতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মদুর' রাসূলুল্লাহ।

(৯৫—৮) এই হাদীসটি সাহীহ আল্ বুখারীর ৮৭৩ পৃষ্ঠায়, সাহীহ মুসলিম : ২ | ১৯৬ পৃষ্ঠায় এবং সুনান আবূ দাউদ ২ | ২২৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

فكان فى يد ... عثمان—অনন্তর, উহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহ অসাল্লামের 'হাতে' থাকে। তারপর আবূ বাকর ও 'উমারের 'হাতে' থাকে। তারপর উসমানের 'হাতে' থাকে। এই হাদীসে 'হাতে থাকে' এর অর্থ 'অধিকারে থাকে'। কেননা, সুনান আবূ দাউদ : ২ | ২২৯ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসে বলা হয়াছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবিত থাকা কালে তাঁহার ঐ আংটিটি 'মু'আইকীব' নামক সাহাবীর যিম্মাতে থাকিত। প্রয়োজনমত রাসূলুল্লাহ সঃ ঐ আংটি মু'আইকীবের নিকট হইতে লইয়া উহা দ্বারা মোহর করাইতেন।

পরবর্তী অধ্যায়ের অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে এবং সাহীহ মুসলিম ২ | ১৯৬ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসে বলা হইয়াছে যে, 'আংটিটি মু'আইকীবের হাত হইতে আরীস নামক কুয়ায় পড়িয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আংটিটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মু'আইকীবের তত্ত্বাবধানেই থাকিত এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তিন খালীফাই প্রয়োজনের সময় মু'আইকীবের নিকট হইতে আংটিটি লইতেন এবং ঐ আংটিযোগে মোহর করা শেষ হইলে উহা আবার মু'আইকীবের নিকট গচ্ছিত রাখিতেন। কিন্তু স্বভাবতই কখন কখন মু'আইকীবকে পাওয়া না গেলে সাময়িকভাবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং তিন খালীফাই উহা আঙ্গুলে পরিয়া থাকিতেন।

بئر اريس : আরীস কুয়া। এই কুয়াটি কুবার মাসজিদের নিকটস্থ একটি বাগানে অবস্থিত ছিল। 'আরীস' শব্দের অর্থ সিরীয়ার ভাষায় ছিল 'কৃষক'। আরীস নামে পরিচিত একজন য়াহুদীর নাম অনুসারে ঐ কুয়ার নাম হইয়াছিল 'বি'র আরীস'।

www.ahlehadeethbd.org

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ মুবারক আংটি আরীস কূপে কাহার হাত হইতে পড়িয়া যায় সে সম্বন্ধে হাদীসে দুই প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তী অধ্যায়ের ৭ নং হাদীসে এবং সাহীহ মুসলিমের ২। ১৯৬ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসে বলা হয় যে, উহা মু'আইকীব রাঃ এর হাত হইতে ঐ কূপে পড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে, সাহীহ বুখারী: ৮৭৩ পৃষ্ঠায় হাদীস হইতে জানা যায় যে, উহা হযরত 'উসমান রাঃ এর হাত হইতে পড়িয়া যায় মুহাদ্দিসগণ ইহার সমন্বয় করিতে গিয়া বলেন যে, আরীস কূপের এক ধারে হযরত উসমান ও অপর ধারে হযরত মু'আইকীব উপবিষ্ট থাকা-কালে হযরত উসমান যখন হাত বাড়াইয়া আংটিটি হযরত মু'আইকীবকে দিতেছিলেন এবং মু'আইকীব হাত বাড়াইয়া উহা লইতেছিলেন সেই সময় আংটিটি কূপে পড়িয়া যায়। কাজেই 'মু'আইকীবের হাত হইতে পড়ে' এবং 'হযরত উসমানের হাত হইতে পড়ে' উভয়ই বলা ঠিক হয়। যাহা হউক আংটিটি কুয়ায় পড়ার পরে উহার উদ্ধারের জন্য তিন দিন ধরিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয় এবং কুয়ার সমস্ত পানি সেচিয়া ফেলাও হয় কিন্তু আংটি পাওয়া যায় নাই। (সাহীহ আল্-বুখারী ৮৭৩ পৃঃ)। ইহার পর হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ আংটির অনুরূপ আর একটি আংটি তৈয়ার করাইয়া উহাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত করান এবং ঐ আংটি দিয়া পত্রাদিতে মোহর করিতে থাকেন। (আবূ দাউদ: ২। ২২৮)।

ইমাম কাস্তাল্লানী (মৃত্যু হিজরী ৯২৩) সাহীহ বুখারীর ভাষ্য: ৮। ৪৫৭—৮ পৃষ্ঠায় বলেন, "হযরত উসমান রাঃ এর খিলাফতের সপ্তম বর্ষে ঐ আংটি কুয়ায় পড়ে। তাহার পর হইতেই ইসলামী রাজ্যে যে ফিতনাহ ও বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয় তাহারই পরিণতি ঘটে হযরত উসমান রাঃ র হত্যায় এবং সেই ফিতনাই আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কাজেই দেখা যায় যে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু অল্ সালামের আংটির মধ্যে যে রহস্য নিহিত ছিল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ আংটিতেও সেইরূপ রহস্য নিহিত ছিল।" ইমাম কাস্তাল্লানীর সমসাময়িক ইমাম সুয়ূতীও (মৃত্যু হিজরী ৯১১) অনুরূপ মন্তব্য করেন।

আমার ধারণা এই যে, যে হাদীসটিকে ভিত্তি করিয়া এই ইমামদ্বয় তাঁহাদের উল্লিখিত মন্তব্যটি করেন সেই হাদীসটি এই,

সাহাবী হযরত আবূ মূসা আল্-আশ্'আরী রাঃ বলেন যে, তিনি একদা বাড়ীতে উযূ করিয়া বাহির হন এবং মনে মনে বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত মিলিত হইব এবং আজিকার এই দিবসটি তাঁহার সহিত অবশ্যই থাকিব। তিনি বলেন যে, অনন্তর তিনি [মাদীনার] মসজিদটিতে গেলেন এবং নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্বন্ধে লোকদেরে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, তিনি ঐ দিকে বাহির হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তিনি যেখানে গিয়াছিলেন সেইখানে যাইতে লাগিলাম। অবশেষে বর্ণনাকারী 'আরীস কূপের' বাগানের নিকট গিয়া পৌঁছিলেন।

তিনি বলেন, আমি ঐ বাগানের দরজার নিকট বসিয়া পড়িলাম। দরজাটি খেজুর গাছের শাখার তৈয়ারী ছিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন প্রকৃতির প্রয়োজন সমাপ্ত করিয়া উযূ শেষ করিলেন তখন আমি তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন দেখিলাম তিনি আরীস কূপের উঁচু করিয়া বাঁধানো এক পাড়ের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং উভয় পায়ের নলার কাপড় সরাইয়া গুটাইয়া উভয় নলা কূপের মধ্যে লটকাইয়া রাখিয়াছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অনন্তর আমি তাঁহাকে সালাম জানাইলাম। তারপর ফিরিয়া আসিয়া বাগানের দরজায় বসিলাম এবং মনে মনে বলিলাম, আজ আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বারবান হইব। অতঃপর আবূবাকর আসিয়া দরজায় ধাক্কা মারিলেন। আমি বলিলাম, 'ও কে?' তিনি বলিলেন, 'আবূবাকর'। আমি বলিলাম, 'অপেক্ষা করুন'।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি উঠিয়া গিয়া বলিলাম, "আল্লার রাসূল, এই যে আবূবাকর; তিনি অনুমতি চাহিতেছেন"। তাহাতে তিনি বলিলেন, "তাঁহাকে অনুমতি দাও এবং তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও"। বর্ণনাকারী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলেন, অনন্তর আমি ফিরিয়া আসিয়া আবূবাক্রকে বলিলাম, "প্রবেশ করুন এমন অবস্থায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেছেন।" বর্ণনাকারী বলেন, অনন্তর আবূবাক্র প্রবেশ করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ডান পার্শ্বে তাঁহার সঙ্গে বাঁধাই করা উঁচু পাড়ে বসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যেই ভাবে কূপের মধ্যে দুই পা লটকাইয়া রাখিয়াছিলেন তিনিও সেই ভাবে তাঁহার দুই পা লটকাইয়া দিলেন এবং উভয় পায়ের নলা হইতে কাপড় সরাইয়া গুটাইয়া লইলেন। তারপর আমি ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া থাকিলাম।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি যখন বাড়ী হইতে রওয়ানা হই তখন আমার ভাইকে উযূ করিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম এবং কথা ছিল তিনি আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবেন। এখন মনে মনে বলিতে লাগিলাম, আল্লাহ যদি আমার ঐ ভাইয়ের মঙ্গলের ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি তাহাকে আনিবেন। হঠাৎ দেখিলাম একজন লোক দরজায় নাড়া দিতেছে। আমি বলিলাম, "ও কে?" তিনি বলিলেন, "আল্ খাত্তাবের পুত্র 'উমার।" আমি বলিলাম, অপেক্ষা করুন"। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সালাম জানাইলাম এবং বলিলাম, "এই যে 'উমার অনুমতি চাহিতেছেন।' তাহাতে তিনি বলিলেন, "তাঁহাকে অনুমতি দাও এবং তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও"। অনন্তর আমি 'উমারের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, "তিনি অনুমতি দিলেন এমন অবস্থায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেছেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, অনন্তর তিনি প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত তাঁহার বাম পার্শ্বে কূপের উঁচু করা পাড়ে বসিলেন এবং দুই পা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর আমি ফিরিয়া আসিয়া (দরজার নিকট) বসিলাম এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম, আল্লাহ যদি আমার ভাইয়ের মঙ্গলের ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি তাহাকে আনিয়া উপস্থিত করিবেন।

তারপর একজন লোক আসিয়া দরজা নাড়িলেন। আমি বলিলাম, "ও কে?" তিনি বলিলেন, "আফফানের পুত্র 'উসমান।" আমি বলিলাম, "অপেক্ষা করুন।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে জানাইলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, "তাহাকে অনুমতি দাও এবং তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও এই অবস্থায় যে, তাহার উপর বিপদ আপতিত হইবে।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি আসিলাম এবং বলিলাম, প্রবেশ করুন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেছেন এমন অবস্থায় যে, **বিপদ আপনার উপর পতিত হইবে।** [বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলিলেন হে আল্লাহ আমাকে সবর দিও। আর একমাত্র আল্লাহরই নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।]

বর্ণনাকারী বলেন, অনন্তর তিনি প্রবেশ করিলেন এবং উঁচু করিয়া বাঁধানো পাড়টি পরিপূর্ণ দেখিয়া তাঁহাদের মুখামুখি হইয়া কূপের অপর দিকে বসিলেন।

যে কুয়ার পাড়ে বসিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হযরত উসমানের বিপদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন সেই কূপে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আংটি হারাইবার ফলে হযরত উসমানের প্রতি বিপদ আগমনের সূত্রপাত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِى يَمِيْنِهٖ

[ত্রয়োদশ অধ্যায়]

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ডান হাতে আংটি পরিতেন – এই সম্পর্কিত হাদীস সমূহ *

(৯৬—১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِىُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ اَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهٗ فِى يَمِيْنِهٖ

(৯৭—২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

(৯৬—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু সাহল ইব্ন 'আস্কার আল্-বগদাদী এবং অবদুল্লাহ ইব্নু আবদুররাহমান, তাঁহারা দুই জন বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান য়াহ্য়া ইব্ন হাস্সান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান সুলাইমান ইব্নু বিলাল, তিনি রিওায়াত করেন শারীক ইব্নু আবদুল্লাহ ইব্নু অবূ নামির হইতে, তিনি ইবরাহীম ইব্নু আবদুল্লাহ ইব্নু হুনাইন হইতে তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি আলী ইব্নু আবূ তালিব হইতে রিওায়াত করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার আংটি তাঁহার ডান হাতে পরিতেন।

(৯৭—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু য়াহয়া, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান অহমাদ ইব্নু সালিহ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আবদুল্লাহ ইব্নু ওাহাব, তিনি

---

* পূর্বের অধ্যায়ে কেবলমাত্র এই কথাই বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আংটি ছিল। ঐ আংটিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত ছিল এবং তিনি তাঁহার চিঠিপত্রে উহা দ্বারা মোহর অঙ্কিত করিতেন।

আর এই অধ্যায়ে তাঁহার আংটি পরিবার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

(৯৬—১) এই হাদীসটি সুনান আবূ দাউদ : ২।২২৯ পৃষ্ঠাতে এবং সুনান আন্নাসা'ঈ ২।২৮৯ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

(৯৭—২) এই হাদীসটি সুনান আন্-নাসা'ঈ : ২।২৮৯ এবং সুনান ইব্নু মাজাহ : ২৬৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

وهب عن سليمان بن بلال عن شريک بن عبد الله بن ابى نمر نحوه•

(৯৮—৩) حدثنا احمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة

قال رايت ابن ابى رافع يتختم فى يمينه فسالته عن ذالک فقال

رايت عبد الله بن جعفر يتختم فى يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان

النبى صلى الله عليه وسلم يتختم فى يمينه•

রিওয়ায়াত করেন সুলাইমান ইব্‌নু বিলাল হইতে, তিনি শারীক ইব্‌নু আব্দুল্লাহ ইব্‌নু আবূ নামির হইতে পূর্বের হাদীসটির মর্মের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

(৯৮—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহমাদ ইব্‌নু মানী,' তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান য়াযীদ ইব্‌নু হারূণ, তিনি রিওয়ায়াত করেন হাম্মাদ ইব্‌নু সালামাহ হইতে, তিনি বলেন আমি ইব্‌নু আবূ রাফি'কে তাঁহার ডান হাতে আংটি পরিতে দেখিয়া তাঁহাকে ডান হাতে আংটি পরা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তাহাতে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌নু জা'ফারকে তাঁহার ডান হাতে আংটি পরিতে দেখি। আরও আবদুল্লাহ ইব্‌নু জা'ফার বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার ডান হাতে আংটি পরিতেন।

نحوه : ইহার মর্মের অনুরূপ। نحوه ও مثله এর তাৎপর্য (৬—৬) হাদীসের টীকাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। দুইটি সূত্রে বর্ণিত কোন হাদীসের শব্দ একরূপ হইলে উহাদের একটিকে অপরটির মিস্‌লাহু (مثله) বলিয়া এবং শব্দে একরূপ না হইয়া ভাবে ও অর্থে একরূপ হইলে নাহ্‌ওয়াহু (نحوه) বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

(৯৮—৩) এই হাদীসটি সুনান আন্‌নাসা'ঈ : ২।২৮৯ পৃষ্ঠাতে এবং সুনান ইব্‌নু মাজাহ : ২৬৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(٩٩—٤) حدثنا يحيى بن موسى انبأنا عبد الله بن نمير انبأنا ابراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلي الله عليه وسلم يتختم في يمينه •

(١٠٠—٥) حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى انا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه •

(৯৯—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান য়াহ্য়া ইব্নু মূসা, তিনি বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস দিয়া তাহার রিওয়ায়ত করিতে অনুমতি দেন আবদুল্লাহ ইব্নু নুমাইর, তিনি বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস দিয়া উহা রিওয়ায়াত করিবার অনুমতি দেন ইব্রাহীম ইব্নুল্ ফায্ল, তিনি রিওয়ায়াত করেন আবদুল্লাহ ইব্নু মুহাম্মাদ ইব্নু 'আকীল হইতে. তিনি অবদুল্লাহ ইব্নু জা'ফার হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার ডান হাতে আংটি পরিতেন।

(১০০—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্নু য়াহ্য়া, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান অবদুল্লাহ ইব্নু মাইমূন. তিনি রিওয়ায়াত করেন জা'ফার ইব্নু মুহাম্মাদ হইতে তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি জাবির ইব্নু আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার ডান হাতে আংটি পরিতেন।

(৯৯—৪) এই হাদীসটি সুনান নাসা'ঈ : ২।২৮৯ পৃষ্ঠায় এবং ইব্নু মাজাহ : ২৬৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

يحيى بن موسى—ইমাম তিরমিযীর উসতাদ। আশ্শামায়িলের একটি প্রতিলিপিতে য়াহ্য়া ইব্নু মূসা স্থলে মূসা ইব্নু য়াহ্য়া পাওয়া যায় এবং পাক ভারতে জামি' তিরমিযীর সহিত যে আশ্শামায়িল গ্রন্থ ছাপা হয় (দিল্লী, ১৩৭৭ হিঃ) তাহাতে মূসা ইব্নু য়াহ্য়া দেখা যায়। কিন্তু উহা ঠিক নহে। য়াহ্য়া ইব্নু মূসা শুদ্ধ। কেননা ইমাম তিরমিযীর উস্তাদদের তালিকায় য়াহ্য়া ইব্নু মূসা পাওয়া যায়; মূসা ইব্নু য়াহ্য়া পাওয়া যায় না।

(১০০—৫) جعفر بن محمد : **জা'ফার ইব্নু মুহাম্মাদ।** ইনি হইতেছেন হযরত আলী কার্রামাল্লাহু অজ্হাহু এর পৌত্রের পৌত্র। তাঁহার পূর্ণ বংশ পরিচয় হইতেছে—

جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على كرم الله وجهه • এই জা'ফার এর উপাধি হইতেছে আস্-সাদিক (الصادق), তাঁহার পিতা মুহাম্মাদের উপাধি আল্ বাকির (الباقر)। আর আল্-বাকিরের পিতা আলীর উপাধি যাইনুল্ 'আবিদীন (زين العابدين)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(١٠١—٦) حدثنا محمد بن حميد الرازى ثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم فى يمينه ولا اخاله الا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم فى يمينه ٠

(١٠٢—٧) حدثنا محمد بن ابى عمر انا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة

(১০১—৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্‌নু হুমাইদ আর্‌রাযী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান জারীর, তিনি রিওয়ায়াত করেন মুহাম্মাদ ইব্‌নু ইসহাক হইতে, তিনি আস্‌সাল্‌ত্‌ ইব্‌নু আবদুল্লাহ হইতে, তিনি বলেন ইব্‌নু 'আব্বাস তাঁহার ডান হাতে আংটি পরিতেন এবং আমার নিশ্চিত মনে হয় যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার ডান হাতে আংটি পরিতেন।

(১০২—৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্‌নু আবূ 'উমার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান সুফ্‌য়ান, তিনি রিওয়ায়াত করেন আইয়ূব ইব্‌নু মূসা হইতে, তিনি নাফি' হইতে তিনি ইব্‌নু 'উমার হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিশ্চয় চাঁদির একটি আংটি

(১০১—৬) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—তুহ্‌ফা : ৩।৫১-৫২। তাহা ছাড়া ইহা সুনান আবূ দাউদ : ২২২৯ পৃষ্ঠাতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, (ইব্‌নু আব্বাস রাঃ-এর শিষ্যের শিষ্য) মুহাম্মাদ ইব্‌নু ইস্‌হাক বলেন, আমি আস্‌সল্‌ত্‌ ইব্‌নু আবদুল্লাহ ইব্‌নু নাওফাল ইব্‌নু আবদুল মুত্তালিব এর ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙুলে আংটি দেখি। তখন আমি বলি, "ইহা কি!" তাহাতে তিনি বলেন, আমি ইব্‌নু আব্বাসকে তাঁহার আংটি এইভাবে পরিতে দেখিয়াছি। তিনি আংটির পাথরের দিকটি পেছন দিকে রাখিয়াছিলেন। আমার নিশ্চিতভাবে মনে পড়ে যে ইব্‌নু আব্বাস বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার আংটি এই ভাবে পরিতেন।

اخاله : আরবী ব্যাকরণমতে শব্দটি 'আখালুহু' হইলেও ইহার 'ইখালুহু' উচ্চারণই অধিকতর বিশুদ্ধ ও অধিকতর প্রচলিত (اكثر وافصح)—মাজ্‌মা'উল্‌ বিহার।

(১০২—৭) হযরত ইব্‌নু 'উমার রাঃ বর্ণিত এই হাদীসটি সাহীহ মুসলিম : ২।১৯৬ পৃষ্ঠায়, সুনান আবূ দাউদ : ২।২২৮ পৃষ্ঠায় এবং সুনান ইব্‌নু মাজাহ : ২৬৭ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই হাদীসের অনুরূপ হযরত আনাস রাঃ-এর বর্ণিত একটি হাদীস সাহীহ বুখারী : ৮৭৩ পৃষ্ঠাতে এবং সাহীহ মুসলিম : ২।১৯৬ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হইয়াছে। সাহীহ বুখারীর হাদীসটির তারজমা এই—

www.ahlehadeethbd.org

وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى ان ينقش

তৈয়ার করাইয়া পরেন এবং আংটির পাথরের দিক তাঁহার হাতের তালুর দিকের সন্নিহিত অংশে রাখেন। আরও তিনি ঐ আংটিতে অঙ্কিত করান 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এবং তিনি নিষেধ করেন, অপর কেহ যেন তাঁহার আংটিতে উহা অঙ্কিত না করে। ঐ আংটিটি মুআইকীবের হাত হইতে আরীস কূপে পড়িয়া যায়।

আনাস ইবনু মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চাঁদির একটি আংটি তৈয়ার করান এবং উহাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত করান। তারপর তিনি বলেন, "আমি চাঁদির একটি আংটি তৈয়ার করাইয়াছি এবং উহাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত করাইয়াছি। কাজেই এই অঙ্কনের অনুরূপ কেহই কোন ক্রমেই অঙ্কিত করিবে না।"

جعل فصه مما يلي كفه অর্থাৎ আংটিটির অঙ্কিত করা দিকটি **ভিতরের দিকে রাখিতেন**। পূর্বের হাদীসটির নোটে সুনান আবূ দাউদের যে হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আংটিটির পাথরের দিকটি **বাহির দিকে রাখিতেন**। এই পরস্পর-বিরোধী বিবরণটির সমন্বয় করিতে গিয়া মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন কোন সময়ে পাথরের দিকটি বাহির দিকে রাখিতেন। কিন্তু ভিতরের দিকে উহা রাখিবার হাদীসগুলি অধিকতর বিশুদ্ধ বলিয়া পাথরের দিকটি হাতের তালুর দিকে রাখাই উত্তম হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইমাম নাওয়াভী বলেন, কয়েকটি কারণে অঙ্কিত দিকটি ভিতর দিকে থাকাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হয়। (এক) ইহাতে আড়ম্বর ও দাম্ভিকতা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। (দুই) আঘাত অথবা কোন শক্ত বস্তুর সহিত টক্কর লাগিয়া লেখাটি বিকৃত হওয়ার আশংকা কম থাকে। (তিন) উহাতে নকল হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে।

نهى ان ينقش احد : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিষেধ করেন যে, ঐ কথাগুলি কেহ যেন তাহার আংটিতে অঙ্কিত না করে। ইহার যৌক্তিকতা প্রকাশ্য। ঐ আংটি দ্বারা সরকারী চিঠি-পত্র ও ফরমান মোহর করা হইত। ফলে অপর কেহ ঐ কথাগুলি অঙ্কন করাইয়া যদি উহা নিজেদের লেখা কিছু মোহর করিত তাহা হইলে বিভ্রাট সৃষ্টি হইবার আশংকা ছিল। এই কারণে এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

যাহা হউক, যত দিন পর্যন্ত 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত আংটি দ্বারা সরকারী কাগজপত্রে সীল দেওয়া হইত তত দিন পর্যন্ত অনুরূপ কথা অঙ্কন না করার যৌক্তিকতা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। কিন্তু তাহার পরে ঐ কথাগুলি কোন্ মুসলিমের পক্ষে নিজ আংটিতে অঙ্কিত করা যায় কিনা—এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ফাইসালা এই—

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আংটিতে কখন কখন আংটির মালিকের নাম লেখা হয় এবং কখন কখন কোন নীতি-বাক্যও লেখা হয়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আংটিতে অঙ্কিত 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর তাৎপর্য এই উভয়ই থাকা সম্ভব ছিল। অর্থাৎ ইহার একটি তাৎপর্য যেমন এই হয় যে, এই আংটির অধিকারী হইতেছেন আল্লাহের রাসূল মুহাম্মাদ; তেমনি ইহা দ্বারা সূরা 'আল-ফাত্হ' এর শেষ আয়াতে উল্লিখিত 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর দিকে ইঙ্গিতও হইতে পারে; অর্থাৎ ইসলামের একটি মূলনীতি হিসাবেও অঙ্কিত হইয়া থাকিতে পারে। প্রথম তাৎপর্যও যেহেতু সম্ভব কাজেই সেই হিসাবে কোনও মুসলিমের পক্ষে তাহার নিজ আংটিতে ঐ কথাগুলি অঙ্কিত করা বৈধ ও জায়িয হইবে না।

বলা বাহুল্য আংটির পাথরে আল্লাহ, আল্লাহু আকবর, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাওত প্রভৃতি লেখা প্রশস্ত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

احد عليه - وهو الذى سقط من معيقيب فى بئر اريس •

(উপরোক্ত আরবী লাইনের তরজমা পূর্ব পৃষ্ঠায় দেখুন)

(১০৩—৮) حدثنا قتيبة بن سعيد قال انا حاتم بن اسمعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه قال كان الحسن والحسين يتختمان فى يسارهما •

(১০৪—৯) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع ثنا عباد بن العوام عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن انس بن مالك ان النبى صلى الله عليه وسلم تختم فى يمينه •

(১০৩—৮) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইব্নু সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান হাতিম ইব্নু ইস্মা'ঈল, তিনি রিওয়ায়াত করেন জা'ফার ইব্নু মুহাম্মাদ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি বলেন আল্-হাসান ও আল্-হুসাইন তাঁহাদের বাম হাতে আংটি পরিতেন।

(১০৪—৯) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইব্নু আবদুর্রাহমান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মুহাম্মাদ ইব্নু 'ঈসা—আর তিনি হইতেছেন ইব্নুত্ তাব্বা', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস্ শোনান 'আব্বাদ ইব্নুল্ 'আওওয়াম, তিনি রিওয়ায়াত করেন সা'ঈদ ইব্নু আবূ 'আরূবাহ হইতে, তিনি কাতাদাহ হইতে, তিনি আনাস ইব্নু মালিক হইতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার ডান হাতে আংটি পরিয়াছিলেন।

(১০৩—৮) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—তুহ্ফা: ৩। ৫২।

এই হাদীসটিতে **বাম হাতে** আংটি পরার উল্লেখ রহিয়াছে। **পূর্বের** সব কয়টি হাদীসে এবং **পরের** হাদীসগুলিতে **ডান হাতে** আংটি পরার উল্লেখ রহিয়াছে। এমত অবস্থায় আগে ও পাছে 'ডান হাতে আংটি পরার' হাদীসের মাঝে 'বাম হাতে আংটি পরার' হাদীসটি না আনিয়া ইমাম তিরমিযী যদি এই হাদীসটি সবের শেষে আনিতেন তাহা হইলে অধিকতর সঙ্গত হইত।

(১০৪—৯) ইমাম তিরমিযী দেখাইতে চাহেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আংটি পরা সম্বন্ধে সকল সাহাবীই বলেন যে, তিনি ডান হাতে আংটি পরিতেন। একমাত্র আনাস রাঃ এর যে হাদীসটি তাবি'ঈ কাতাদাহ রিওয়ায়াত করেন সেই হাদীসটি বর্ণনা করিতে গিয়া কাতাদার কোন কোন শিষ্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু

www.ahlehadeethbd.org

قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الا من هذا الوجه - وروى بعض اصحاب قتادة عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم تختم فى يساره وهو حديث لا يصح ايضا -

---

আবূ ঈসা (ইমাম তিরমিযী) বলেন, এই হাদীসটি গারীব। কারণ, সা'ঈদ ইব্‌নু আবূ 'আরূবাহ কাতাদাহ হইতে, তিনি আনাস ইব্‌নু মালিক হইতে, তিনি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে এই মর্মে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন তাহা একমাত্র সা'ঈদ ইব্‌নু আবূ 'আরূবাহ রিওয়ায়াত করেন। তিনি ছাড়া কাতাদার কোন কোন শিষ্য কাতাদাহ হইতে, তিনি আনাস হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার বাম হাতে আংটি পরিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ হাদীসও সাহীহ নহে।

আলাইহি অসাল্লামের **বাম হাতে** আংটি পরার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু ঐ হাদীসগুলি সাহীহ নয়। কেননা, কাতাদার অন্যতম শিষ্য সা'ঈদ ইব্‌নু আবূ আরূবাহও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ডান হাতে আংটি পরিতেন।

ইমাম তিরমিযীর অভিমত এই যে, বাম হাতে আংটি পরা জায়িয নহে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন দিনই বাম হাতে আংটি পরেন নাই। এমন কি, তিনি পূর্বে সোনার যে আংটি তৈয়ার করেন তাহাও তিনি ডান হাতেই পরিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি ইহার পরে ঐ মর্মে ইব্‌নু উমার রাঃ এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। বাকী রহিল এই অধ্যায়ের ৮ নম্বরে বর্ণিত আল্‌-হাসান ও আল্‌-হুসাইনের বাম হাতে আংটি পরার ব্যাপারটি। সে সম্পর্কে ইমাম তিরমিযীর পক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে যে, আল্‌-হাসান রাঃ-এর সহিত মুহাম্মাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কাজেই ছিন্নসূত্রে বর্ণিত বিধায় উহা প্রমাণে ব্যবহারের যোগ্য নহে।

ইমাম তিরমিযীর অভিমত অপর মুহাদ্দিসগণ সমর্থন করেন না। বরং তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উভয় হাতেই আংটি পরা স্বীকার করেন। তাঁহাদের মত এই যে, বাম হাতে ইস্‌তিন্‌জা করা হয় বলিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অধিকাংশ সময়ে ডান হাতে আংটি পরিতেন এবং কখন কখন বাম হাতেও পরিতেন।

www.ahlehadeethbd.org

(৫ ا—١٠) حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا البسه ابدا فطرح الناس خواتيمهم •

(১০৫—১০) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু উবাইদ অল্মুহারিবী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আবদুল 'আযীয ইব্নু আবূ হাযিম, তিনি রিওয়ায়াত করেন মূসা ইব্নু 'উকবাহ হইতে, তিনি নাফি' হইতে, তিনি ইব্নু 'উমার হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সোনার একটি আংটি তৈয়ার করাইয়া লন। অনন্তর তিনি তাঁহার ডান হাতে উহা পরিতে থাকেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উহা ফেলিয়া দেন এবং বলেন "আমি ইহা আর কখনও পরিব না। তখন লোকেও তাঁহাদের আংটিগুলি ফেলিয়া দেন।

(১০৫—১০) এই হাদীসটি সাহীহ বুখারী: ৮৭১ ও ৮৭৩ পৃষ্ঠায়; সাহীহ মুসলিম: ২ | ১৯৬ পৃষ্ঠায়; সুনান আবূ দাঊদ: ২ | ২২৮ পৃষ্ঠায় এবং সুনান আন্-নাসা'ঈ ২ | ২৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

اتخذ رسول الله...ذهب: অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সোনার একটি আংটি গড়াইয়া পরিতে থাকেন' তারপর সোনার ব্যবহার যখন পুরুষের জন্য হারাম হয় তখন তিনিও উহা খুলিয়া ফেলেন এবং সাহাবীগণও উহা খুলিয়া ফেলেন।

হাতের কোন আঙুলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আংটি পরিতেন—সে সম্পর্কে কোন হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন নাই। এ সম্পর্কে হাদীসে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙুলে আংটি পরিতেন। (দেখুন সাহীহ বুখারী: ৮৭৩ পৃষ্ঠায় আনাস রাঃ এর উক্তি; এবং সুনান আবূ দাঊদ: ২২৯ ইব্নু আব্বাসের হাদীস)। বাম হাতে কনিষ্ঠা আঙুলে আংটি পরিতেন। (দেখুন সাহীহ মুসলিম: ২—১৯৭ পৃষ্ঠা এবং সুনান নাসা'ঈ ২ | ২৯৪ আনাস রাঃ এর উক্তি)।

আংটিতে চাঁদির পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী কোন হাদীস বর্ণনা করেন নাই। হযরত বুরাইদা রাঃ-এর বর্ণিত হাদীসে জানা যায় যে, আংটিতে চাঁদির পরিমাণ এক মিসকাল অর্থাৎ ছয় আনি ওযনও যেন পূর্ণ না হয়।—আবূ দাঊদ ২ | ২২৯ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

[চতুর্দশ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তরবারীর বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ *

* অনুষঙ্গ—পূর্ববর্তী অধ্যায় দুইটিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আংটির বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, রাজা, বাদশাহ ও নেতাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া পত্র লিখিয়া উহাতে মোহর করার জন্য আংটির প্রয়োজন হয়। তারপর তিনি ঐ আংটি দ্বারা মোহর করিয়া অমুসলিম প্রধানদের নিকট পত্র লিখেন। আর ইহা স্বাভাবিক যে, ঐ প্রধানগণ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিতে নাও পারে। ফলে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন হইতে পারে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়া এখানে যুদ্ধের অস্ত্রাদি ও সরন্জাম সম্বন্ধে তিনটি অধ্যায় লিখা হয়—তরবারি অধ্যায়, লৌহ বর্ম অধ্যায় ও লৌহ শিরস্ত্রাণ অধ্যায়।

রাসূলুল্লাহ সঃ-এর তরবারিসমূহ—রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সচরাচর ও প্রায়ই যে তরবারিটি সঙ্গে রাখিতেন ও ব্যবহার করিতেন উহার নাম ছিল 'যুল্‌ফাকার' বা 'যুল্‌কিকার' (ذو الفقار)। 'ফাকার' শব্দের অর্থ মেরুদণ্ডের অস্থি। মেরুদণ্ডের দুই অস্থির মধ্যে যেমন একটু খাঁজ থাকে সেইরূপ কয়েকটি খাঁজ ঐ তরবারিতে ছিল বলিয়া উহার এই নাম হইয়াছিল। যুল্‌ফাকার তরবারি ছাড়া আরও নয়টি তরবারি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছিল। সেইগুলির নাম নিয়ে দেওয়া হইল।

১। আল্‌-মা'সূর (المأثور)। এই তরবারিটি তাঁহার সর্বপ্রথম তরবারি ছিল। ইহা তিনি তাঁহার পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন।

২। আল্‌কাযীব (القضيب) অর্থ: ধারাল তরবারি।

৩। আল্‌কালা'ঈ বা অল্‌কুলা'ঈ (القلعي)। দেহাত ও গ্রামাঞ্চলে কালা' নামক স্থানে প্রস্তুত বলিয়া এই নাম হয়।

৪। আল্‌-বাত্তার (البتار) অর্থ: অত্যন্ত কর্তনকারী।

৫। আল্‌-হাত্‌ফ (الحتف) অর্থ: ধ্বংস বা ধ্বংসকারী।

৬। আল্‌-মিখ্‌যম (المخذم) অর্থ: তীক্ষ্ণধার।

৭। আর্‌-রুসূব (الرسوب) অর্থ: গভীর ক্ষতকারী।

৮। আস্‌সামসামাহ (الصمصامة) অর্থ: যথাযথভাবে টেম্পার করা তরবারী।

৯। আল্‌লাহীফ (اللحيف) অর্থ: বেষ্টনকারী।

তরবারি সম্পর্কিত দুইটি মু'জিযা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (এক) বাদর যুদ্ধে যখন হযরত 'উকাশার তরবারি ভাঙ্গিয়া যায় তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসালাম উদ্বৃত্ত কোন তরবারী না পাইয়া 'উকাশাকে একটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়া বলেন, 'ইহা দ্বারা আঘাত করিতে থাক।' অনন্তর 'উকাশার হাতে ঐ কাষ্ঠখণ্ডটি একটি দীর্ঘ, শুভ্র তীক্ষ্ণ তরবারিতে পরিণত হয়। 'উকাশা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত সকল যুদ্ধে ঐ তরবারী লইয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন এবং হযরত আবু বাকর রাঃ-এর খিলাফতকালে ৪৫ বৎসর বয়সে যুদ্ধ করিতে করিতে শাহীদ হন—মিশকাত গ্রন্থকারের ইক্‌মাল। (দুই) উহুদ যুদ্ধে অবেদুল্লাহ ইবনু জাহশ যখন তরবারিশূন্য হইয়া পড়েন তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে খেজুর গাছের একটি শাখা দেন। অনন্তর উহা দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে ঐ যুদ্ধেই তিনি শাহীদ হন। তাঁহাকে ও হযরত হামযা রাঃ-কে একই কবরে দাফন করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ॥

ইবনে রুশ্‌দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আবদুল মোমেন ৫৫৬ হিজরী অব্দে এই নশ্বর ধাম পরিত্যাগ করিলে অতঃপর তদীয় পুত্র ইউছফ সিংহাসনারূঢ় হন। ইউছফ একজন অসামান্য ভাব ও কল্পনাময় ব্যক্তি ছিলেন। আবদুল মোমেন তাঁহার নিমিত্ত লিখনী ও অসি উভয় শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি লাভের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। যেসকল ব্যক্তি তরবারী ও লিখনী উভয় গৌরবের উচ্চতম শিক্ষায় সমারূঢ় হইয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাঁহাদিগকেই ইউছফের শিক্ষা দীক্ষায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল। (১) এবং এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায় ইউছফ উভয় শিক্ষায় স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বিগণের অগ্রগণ্য। এই সময়ে খ্রীষ্টানেরা টালিডো নগরকে রাজধানী ঘোষণা করিয়া স্পেনের অধিকাংশ স্থান মুসলমানগণের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়। ইউছফ কেবলমাত্র স্বীয় অসাধারণ বাহুবলে অধিকাংশ স্থানে ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তি পুনরায় উড্ডীয়মান করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিবার স্থান নাই, তবে কেবল মাত্র তাঁহার শিক্ষা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী এইস্থানে লিখিত হইল :

যদিও তিনি প্রায় সকল বিদ্যা ও শাস্ত্রে সাধারণ ব্যুৎপত্তি রাখিতেন, কিন্তু বিশেষরূপে দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অত্যধিক ছিল। এই নিমিত্ত তিনি ইব্‌নে সিনার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রাকৃতবিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ইব্‌নে তোফেলকে স্বীয় বিশিষ্ট পার্শ্বচররূপে নিযুক্ত করিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের প্রধানতম কর্ম্মচারীর পদ প্রদান করিয়াছিলেন। ইব্‌নে তোফেল তাঁহারই আদেশে সুদূর ও পার্শ্ব দেশাবলী হইতে যাবতীয় শাস্ত্রের পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলিকে রাজসভায় আহ্বান করেন। এই সকল মনীষীগণের মধ্যে আমাদের বিখ্যাত নায়ক ইব্‌নে রুশ্‌দ্ শ্রেষ্ঠতম। (২)...

"যখন আমি দরবারে প্রবেশ করি তখন ইব্‌নে তোফেলও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে আমিরুল মোমেনিন ইউছফের সম্মুখে উপস্থিত করেন ও আমার বংশ মর্যাদা ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা প্রভৃতি অতি উজ্জ্বল ভাবে বর্ণনা করেন। ইউছফ আমার প্রতি মনোযোগী হন ও প্রথমে আমার নাম ও বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর বলেন যে, বিদ্বজ্জনমণ্ডলী জগত মণ্ডল সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করেন? অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে পৃথিবী حادث অথবা قديم (৩) এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হই এবং যাহাতে এই প্রশ্নের উত্তর করিতে না হয় তজ্জন্য আমি দর্শন শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিয়া জ্ঞাপন করি।

(১) ابن خلكان تذكرة يوسف بن عبد المومن

(২) ابن خلكان تذكرة يوسف بن عبد المؤمن

(৩) ইসলামের পণ্ডিতমণ্ডলী সৌরজগতের বস্তু সমূহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন : হাদেছ ও কদিম। যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব পূর্বে বর্তমান ছিল না অথবা অন্য বস্তু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে হাদেছ বলে। আর যে বস্তু আবহমান কাল হইতে বর্তমান আছে এবং অন্য বস্তু কর্তৃক সৃষ্ট নহে তাহাকে কদিম বলে।—লেখক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"আমার অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়া ইউছফ তোফেলের প্রতি মনোযোগী হন, এবং এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। এরিষ্টোটল ও প্লেটো ও অন্যান্য পণ্ডিত মণ্ডলী এবিষয় কি লিখিয়াছেন, প্রথমে বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করেন; অতঃপর ইসলামের সুধী মণ্ডলী উল্লিখিত পণ্ডিতদিগের প্রতি কি কি প্রশ্ন করিয়াছেন, একে একে বর্ণনা করেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমার ত্রাস দূরীভূত হয়, কিন্তু আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, একজন সম্রাট প্রাকৃত বিদ্যার এরূপ অধিকার ও যোগ্যতা রাখেন যাহা সাধারণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যেও একরূপ দুর্লভ।

"স্বীয় সমালোচনা সমাপ্ত করিয়া পুনরায় তিনি আমার প্রতি মনোযোগী হন। এবারে আমি পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বীয় বিশ্বাস ও মনোভাব ব্যক্ত করি। যখন দরবার হইতে বিদায় হই তখন আমাকে খেলাৎ, নগদ টাকা ও অশ্বপ্রদান করা হয়।" (৪)

দর্শনসেবা ও তাহার সূচনা

দর্শন শাস্ত্রের সংস্রবে এরিষ্টোটলের গ্রন্থাবলীর অনুবাদই ইব্নে রুশ্দের প্রধানতম কীর্ত্তি। এই কীর্ত্তি মহিমার উদ্দীপনকারী স্বয়ং ইউছফ। ইবনে রুশ্দ্ একস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন :—"একদিন ইবনে তোফেল আমাকে ডাকাইয়া পাঠান ও বলেন যে, আজ আমিরুল মোমেনিন এই নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন যে, এরিষ্টোটলের দর্শন অতিশয় দুর্ব্বোধ্য, আর অনুবাদকগণও ইহার যথোচিত অনুবাদ করেন নাই। বড়ই সুখের বিষয় হইত যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এই কার্য্যে ব্রতী হইতেন এবং এরিষ্টোটলের দর্শনকে এরূপ সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিতেন যাহা সহজেই লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। ইহার পর ইবনে তোফেল আমাকে বলেন যে, "আমার ত আর এরূপ দায়িত্ব গ্রহণের বয়স নাই, আর তা ছাড়া আমিরুল মোমেনিনের কার্য্য হইতেই বা আমার অবসর কোথায়? এক্ষণে একমাত্র তুমি এই দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে পার এবং তুমিই ইহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে।"

৫৮০ হিজরী অব্দে ইউছফ স্বর্গারোহণ করেন ও তদীয় পুত্র ইয়াকুব মন্‌ছুর সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ইনি একজন অতিশয় গরিমাশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে একেশ্বরবাদী (موحدين) রাজশক্তির চরম উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্য বিস্তার ও সৌর্য্য বীর্য্যের কাহিনী যদিও মনোরম ও উদ্দীপনাময়ী, কিন্তু তাঁহার বিবরণ দানের স্থান কোথায়? তাঁহার শিক্ষা সৌকর্য্য সংক্রান্ত কীর্তিমালার অতি সামান্য নিম্নে পরিবেশিত হইল :

তিনি ফেকাহ শাস্ত্রবিদদিগকে আদেশ করেন যে, কোন ইমাম বা মুজতাহিদের অন্ধ অনুসরণ না করিয়া সকলেই যেন স্বীয় বিবেচনা সহকারে কোরআন ও হাদিসের সাহচর্য্যে সকল বিষয়ের মীমাংসা করেন। আদালত হইতে ফেকাহ শাস্ত্রের বন্ধন ছিন্ন করা হয় এবং যাবতীয় মীমাংসা কোরআন, হাদীস, এজমা ও কেয়াসের সাহায্য সাধন করার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করা হয়। মন্‌ছুরের অবস্থা আলোচনা করিয়া ইবনে খাল্লকান যে স্থানে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তথায় লিখিত হইয়াছে যে, "আমাদিগের সময়ে পশ্চিম হইতে যে সকল মনীষী আগমন করেন (যথা :— আবুল খাত্তাব ইবনে ওয়াহইয়া, আবু ওমর মুহিউদ্দীন আরাবী প্রভৃতি) তাঁহাদিগের সকলেরই

(৪) প্রোফেসার লিবানের ذكر ابن رشد

Contents

এই মত ছিল অর্থাৎ তাঁহারা কাহারও অন্ধ অনুসরণ করিতেন না।"

মনছুর আশানুরূপ ইবনে রুশদের সম্বর্ধনা করেন। ৫৯১ হিজরী অব্দে যখন তিনি বিধর্মী-দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছিলেন, বিদায় সম্ভাষণের নিমিত্ত ইবনে রুশদকে দরবার গৃহে ডাকাইয়া পাঠান এবং এরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন যে, সভাস্থিত পরিষদমণ্ডলী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন। ওমরা মণ্ডলীর মধ্যে আবদুল ওয়াহেদ মনছুরের জামাতা ও অন্য পক্ষে বিশিষ্টতম পার্শ্বচর ছিলেন বলিয়া সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, দরবারের তৃতীয় স্থান তাঁহারই অধিকৃত থাকিত। কিন্তু ইবনে রুশদ তাঁহাকেও অতিক্রম করেন, অর্থাৎ মনছুর তাঁহাকে ডাকিয়া স্বীয় পার্শ্বদেশে স্থান দান করিয়া অনেক-ক্ষণ যাবৎ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন। দরবার হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে বন্ধুবর্গ গভীর আনন্দ ও হর্ষ সহকারে পণ্ডিত প্রবরের অভিনন্দনের পরিবর্তে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন :—

"এই অকস্মাৎ উন্নতি সৌভাগ্যের বিষয় নহে, এই অপ্রত্যাশিত উন্নতিতে সম্মান বর্ধনের ফলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।"

বড়ই দুঃখের বিষয় দূরদর্শী দার্শনিকের ভবিষদ্বাণী পরিণামে কঠোর সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

মোসলেম নৃপতিমণ্ডলীর মধ্যে মনছুর ও তদীয় সমসাময়িক সম্রাট ছালাহুদ্দীন স্ব স্ব সময়ে মুসলমান সমাজের গৌরব রবি ছিলেন ও ঘটনাক্রমে উভয়েই এরূপ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সংসর্গ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, যাঁহাদের যশোকিরণে আজও দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত রহিয়াছে। অর্থাৎ ইবনে রুশদ ও শেখুল এশরাক (৫)। কিন্তু কালের কি ক্রূর পরিহাস! যে সালাহুদ্দীন ধর্ম ও ন্যায়ের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ছিলেন, তিনিই শেখুল এশরাকের হত্যাকারী! আর বদান্যতা ও গুণগ্রাহিতার উচ্চতম শিখরে যে মনছুর সমারূঢ় ছিলেন, যাঁহার চরিত্রালেখ্য সকল প্রকার অনাচারের কলঙ্ক হইতে পবিত্র রহিয়াছে, তিনিই কিনা ইবনে রুশদের ধ্বংসের কারণ।

ইবনে রুশদের পতন ও ধ্বংস একটি আশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ ঘটনার প্রকৃত কারণ ও তাৎপর্য্য নির্ধারণকল্পে যথেষ্ট গবেষণার পরিচয়

(৫) শেখুল এশরাকের প্রকৃত নাম শেহাবউদ্দীন; আনুমানিক ৫৫০ হিজরী অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এমাম রাজীর গুরু মোহাম্মদ জিলির নিকট দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ করেন। আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ যশ অর্জন করেন যে, তাঁহার জীবিত কালের মধ্যে মোছলেম জগতে অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে কেহ তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তিনি ৪৭৯ অব্দে হালাব গমন করেন, সেই সময়ে ছোলতান সালাহুদ্দীনের পুত্র গাজী আল্‌মালেকুজ্‌জাহের সেই স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি সসম্মানে তাঁহার সম্বর্ধনা করেন ও তদীয় সম্মান রক্ষার্থে একটি তর্কসভা আহ্বান করেন। সভায় দেশের স্বনামখ্যাত বিদ্যাবত্তামণ্ডলী যোগদান করিয়াছিলেন। শেখুল এশরাক তাঁহাদিগের সম্মুখে এরূপ জলদগম্ভীর স্বরে ওজঃস্বিনি ভাষায় বক্তৃতা করেন যে, উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হইয়া যান। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রাণান্তকারী শত্রুরূপে পরিণত হন ও সমবেত ভাবে সোলতান সালাহুদ্দীনকে লিখিয়া পাঠান যে, এই ব্যক্তি জীবিত থাকিলে আপনার বংশধর ও মোছলমান সমাজকে বিপথগামী করিবে। ইহাতে সোলতান সালাহুদ্দীন তাঁহার প্রাণদণ্ডের নিমিত্ত আল্‌মালেকুজ্‌জাহেরকে আদেশ করেন। সোলতানের আদেশে ৫৮৬ অব্দে ৩৬ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাণসংহার করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

প্রদান করিয়াছেন ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক নির্ণয় করিয়াছেন যে ইব্‌নে রুশ্‌দের অভ্যাস ছিল তিনি যখন দরবারমণ্ডপে মনছুরের সহিত দর্শন অথবা অন্য কোন শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন মনছুরকে কেবলমাত্র "হে ভ্রাতঃ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি এরিষ্টোটলের বিখ্যাত পুস্তকের "আল্‌হাওয়ানাৎ" নামক যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে "যারাফা" নামক একটি জন্তুর বর্ণনায় লিখিয়াছিলেন যে "আমি এই জন্তুটিকে বর বর بر بر রাজ্যের পশ্বাগারে দর্শন করিয়াছি। এই সামান্য ধরণের উপাধি মনছুরের পক্ষে প্রকাশ্য অবমাননা ব্যতীত আর কি বিবেচিত হইতে পারিত ? (৬)

উপরোক্ত বর্ণনা এই কারণে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে মনছুর স্বভাবতঃ অতিশয় গৌরবপ্রিয় ও জাঁকজমকের অনুরাগী ছিলেন। যখন ইউরোপীয়গণ মোছলমানগণের নিকট হইতে সেই আর একবার যেরূসালেম (بيت المقدس) কাড়িয়া লইবার প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং এই দুর্নিবার আকাঙ্খায় যখন ইউরোপের প্রত্যেক খণ্ড হইতে সেনা মেঘ উত্থিত হইয়া পবিত্র গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল তখন সালাহুদ্দীন ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার সময় আগত হইয়াছে জ্ঞাপন করিয়া মনছুরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মনছুর সর্বতোভাবে পৃষ্ঠপোষকের উপযুক্ত ছিলেন; আর সাহায্য করিতে প্রবৃত্তও হইয়াছিলেন; কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন যে, পত্রে সালাহুদ্দীন তাঁহাকে আমিরুল মোমেনিন বলিয়া সম্বোধন করেন নাই (৭)।

সালাহুদ্দীনের কেবলমাত্র এইটুকু অপরাধ ছিল যে, তিনি মনছুরকে নিখিল বিশ্বের মোছলমানের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করেন নাই (?). কিন্তু ইব্‌নে রুশ্‌দের কি অসম সাহস যে, মনছুরকে তিনি কেবলমাত্র বর-বর রাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন! ইহাপেক্ষা ইব্‌নে রুশদের আর কি অমার্জিত অপরাধ হইতে পারিত ?

মনছুরের গোঁড়ামী (تعصب) যে ইব্‌নে রুশ্‌দের পতনের বিশিষ্টতম কারণ, অধিকাংশ ঐতিহাসিক এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ্য ও অনুকূল ঘটনাবলীও যে এই মতের সমর্থন করে তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ ইব্‌নে রুশ্‌দ যে সকল অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতাই প্রধানতম বলিয়া উল্লেখিত ছিল

প্রকৃত ঘটনা এই যে, একেশ্বরবাদী (موحدين) দিগের রাজত্বের ভিত্তি ধর্মের সমতল ভূমিতে স্থাপিত হইয়াছিল আর সেই রাজবংশের স্থাপক মোহাম্মদ বিন তুমারত এমামৎ ও মেহদীয়তের (৮) দাবী করিতেন এবং এই উপাচারেই তিনি রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। মরক্কো এই সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে ছিল ও আরবীয় বন্ধুগণের কাবার ন্যায় পরিকীর্তিত হইত ও চতুর্দিকে আড়ম্বরবিহীন ও জাঁকজমকশূন্য আত্মীয় গৃহাস্থলীর দৃশ্য পরি-

(৬) طبقات الاطباء

ابن ابى اصيبعة – تذكرة ابن رشد

(৭) ابن خلكان تذكرة يعقوب منصور

(৮) امامت ومهديت

মোছলমানদিগের মধ্যে দুইটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় আছে। যথা শিয়া ও ছুন্নী। শিয়াগণের ধারণা এই যে, রছুলে করিমের (দঃ) পর আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দিষ্ট দ্বাদশজন ইমাম (منصوص من الله) রছুলে করিমের পবিত্র বংশ হইতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। ইঁহা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লক্ষিত হইত। সেনা বিভাগ ও দেওয়ানী কার্য্য বিধির দায়িত্বভার প্রাপ্ত কর্মচারীগণ খাঁটি ও গোঁড়া প্রকৃতির মোছলমান ছিলেন। সাম্রাজ্যের

দিগের প্রথম ইমাম হজরত আলী ও শেষ ইমাম হজরত মেহদী। কথিত হয়, হজরত মেহদী জন্মলাভ করিলেও এখন লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন আর প্রথম প্রলয়ের قيامت صغرى প্রাক্কালে আবির্ভূত হইবেন।

ছুন্নীগণের অধিকাংশ দ্বাদশ ইমামের শৃঙ্খল পাশে আবদ্ধ না হইলেও ইমাম মেহদীর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বনি ওমাইয়াদিগের শাসন-শক্তি যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল, তখন হাশেমী ও ফাতেমী উভয় বংশই স্ব স্ব কবলে খেলাফতকে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন। ফলে তখন মোছলমানগণ চারি দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন, প্রথম দল জীস্মবত ওমাইয়া- রাজশক্তির পক্ষপাতী ছিলেন; দ্বিতীয় দল পশ্চিম ত্রিপলী বিজেতা হযরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়-রের নেতৃত্ব ঘোষণা করিতেছিলেন। তৃতীয় পক্ষ আব্বাসীয়া বংশ হইতে খেলাফৎ মনোনীত করিতে সচেষ্ট ছিলেন এবং শেষ বা চতুর্থ পক্ষ বনি ফাতেমাকে খেলাফতের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় ওমাইয়া বংশ কেবলমাত্র শত্রু দলনে ও স্বীয় খেলাফতের সংরক্ষণের নিমিত্তই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু অপর পক্ষীয় নেতৃবৃন্দ এই সময়ে স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপন করণার্থে অদ্ভুত অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করেন।

এই সকল অদ্ভুত অথচ অব্যর্থ কৌশলের মধ্যে প্রধানতম এই যে, তাহাদিগের পক্ষ হইতে চর নিযুক্ত হইয়া কতিপয় লোক দেশের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে ও ওজস্বিনী ভাষায় সর্বসাধারণকে স্ব স্ব দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করে। মানুষের স্বভাব, সর্বসাধারণের মনে সমাজ, পরিবার প্রভৃতি বিষয়ের কোন ধারনাকে বদ্ধমূল করিতে গেলে যে সেগুলিকে এমন একটি মহাশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপন করিতে প্রয়াস পায়, যাহাতে সেগুলিকে অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও না থাকে।

প্রাদেশিক শক্তি শুধু ধর্ম প্রবণ ও উদ্দীপনার উপর নির্ভর করিত। —ক্রমশঃ

কাজেই ঐসকল লোক ইহা সপ্রমাণ করিতে ও সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, তাহাদের মনোনীত খলিফা-গণের রাজ্যভার প্রাপ্তি আল্লাহ তাআল্লার অভিপ্রেত ও রছুল করিমের (দঃ) ভবিষদ্বাণীর অন্তর্ভুক্ত। ভবিষদ্বাণীর ভাষায় ইহাদিগকেই রছুলে করিম (দঃ) মেহদী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐসকল উক্তির প্রমাণস্বরূপ তাহারা কতিপয় হাদীস আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। এখানে সংক্ষেপে দুইটি হাদীস উল্লেখ করা গেল :—

عن ام سلمة (على بن نفيل)
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول المهدى من عترتى من
من ولد فاطمة (ابوداؤد ص ٢٣٢)

আবু দাউদ হাদীস গ্রন্থে ওম্মে ছালামা হইতে বর্ণিত হইয়াছে (বিবরণ দাতাগণের মধ্যে আলী বিন নোফেল একজন) যে, উম্মে ছালামা বলিয়াছেন, আমি রছুলে করিমের (দঃ) নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন যে, আমার বংশ ও ফাতেমার বংশ হইতে মেহদী জন্ম পরিগ্রহ করিবেন।

এই হাদিছটি কোন্ পক্ষের সাহায্যকারী চিন্তাশীল পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। এক্ষণে ঐ আবু দাউদেরই অন্য স্থানে বনি আব্বাছিয়া দিগের অনুকূলে একটী হাদীস শ্রবণ করুন :—

عن على قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء
النهريقال له الحارث حراث مقدمه
رجل يقال له منصور يوطن او يمكن
لال محمد كما مكنت قريش لرسول
الله صلى الله عليه وسلم وجب على
كل مسلم نصره - (ابوداؤد صفحه ٣٣٦)

www.ahlehadeethbd.org

হযরত আলী হইতে বর্ণিত হইয়াছে (ইহার বিবরণ দাতাগণের মধ্যে হারূণ ও ওমর বিন আবি কায়েছ ও হেলাল বিন ওমর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) তিনি বলেন, রছুলে করিম নির্দেশ করিয়াছেন যে, ফোরাতের ঐদিক হইতে একজন লোক বহির্গত হইবেন, তাঁহাকে লোকে হারেছ হেরাছ বলিবে; সে মনছুর নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে থাকিবে। সে মোহাম্মদ (দঃ) এর বংশকে বসতি ও আশ্রয় প্রদান করিবে যে রূপে রসূলে খোদাকে কোরেশগণ স্থানদান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মোছলমানের অবশ্য কর্তব্য। আবু দাউদ ৩৩৬ পৃষ্ঠা।

হাদিছের উল্লিখিত মনছুর পরিশেষে আব্বাসিয়া বংশের দ্বিতীয় নৃপতি ও প্রথম সম্রাট হইয়াছিলেন।

মোছলমানগণের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত মেহদীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত আছে। তিনিই আগমন করিয়া এই মুমূর্ষু মোছলমান সমাজকে মৃতসঞ্জীবনী প্রদান করিবেন।—লেখক।

[কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে:— আল-ইসলাম: ৫ম ভাগ ২য় ও ৭ম সংখ্যা হইতে সংকলিত]

www.ahlehadeethbd.org

॥ শাইখ আবদুর রহীম ॥

ইসলাম—মানব কল্যাণ ধর্ম *

ইসলাম নিশ্চিতভাবে একটা ধর্ম। আর ধর্মমাত্রেরই প্রাথমিক বিষয়গুলো হচ্ছে দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী হচ্ছে জ্ঞান ও বিশ্বাসভিত্তিক এবং অপর শ্রেণী হচ্ছে কর্মভিত্তিক। এই দুইটিকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় আকায়িদ ও আ'মাল। আবার এই দুইয়ের প্রত্যেকটির দুটি রূপ আছে। অস্তিবাচক রূপ এবং নাস্তিবাচক রূপ। এই চার প্রকার বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে তারপর আলোচনায় অগ্রসর হ'ব।

(ক) বিশ্বাসভিত্তিক অস্তিবাচকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—এক আল্লাহের অস্তিত্বে ও সত্তায় বিশ্বাস করা, হযরত মুহাম্মাদ সঃ কে আল্লাহের যথার্থ রাসূল বলে বিশ্বাস করা, কুরআন মাজীদকে আল্লাহের বাণী ব'লে বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

(খ) বিশ্বাসভিত্তিক নাস্তি বাচকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—আল্লাহের কোন শারীক ও অংশী নেই ব'লে বিশ্বাস করা, হযরত মুহাম্মাদ সঃ-এর নুবুওতের দাবী মিথ্যা নয় বলে বিশ্বাস করা, কুরআন মাজীদ কোন মানুষ বা জিন্নের বাণী নয় বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

(গ) কর্মভিত্তিক অস্তিবাচক বিষয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—এক আল্লাহের ইবাদাত করা, কেবলমাত্র তাঁকেই সিজদা করা, যাকাত পাবার যোগ্য ব্যক্তিকে যাকাতের মাল প্রদান করা, স্ত্রী-পুত্র ও দরিদ্র পিতামাতার ভরণপোষণ করা, বিক্রয়কালে ওযন ওমাপ ঠিক দেয়া ক্রয়কালে খাঁটি মুদ্রা দেয়া,, চাকর-মজুরকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেয়া ইত্যাদি।

(ঘ) কর্মভিত্তিক নাস্তিবাচক বিষয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—আল্লাহ ছাড়া অপর কারুর ইবাদাত না করা বা অপর কাওকে সিজদা না করা, পিতামাতাকে কোন প্রকারে কষ্ট না দেয়া, ক্রয়-বিক্রয়কালে ওযনে-মাপে বেশী না নেয়া অথবা কম না দেয়া ইত্যাদি।

স্মরণ রাখতে হবে যে, বিশ্বাস ও কর্ম দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হলেও এ দুটি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। বিশ্বাস বা আকায়িদ হচ্ছে মূল আর কর্ম হচ্ছে তারই শাখা-প্রশাখা। বিশ্বাস যত দৃঢ় হবে কর্ম ততই পাকা হবে। বিশ্বাসই কর্মের প্রেরণা যোগিয়ে থাকে। বিশ্বাস যেখানে শিথিল সেখানে কর্মের মধ্যে কোন প্রাণই থাকে না। কাজেই প্রত্যেক কর্মের মূলে উহার যথার্থতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে।

এই আলোচনায় দেখা গেল যে, ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে দু প্রকার বিষয় রয়েছে। এক হ'চ্ছে করণীয় এবং অপরটি হচ্ছে বর্জনীয়। এই গ্রহণীয় করণীয় ও বর্জনীয় বিশ্বাস ও কর্মগুলো দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে। এক প্রকার হচ্ছে মানুষের কেবলমাত্র নিজেরই সাথে জড়িত, আর অপর প্রকার হচ্ছে অপরের সাথে বিজড়িত। যথা, খাওয়া, পরা, শোয়াকে সাধারণতঃ ব্যক্তিগত কাজের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। অপরের সাথে জড়িত বিষয়গুলো আবার দু'প্রকার। কতকগুলো আল্লাহের সাথে জড়িত আর কতকগুলো আল্লাহের মাখলূকের সাথে জড়িত। প্রথমটিকে শারীআতের পরিভাষায় বলা হয় 'হাক্‌কুল্লাহ' আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'হাক্‌কুল 'ইবাদ'। এই 'হাক্‌কুল ইবাদের' মধ্যে পড়ে সমাজ কল্যাণকর কাজগুলো। কাজেই হাক্‌কুল 'ইবাদের আলোচনাই হচ্ছে সমাজ কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা। ইসলাম মতে মানুষের কাছে মানুষ বহু হাক্‌ক দাবী করতে পারে তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি হকের আলোচনা এখন করা হচ্ছে।

প্রথম কথা হচ্ছে একজন মানুষকে অপর মানুষ সম্পর্কে কি বিশ্বাস রাখতে হবে? ইসলাম এ ব্যাপারে কি নির্দেশ দেয়? এ প্রশ্নের জওাব দেবার আগে দু একটি বিষয় জানার প্রয়োজন আছে। তা হচ্ছে এই ইসলামের আগমন কালে মনুষ্য সমাজ ও সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে

* ঢাকা সোশাল ওয়েলফেয়ার কলেজের সীরাত মাহফিলে ২৯.৫।৬৯ তারীখে পঠিত।

www.ahlehadeethbd.org

লোকের কি ধারণা ও বিশ্বাস ছিল? আরো জানতে হবে, বাস্তব ক্ষেত্রে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে কোন প্রকার সমাজ ব্যবস্থা সে কালে প্রচলিত ছিল? এসব জান্‌লে তবেই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃত স্থান, মান ও মর্যাদা উপলব্ধি করা সম্ভব হতে পারে। কথায় বলে,

وبا لضد تتبين الاشياء

প্রতিকূল ও বিপরীত বিষয়ের সাথে তুলনা করলে তবেই গিয়ে কোন বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

আমাদের লেখক ও বক্তাগণ এই প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত ক'রে পেশ ক'রে থাকেন। তা হচ্ছে এই :—তাঁরা কেবলমাত্র আরবের লোকদেরে জঘন্যতম রূপে চিত্রিত ক'রে দেখাবার প্রয়াস পান। তাঁদের এই ধারণা আংশিকভাবে সত্য হ'লেও এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আরবদের মধ্যে তখনও কয়েকটা মানবীয় গুণ অত্যন্ত উন্নত মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। যথা, আশ্রয়-প্রার্থী চরম শত্রু হলেও তাকে আশ্রয়দান এবং তাকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন করা আরবদের রক্ত-মজ্জাগত স্বভাব ছিল। অতিথিসেবায় তারা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। প্রতিজ্ঞা পালনে তারা পর্বতের ন্যায় অটল ছিল। তাদের সম্মান-মর্যাদায় ঘা লাগলে তার প্রতিবিধানে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠতো—এমনি ছিল তাদের আত্মসম্মান-বোধ। তারা আত্মসম্মান ও নিজ সমাজের মর্যাদা রক্ষা-কল্পে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতেও ক্লান্ত হোতো না। আবার তাদেরই নেতারা দুই গোত্রের মধ্যে সন্ধি ও মিলন ঘটাবার জন্য নিজ পুত্রকে শত্রুপক্ষের হাতে এই বলে সমর্পণ করতেও কুণ্ঠিত হোতো না—"তোমরা যদি প্রাণের বদলে প্রাণ নিয়েই সন্ধি করতে ও মামলা নিষ্পত্তি করতে চাও তবে এই নাও আমার পুত্র। তার প্রাণবধ করেই তোমরা না হয় ক্ষান্ত হও। এখনই বল্‌লাম 'প্রতিকূল বিষয়ের সাথে তুলনা করলে যে কোন বিষয়ের প্রকৃত মূল্য বুঝা যায়' এই নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমাদের ঐ লেখক ও বক্তাদেরে তৎকালীন আরব দেরে নিতান্ত জঘন্য ও হীন চিত্রিত করার ভূতে পেয়ে বসে।

প্রকৃত কথা এই যে, আরবেরা সেকালে কোন সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসংহত জাতিই ছিল না। কাজেই তাদের মধ্যে যদি কোন মারাত্মক দোষ দেখা যেত তাকে ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র সমাজগত দোষ হিসাবে বিচার করাই সঙ্গত হবে। আসলে প্রকৃত ও চরম দোষী ছিল ঐ সব জাতি যারা সভ্যতার দাবী করতো এবং সভ্য বলে গণ্যও হতো অর্থাৎ পশ্চিমে রোমক ও গ্রীক জাতি এবং পূর্বে পারসী ও ভারতীয় জাতি। এই অথাকথিত সুসভ্য সাম্রাজ্য-সমূহের সমাজব্যবস্থাকে তৎকালীন সমগ্র পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা বলে আমরা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারি! তাই ঐ সব দেশের সমাজ ব্যবস্থা কি ছিল তাই আমাদের দেখতে হবে এবং তারপর দেখতে হবে ইসলাম তৎকালীন সমগ্র জগতের সমাজ ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন ক'রে কোন্ সমাজ ব্যবস্থা জগতকে দিল।

মানুষ নিয়ে সমাজ গঠিত। এই মানুষ সম্পর্কে গ্রীক ও রোমকদের ধারণা ও বিশ্বাস এই ছিল যে, মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হচ্ছে রাজশক্তি বা ষ্টেট। কাজেই যে সব ছেলেমেয়ে দুর্বল ও রিকেট হ'য়ে জন্মিত তাদেরে ষ্টেটের হুকুমে হত্যা করা হতো। গর্ভবতী হলেই স্ত্রীলোকিদেরে ষ্টেটের নিয়ন্ত্রণাধীন করে রাখা হতো। আর সুস্থ ছেলেমেয়েদেরে ষ্টেটের তত্ত্বাবধানে পালন করা হোতো। কাজেই সেখানে কোন ছেলেমেয়ের পক্ষে পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীর সংস্পর্শে আশার কোনই সম্ভাবনা না থাকায় সমাজের অস্তিত্বই ঐ রাজ্যে ছিল না।

পারস্যে ও ভারতে ব্যক্তিত্বের কোনই মূল্য ছিল না। সেখানে বংশ হিসেবে উচ্চ নীচ নির্ধারিত হতো। প্রধানের পুত্র প্রধান হতো যতই সে অযোগ্য হোক না কেন। ব্রাহ্মণের পুত্র চণ্ডাল-চরিত্র হ'লেও সমাজ তাকে সম্মান দেখাতে বাধ্য হতো। ফলে, সমাজ বিষদুষ্ট হয়ে উঠেছিল। সবার উপরে জগতের সকল তথা-কথিত সুসভ্য দেশে সামাজিক সাম্য নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত হতো। দরিদ্র ও তথাকথিত নীচ লোকে যে কোন অপরাধ করলেই তাকে শাস্তি দিতে কোনই কসুর করা হতো না, অথচ ধনী ও তথাকথিত উচ্চ শ্রেণী বা বংশের লোক জঘন্যতম অপরাধ করলেও তাকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতো।

যে যুগে সারা পৃথিবীতে মানুষের পরস্পরের মধ্যে সাম্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত নীতিরূপে পালিত হচ্ছিল সেই যুগে ইসলাম চরম জোরালো ও স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করলো মনুষের সাম্য ও ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يـايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم •

"ওহে মানব জাতি, এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি তোমাদেরে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে পয়দা করেছি এবং তোমরা যাতে সহজে পরিচিত হতে পারো সেই জন্য তোমাদেরে শাখাসমূহে ও গোত্রসমূহে পরিণত করেছি। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ধর্মভীরু এবং অন্যায় ও অধর্ম কাজ পরিত্যাগকারী।" সুরাহ আল্ হুজুরাতঃ ১৩।

আয়াতটিতে বাহ্যতঃ তিনটে বিষয়ের উল্লেখ থাক্‌লেও প্রকৃতপক্ষে এখানে দুটি বিষয়ের বিবরণ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, সকলেই এক আদমের ঔরসে ও এক হাওয়ার গর্ভে জন্মলাভ করেছে। কাজেই সকলে জন্মগতভাবে সমান। এই সত্যের উল্লেখ ক'রে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঘোষণা করেন।

الناس كلهم بنوادم وادم من تراب

"মনুষ্য জাতির প্রত্যেকই আদম সন্তান, আর আদম মাটি থেকে পয়দা।"—তিরমিযী ও আবুদাউদ (মিশকাত ৪১৮ পৃষ্ঠা)।

তাৎপর্য—মানুষের মূল ও আদি উপাদান হচ্ছে মাটি; আর মাটি সর্বদা পদদলিত হ'য়ে থাকে ও নিম্নে অবস্থান করে। কাজেই এই মাটি থেকে তৈয়েরী মানুষের পক্ষে অহঙ্কার করা কোন ক্রমেই শোভা পায় না।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, মানুষের শ্রেণী ও গোত্র বিভাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিচয়ের সুবিধা করা। ইহা ছাড়া বংশ ও গোত্র বিভাগের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। বংশ ও গোত্র বিভাগের সাথে সম্মান মর্যাদার কোনই সংস্রব নাই। এই নীতির পরিপুরক হিসেবে আয়াতটির তৃতীয় অংশে বলা হয় যে, সম্মান ও মর্যাদার মূল উৎস ও কারণ হচ্ছে তাক্ওা ও ধার্মিকতা। যে ব্যক্তি যত বেশী ইসলাম ধর্মপরায়ণ সে আল্লাহের নিকট তত বেশী সম্মান মর্যাদার পাত্র। এই কথার প্রতিধ্বনি ক'রে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেন,

ليس لاحد على احد فضل الا بدين وتقوى

অর্থাৎ জন্মগতভাবে কারো ওপরে কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য কেবল মাত্র ধর্ম পালন ও পাপ বর্জনের দ্বারাই লাভ হয়ে থাকে।—মুসনাদ আহমদ (মিশকাত: ৪১৮ পৃষ্ঠা)।

'Conception of man in Islam' অর্থাৎ মানুষের স্থান সম্পর্কে ইসলামী নীতির আলোচনা এখানে শেষ হোলো। এখন এমন কতকগুলো বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যা ইসলাম নূতন করে জগতের সামনে পরিবেশন ও প্রবর্তন করেছে।

সূরাহ অন্‌নিসা: আয়ত ৩৬এ বলা হয়েছে "আর তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সদয় আচরণ করা পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়ের সাথে, য়াতীমদের সাথে, অসহায় ও দরিদ্রদের সাথে, আত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে পথের সঙ্গীর সাথে ও ভিক্ষুকদের সাথে।"

সূরাহ আল্—বাকারাহ: ১৭৭ আয়াতে বলা হয়েছে "প্রকৃত ধর্ম রয়েছে আল্লাহ, পরকাল মালায়িকা, কিতাব ও নাবী সমূহে ঈমান রাখার মধ্যে; ধনসম্পদের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্বেও উহা আত্মীয়দেরে, য়াতীমদেরে, অসহায় দরিদ্রদেরে, ভিক্ষুকদেরে ও গোলামদেরে মুক্তি-পণের জন্য দান করার মধ্যে; সলাত কায়িম করার ও যাকাত দান করার মধ্যে; প্রতিজ্ঞা পালনের মধ্যে এবং শারীরিক কষ্ট, অর্থিক অনটনে ও যুদ্ধকালে সবর অবলম্বন করার মধ্যে।"

www.ahlehadeethbd.org

সূরাহ বানী ইসরাঈল থেকে কয়েকটি আয়াতের অনুবাদ এই। আয়াত ২৬ এ বলা হয়েছে, "আত্মীয়কে তার প্রাপ্য হক দাও এবং অসহায় দরিদ্রকে ও পথের সন্তানকে যথোপযুক্ত দান কর। কিন্তু ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে উড়িয়ে দিও না।"

আয়াত ৩১—"দারিদ্রের আশংকায় নিজ সন্তানদেরে হত্যা কোরোনা; আমিই তাদেরে আহার দিই এবং তোমাদেরেও দিই।"

আয়াত ৩২—"ব্যভিচারের নিকটেও যেওনা—ইহা নিশ্চিতভাবে অশ্লীল কাজ এবং অতি জঘন্য পন্থা।"

আয়াত ৩৩—"শারী'আতে অনুমোদিত পন্থা ছাড়া নরহত্যা কোরোনা।"

আয়ত ৩৪—"য়াতীম যত দিন নাবালক থাকে তত দিন তার ধনসম্পদের উন্নতি ও মঙ্গল উদ্দেশ্য ছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্যে তার ধনসম্পদের নিকটবর্তীও হোয়োনা। প্রতিজ্ঞা পালন করো।"

আয়াত ৩৫—"যখন কোন কিছু পরিমাপ করো তখন পরিপূর্ণ ভাবে পরিমাপ করিও। ওযনও ঠিক ঠিক-ভাবে করিও।"

এখন কয়েকটি হাদীস বলা হচ্ছে।

এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক জন স্ত্রীলোকের চৌর্য অপরাধ প্রমাণিত হ'লে তার হাত কাটবার হুকম হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোক বিধায় তার শাস্তি মাফের জন্য রাসূল সঃ-র নিকট সুপারিশ করা হ'লে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন, "এই ক'রেই পূর্বের জাতিগুলো অধঃপাতে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে গরীবেরা অন্যায় করলে তাদেরে যথারীতি শাস্তি দেওয়া হতো আর ধনী বা সম্ভ্রান্ত লোকেরা জঘন্যতম অন্যায় করলেও তাদেরে ছেড়ে দেয়া হতো। আল্লাহের কসম, মুহাম্মাদের (অর্থাৎ তাঁহার নিজের) কন্যা যদি চুরি করত তা হ'লে নিশ্চয় আমি তার হাত কাটতাম'—সহীহ বুখারী: ৪৯৪,৫২৮,৬১৬ ও ১০০৩ পৃষ্ঠাসমূহ।

আইনের চোখে সকল মানুষ সমান,—এই নীতিটি ইসলামই সর্বপ্রথম মানব সমাজে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামের পূর্বে পৃথিবীর তথাকথিত কোন সভ্য জাতিই এই নীতি জানতোই না। কারণ মানুষের মর্যাদা সম্পর্কেই তাহারা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতো। ইসলাম আগমনের পরে অমুসলিম কোন কোন জাতি ও রাজ্য 'আইনের চোখে সকল মানুষ সমান' নীতিটির যথার্থতা স্বীকার না ক'রে পারে নাই এবং বর্তমান যুগেও যে সকল জাতি নিজেদেরে সভ্যতার ধারক বাহক ব'লে দাবী ক'রে চলেছে তারাও এই নীতির যথার্থতা অত্যন্ত জোরে শোরে ঘোষণা করে বটে, কিন্তু কোন জাতিকেই উহা আন্তরিকতার সাথে কার্যে পরিণত করতে দেখা যায় না। বস্তুতঃ ইসলামের প্রতিষ্ঠিত এই নীতিটিই সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা কায়িম করতে পারে। এই নীতিটির অবমাননা করলে কস্মিন কালেও দেশে সুখ শান্তি বিরাজ করতে পারে না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যে দেশে যত কাল ইতর ভদ্র ব্যবহার চলবে সে দেশ থেকে তত কাল সামাজিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর হতে পারে না।

সমাজ কল্যাণের আরও বহু নীতি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জগতকে দিয়ে যান; তন্মধ্যে কয়েকটি এই:

তিনি বলেন, "প্রকৃত মুসলিম সেই, যাহার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অপর মুসলিম নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকে।',

"যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না, সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম নয়।"

"যে ব্যক্তি উদরপূর্তি করে খেয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুমায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটায় সেই ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন নয়।"

"যে ব্যক্তি ব্যবসায়ে ধোকাবাযী করে সে আমাদের দলের নয়।"

"যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ প্রবর্তন করে, তবে ঐ কাজ যদি অপরেও তাহার দেখাদেখি করতে থাকে, তা হলে অপর লোকেরা ঐ কাজ ক'রে যে পুণ্য অর্জন করে সেই পুণ্যের সমষ্টি পরিমাণ পুণ্য প্রবর্তনকারীও অর্জন করে। কিন্তু তাই ব'লে অপর লোকদের পুণ্য কম করা হয় না।

[৭৯ পৃষ্ঠার নীচে দেখুন]

www.ahlehadeethbd.org

নয়া শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ডিফিল
[অধ্যক্ষ, ইসলামী ইতিহাস ও তমদ্দুন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

'একটি নতুন শিক্ষানীতি' সম্পর্কে সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী প্রস্তাবাবলী মনোযোগ দিয়ে পর্য্যালোচনা ক'রে আমার ধারণা হয়েছে যে, এগুলি সর্বসাধারণে প্রকাশ করার পূর্বে এর বিভিন্ন দিক এবং এগুলি কার্য্যে পরিণত হ'লে তাতে ক'রে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার 'পরে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সে নিয়ে হয়ত যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করা হয়নি। যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো নিয়ে অনেক আলোচনা এবং কাঠামো পরিবর্তনের অনেক সুপারিশ থাকলেও প্রস্তাবগুলোর মধ্যে দেশের শিক্ষার মান যথার্থ উন্নয়নের তেমন কোন পথ-নির্দেশ নেই। অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রস্তাবাবলী-সম্বলিত দলিলটি স্ববিরোধী হয়েও দাঁড়িয়েছে। তবু এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, আমাদের দেশে শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদবিক্ষেপ। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সবচেয়ে তাৎপর্য্যপূর্ণ দিক হোল যে, এবারেই প্রথমবারের মত এ দেশে শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও গুরুত্ব দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষাখাতে ব্যয়কে এতদিন অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হোত। সুপরিকল্পিত উপায়ে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ—জন-সম্পদকে শিক্ষিত করে না তুললে পাকিস্তানের সার্বিক উন্নয়ন যে সম্ভবপর নয় এ উপলব্ধি আমাদের ছিল না। এবার কিন্তু আমরা দেখছি যে, সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করা হচ্ছে ঃ "The entire educational expenditure is in the nature of investment in man—whether it be the cost of building a school or salary of a teacher." এবং সে অনুসারে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ব্যয় শতকরা এক শ' ভাগ বৃদ্ধি করতে হ'বে।

এর পরে যা সকলের সপ্রশংস সমর্থন ও অভিনন্দন লাভ করবে তা হোল বর্তমান নীতির উদ্দেশ্য প্রস্তাবাবলী—aims of the new Policy—বিশেষ ক'রে যেখানে বলা হয়েছে যে, আমাদের শিক্ষানীতির প্রধান ও মৌল উদ্দেশ্য হ'বে ছাত্র নাগরিকদের মনে ইসলামী মূল্যবোধকে জাগ্রত করা এবং সাথে সাথে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধে এদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। পাকিস্তানের মত আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রে জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ও কুয়াশাচ্ছন্ন ধারণা যে জাতীয় আত্মহত্যারই শামিল একথা বলাই বাহুল্য। ইসলামের যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এ উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমান অগণিত কোরবানীর বিনিময়ে একটি স্বতন্ত্র জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে

অনুরূপভাবে কেহ যদি কোন খারাপ কাজের প্রবর্তন করে এবং তাহার দেখাদেখি অপর লোকেও যদি ঐ খারাপ কাজ করতে থাকে তবে অপর লোকেরা ঐ বদ কাজ করে যে পাপ অর্জন করে তাহার সমষ্টি পরিমাণ পাপ ঐ প্রবর্ত্তন কারীর ভাগে এসে জুটবে। কিন্তু তাই ব'লে অপর লোকদের পাপ কম করা হইবে না।"

সমাজ কল্যাণ সম্পর্কে ইসলামের কয়েকটি নীতি বলা হলো। বস্তুতঃ সমাজ কল্যাণ সম্পর্কিত যাবতীয় নীতি ও অনুষ্ঠান ইসলাম আমাদেরে দিয়েছে। শুধু সমাজ কল্যানই নয়, বরং মানব কল্যাণের সকল বিভাগের নীতি ও অনুষ্ঠানে ইসলাম ভরপুর হ'য়ে রয়েছে। 'রাষ্ট্রের কোন লোক যাতে খাদ্যের অভাবে অথবা চিকিৎসার অভাবে মারা না যায়, কেবলমাত্র তারই দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে ব্রিটিশ রাষ্ট্র যেমন 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট', বা 'কল্যাণ রাষ্ট্র' নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে ঠিক তেমনি ইসলাম যেহেতু মানুষের ইহলৌকিক পারলৌকিক; শারীরিক মানসিক, দৈহিক, আর্থিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক প্রভৃতি সকল প্রকার মানব কল্যাণের ব্যবস্থা দেয় কাজেই ইসলামকে নিশ্চিত ভাবে 'ওয়েলফেয়ার রিলিজিয়ন' বা 'মানব কল্যাণ ধর্ম' আখ্যা দেয়া যথাযোগ্য হবে।

www.ahlehadeethbd.org

বেঁচে থাকার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে পাকিস্তান হাসিল করেছিল সে শাশ্বত মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শকে আমাদের প্রতিটি ছেলেমেয়ের অন্তরে সুদৃঢ় করতে না পারলে কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের জন্য ফলপ্রসূ হ'বেনা। এদিক দিয়ে বিচার করলে স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত ইসলামিয়াতকে অবশ্য পাঠ্য করার প্রস্তাব সময়োপযোগী। আমার মতে ইসলামিয়াতকে বরং দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত অবশ্য পাঠ্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। তাতে ক'রে ছেলেমেয়েদের ইসলামী মূল্যবোধ, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, ইতিহাস ও তমদ্দুনের সাথে পরিচিতি আর একটু গভীর ও ব্যাপক হ'বে।

আরও একটি প্রস্তাব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি চিন্তাশীল নাগরিকের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করবে ব'লে আমার বিশ্বাস। সেটা হোল অধুনা প্রচলিত তথাকথিত ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ দুই শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। দেশের ইতিহাসে মাদ্রাসা ও দারুল উলুমগুলি যে উল্লেখযোগ্য খেদমত আনজাম দিয়েছে সরকারী বিবৃতিতে তার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি রয়েছে। তবু এটা অনস্বীকার্য্য যে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী সরকারের ভেদনীতির ফলশ্রুতি স্বরূপ দেশের শিক্ষিত সমাজ তথাকথিত 'মিষ্টার' ও 'মোল্লার' যে দু'টি প্রায়শঃ পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছিল, দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তা বিঘ্ন স্বরূপ। এই দুই ব্যবস্থার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আসবে প্রকৃত জাতীয় সংহতি—তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিতের দল ইসলামী ভাব ধারার সাথে হ'বেন প্রত্যক্ষভাব পরিচিত এবং তথাকথিত আরবী শিক্ষিতের দল আফ্‌লাতুন ও আরাস্তুর যুগ পেরিয়ে উন্নীত হবেন চাঁদের যুগে।

তারপর যে ব্যবস্থাটি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তা হোল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় ভাষার যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ। এতদিন ধ'রে মুখে মুখে জাতীয় ভাষার প্রতি দরদ ও আনুগত্যের কথা সাড়ম্বরে প্রচার করা হ'লেও আদতে আপিস আদালতে, ব্যবসা বাণিজ্যে, দেশরক্ষা বাহিনী ও কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোর সর্বত্র ইংরেজীর রাজত্ব চলছিল কায়েমীভাবে। এবারেই জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রদেশগুলোতে ১৯৭৪ সাল পর্য্যন্ত এবং কেন্দ্রে ১৯৭৫ সালের মধ্যে সরকারী কাজকর্ম জাতীয় ভাষার মাধ্যমে করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্য সম্পূর্ণ করতে হ'বে। প্রতি স্তরে শিক্ষার বাহন হ'বে জাতীয় ভাষা—পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু এবং পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা। আরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, মাধ্যমিক স্তরে পূর্ব পাকিস্তানের ছেলে-মেয়েরা বাধ্যতামুলকভাবে উর্দু এবং অনুরূপভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের ছেলে-মেয়েরা বাংলা শিখবে। এই বলিষ্ঠ নীতি কার্য্যে পরিণত হ'লে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু নয় বরং সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনেও এক নবযুগের সূচনা হ'বে বলে আমরা দৃঢ়-ভাবে আশা করতে পারি।

বর্তমানে বহুল প্রচলিত ভেদনীতির অবসান ঘটিয়ে Cadet College জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেধা ভিত্তিতে ছাত্রভর্তি, বিদেশী মিশনারী সংস্থাগুলি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষালয়সমূহের জাতীয়করণ, বেসরকারী 'অভিজাত' প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাধ্যতামূলক ভাবে একটা নির্দিষ্ট হারে স্বল্পবিত্ত পিতামাতার মেধাবী ছেলে-মেয়েদের ভর্তির মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সমানাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। অনুরূপভাবে প্রাথমিক স্তরের পরেই শতকরা ষাটজন ছাত্রছাত্রীর জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হ'বে এটাও স্বাভাবিক। তবু একটা প্রশ্ন থেকে যাবে যে কিভাবে এবং কোন্ স্তরে আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে, কোন্ ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে আর কেই বা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা সমাপ্ত করবে। বিদেশে প্রচলিত aptitude test এর ব্যবস্থা আমাদের দেশে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কি প্রবর্তন করা হ'বে এবং করলে কোন স্তরে তা করা হ'বে ?

দেশের নিরক্ষরতা দূর করার মানসে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য যে জাতীয় শিক্ষা বাহিনীর প্রস্তাব করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। যথাযথভাবে কার্য্যকরী করতে পারলে এতে করে দেশ থেকে নিরক্ষরতা অচিরেই বিদূরিত করা যাবে বলে আশা করা যায়। তবে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে সকল ছাত্র ছাত্রীকে বাধ্যতামূলক ভাবে এই বাহিনীতে যোগ দিতে হ'লে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কিনা তা চিন্তা করে দেখা উচিত। প্রথম বিভাগে আই-এস-সি পাশ করে যে ছেলে মেডিকেল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বে বলে মন স্থির করেছে তার জন্য দুটো বছর গ্রামে গ্রামে বা কারখানায় কারখানায় ঘুরে ঘুরে বয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলার কাজ তার ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক হবে তা বিবেচ্য। আবার বয়স্ক শিক্ষায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবিকাদের থাকা খাওয়া খাস করে নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা হ'বে তাও ভেবে দেখতে হ'বে। অন্য আর একটা প্রশ্ন স্বতঃই আমার মনে জাগছে। গরীব বাবা মার যে ছেলে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেই কোন চাকুরী বাকুরী করার সিদ্ধান্ত করছে সে কি করবে ? বিদেশের কয়েকটি দেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য যে আইন প্রচলিত আছে এবং তা ফাঁকি দেবারও যে সব পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু আছে কি ?

পর পর তিন বছর ফেল করলেও কোন পরীক্ষার্থীকে কৃতকার্য্য ঘোষণা করতে হ'বে বলে যে প্রস্তাব করা হয়েছে আমার বিবেচনায় তা সবচেয়ে আপত্তিজনক। পরীক্ষায় class ও division বাতিল করার প্রস্তাবও অনুরূপভাবে পরিত্যাজ্য। শ্রেণী ও স্থান নিরূপণের ব্যবস্থা না থাকলে ছাত্রছাত্রীদের মন থেকে প্রতিযোগিতার মনোভাব লোপ পাবে এবং এতে করে শিক্ষার উৎকর্ষই ব্যাহত হ'বে বলে আশংকা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রস্তাবে যে ব্যবস্থাগুলির সুপারিশ করা হয়েছে তার অধিকাংশই সকলের সমর্থন লাভ করবে। তবে স্কুল ব্যবস্থাপক কমিটীতে অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ ছাত্রদের অন্তর্ভুক্তি সত্যই স্কুলের স্বার্থের পরিপোষক হ'বে কিনা তা বিশেষ সতর্কতার সাথে পুনর্বিবেচনা করা উচিত। অপরপক্ষে আমাদের মত গরীব দেশে প্রায় চল্লিশটির মত বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্যই প্রয়োজন আছে কিনা এবং তা দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কাম্য কিনা তা বিবেচ্য। প্রতিটি মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করলেই চিকিৎসা বিদ্যা বা কারিগরী শিক্ষার উন্নতি হ'বে এটা কি আমরা জোর করে বলতে পারি ? যেখানে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমস্যার শেষ নেই এবং এর কোনটিই পুরাপুরিভাবে developed বলা যায় না সেখানে আবার নতুন ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা affiliating university স্থাপনের প্রস্তাবে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করবেন। মাধ্যমিক বোর্ডগুলির অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে affiliating university স্থাপনের প্রস্তাব অনেকের মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করবে।

পরিশেষে একজন শিক্ষক হিসেবে, বর্তমান প্রস্তাবাবলীতে বৃহত্তর সমাজে শিক্ষকদের যোগ্য মর্য্যাদা দানের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে আমি তাকে স্বাগত জানাই।

মুহাম্মদ আবদুল বারী
২।৮।৬৯

[রেডিও পাকিস্তানের রাজশাহী কেন্দ্র থেকে ২রা আগষ্ট তারিখে ৮'২৫ – ৮ ৩৫ মিনিটে পঠিত।]

www.ahlehadeethbd.org

॥ অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ॥

জাল নাবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৮। উস্‌তাদ সীস

আমীরুল মুমিনীন মানসূরের রাজত্বকালে হিজরী ১৫০ সনে খুরাসান ইলাকায় উস্‌তাদ সীস নামে এক ব্যক্তি নুবূওতের দাবী করে। হিরাত, বাদগীস ও সিজিস্তানের অধিবাসীরা এই ভণ্ড নবীর শঠতা, প্রতারণা ও ছলনায় প'ড়ে অবিলম্বে তার একান্ত অনুগামী হয়ে পড়ে। মারওয়াযূরের শাসনকর্তা আজশাম এই নব উদ্ভূত ফিৎনার বিনাশ সাধনে অগ্রসর হন। কিন্তু উস্‌তাদ সীসের ক্ষমতা এত দূর বেড়ে গিয়েছিল যে, তার হাতে আজশাম সৈন্যসামন্ত সহ ভীষণ ভাবে পরাজয় বরণ করেন। অবশেষে আব্বাসী সুলতান মানসূর খবর পেয়ে খাযিমের নেতৃত্বে বারো হাযার ফৌজ সীসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সিপাহ্‌-সালার খাযিম যুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশলযোগে সীসের সৈন্যদেরে পরিবেষ্টিত করে ফেলেন। অতঃপর ওস্তাদ সীসের ৭০ হাযার সৈন্য নিহত ও ১২ হাযার সৈন্য গেরেফতার হয়। উস্‌তাদ সীস পাহাড়ী ইলাকায় পলায়ন করে, কিন্তু অবশেষে তাহাকেও গেরেফ্‌তার করা হয়।

৯। ফাতিমাহ্‌

আমীরুল মুমিনীন মামূনের রাজত্ব কালে (১৯৮—২১৮) ফাতিমা নাম্নী এক জন স্ত্রীলোক নুবুয়তের দাবী ক'রে বসে। অনন্তর লোকে তাকে ধরে নিয়ে মামুনের রাজ-দরবারে হাজির করে। মামুন তার নাম ধাম জিজ্ঞেস করলে সে জওয়াব দেয়ঃ আমি ফাতেমা নবী। মামুন শোধালেনঃ নবী মুস্‌তাফা সঃ আল্লাহের কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন, তাতে ঈমান আছে তো? ভণ্ড মহিলা নবী জওয়াব দেয়ঃ 'হাঁ, রাসূলুল্লাহ সঃ যা কিছু নিয়ে আসেন সে সবের প্রতি আমার অটল বিশ্বাস রয়েছে। আর আমি সেগুলোকে অমোঘ সত্য বলেই মনে করি। মামুন বললেন; তবে তুমি নুবূওতের দাবী কর কী করে? কারণ, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেনঃ 'লা নাবীয়া বা'দী' অর্থাৎ 'আমার পরে কোন নবীর উদ্‌ভব হবেনা।' ভণ্ড মহিলা নবী সাগে সাগে জওয়াব দিলঃ রাসূলুল্লাহ সঃ-এর ঐ উক্তির তাৎপর্য এই যে, তাঁর পরে কোন পুরুষ নবী আসবেনা। এর অর্থ এ নয় যে, কোন স্ত্রীলোকও নবী হবে না। খলীফা মামুন এই উত্তর শুনে হাসি সামলাতে পারলেননা; হাযিরানে মজলিসকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "আমার সকল প্রশ্ন ও দলীল প্রমাণ চাওয়া শেষ হয়েছে। তোমাদের কিছু প্রশ্ন করার থাকলে প্রশ্ন করতে পারো।"

বস্তুতঃ ঐ যুগে নুবূওতের দাবী দাওয়া ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং নুবূওত নিয়ে খেলা তামাসা পর্যন্ত শুরু হয়। খলীফা মামূনের যুগে এই ধরণের এক ভুয়া নবীর কাছে মু'জিযা তলব করা হ'লে সে জওয়াব দেয় যে, আমি অন্তরের গোপন কথারও খবর দিতে পারি। লোকে বললোঃ বলো দেখি আমাদের অন্তরে কি নিহিত আছে? সে উত্তর দিলঃ তোমাদের অন্তরের কথা এই যে, আমি একজন আস্ত মিথ্যুক; আমি মোটেই নবী নই। এ থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, নুবূওত নিয়ে হাসি রহস্য করতেও তারা আদৌ দ্বিধা বোধ করতোনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুরূপ ভাবে মু'তাসিমের রাজত্বকালে তাঁর সামনে এক ভণ্ড নবীকে হাযির করা হয়। সুলতান মু'তাসিম তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি নাকি নুবূয়তের দাবীদার!

—জী, হাঁ।

—কোন্ সব লোকের নিকট তুমি প্রেরিত হয়েছো?

—আপনার কাছে।

—আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি একজন আস্ত বেওকুফ ও নিরেট আহমক।

ভণ্ড নবী উত্তর দিলো: ঠিকই বলেছেন। যেমন উম্মত, ঠিক তেমনি নবীই পাঠানো হয় তাদের কাছে।

১০। মাহমুদ ইব্নু ফয়েজ নিশাপুরী

মাহমুদ ইবনু ফয়েজ নিশাপুরী নামক এক ব্যক্তি মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে হিজরী ২৩৫ সনে সামার্রাহ শহরে নুবূওতের দাবী করে। সে নিজেকে যুল্ কারনাইন বলে ঘোষণা করেছিল এবং একটা মনগড়া বই রচনা করে বলেছিল: ইহাই কুরআন; জিবরাইলের মাধ্যমে ইহা আমার প্রতি অবতীর্ণ হ'য়েছে। শুধুমাত্র ২৮ জন লোক তার উপর ঈমান এনেছিল। এই ২৮ জন উম্মত সহ এই ভণ্ড নবীকে নিশাপুর থেকে গ্রেফতার করে যখন সুলতান জা'ফর মুতাওয়াক্কিলের কাছে হাযির করা হ'ল, তখন তিনি তাদের প্রত্যেককে এক শো ঘা করে চাবুক মারতে আদেশ দিলেন। এই ভণ্ডের সাথে তার স্ত্রী, পরিবার পরিজন এবং এক অশীতিপর বৃদ্ধও ছিল।

ভণ্ড নবী মাহমুদকে এক শো চাবুক মারা সত্ত্বেও সে তার নুবূওতের দাবী পরিহার করলোনা। কিন্তু তার বৃদ্ধ উম্মতটিকে চাবুকের ৪০টি আঘাত করতেই সে এই ভূয়া নবীর নুবূওত অস্বীকার করে বসলো। অতঃপর ঐ বৃদ্ধ ঐ ভণ্ডের মিথ্যা কুরআন খানিও সর্বসমক্ষে হাযির করলো। কিন্তু নবূওতের এত সাধ আর এত মোহ যে, এই ভণ্ড নবী মাহমুদ বেত খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত মরে গেল, তবুও নুবূওতের দাবী সে ছাড়লোনা। হিজরী ২৩৫ সনে এই ভণ্ডের মৃত্যু হয়। এভাবেই তার নুবূয়তের সাধ মিটে যায়।

১১। বাহবুজ ইবনু আবদুল ওহ্হাব

আব্বাসী সুলতান মু'তামিদের রাজত্বকালে (২৫৬—২৭৯) বাহবূজ নুবূওতের দাবী করে। সে সমগ্র মেসোপোটেমিয়া ইলাকায় অতি ব্যাপক ভাবে ফিৎনা ফাসাদ ও অশান্তির রাজ্য কায়িম করে এবং সেখানকার সাইয়িদ বংশীয় লোকদেরও যথেষ্ট অবমাননা করে। তাহার কুকীর্তির মধ্যে প্রধান ছিল জলদস্যু বৃত্তি। যে সব নৌকা খাদ্যসম্ভার সহ দিজলার উপর দিয়ে যাতায়াত করতো, ভণ্ড নবী বাহবূজের নির্দেশ ক্রমে তার অনুচরেরা তা অবাধে লুট তরাজ করতো।

প্রথমে সে বসরার উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। তারপর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বাহবূজের অনুচরেরা আব্বাসী সৈন্যদের এত অধিক সংখ্যায় হত্যা করে যে, মৃত লাশের পূতি-গন্ধে ব্যাপক মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। অতঃপর হিজরী ২৬৮ সনে যান্জ্দের এই ভূয়া নবী আব্বাসী সৈন্য কর্তৃক নিহত হয়।

এই ভণ্ড নবী বাহবূজ নানারূপ ভেল্কিবাযী প্রদর্শন ক'রে জনসাধারণ সমক্ষে ইল্মে-গায়েব জানার দাবী করেছিল। আর অবোধ জনগণ তা দেখেই তার প্রতারণা জালে আবদ্ধ হ'য়েছিল। সে আরও বল্তো: আল্লাহ স্বয়ং আমাকে রসুল

www.ahlehadeethbd.org

করে পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি নিজেই সেই রিসা-লাতকে গ্রহণ করতে পারিনি।

১২। য়াহ্ইয়া ইবনে যিক্‌রাওইহ কারমাতী

আব্বাসী সুলতান অল্‌মুকতাফী বিল্লাহের রাজত্বকালে (২৮৯—২৯৫ হিঃ) য়াহ্ইয়া ইব্‌নু যিক্‌রাওইহ কারমাতী নুবূওতের দাবী ক'রে বহু মুসলিম মুমিনকে গুমরাহ করে। এই ভণ্ড নবী ও তাহার অনুগামীগণ রিক্কা নামক স্থানে গেরেফতার হয়ে হিজরী ২৯১ সনে আল্‌-মুকতাফীর সামনে নীত হয়। অনন্তর সুলতান আ'ল্ মুকতা-ফীর আদেশে ঐ ভণ্ড নবী নিহত হয় এবং তার অনুগামীদেরে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

১৩। হুসাইন কারমাতী

য়াহ্ইয়া ইব্‌নু যিকরাওইহ কারমাতী নিহত হওয়ার পরে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হুসাইন মনে করলো যে নুবূওত একটা বংশানুক্রমিক ব্যাপার। তাই ভ্রাতার নিহত হওয়ার পরে সে অত্যন্ত জাঁক-জমকের সাথে নুবূওতের আসনে বসলো এবং 'আমীরুল-মুমিনীন মাহদী' উপাধি গ্রহণ করলো। কিন্তু সে বেশী দিন নুবূওতের গদীতে সমাসীন থাকতে পারে নাই। হিজরী ২৯১ সনেই তারও পঞ্চত্ব লাভ হয়।

১৪। ঈসা ইবনু মিহরাওইহ কারমাতী

হুসাইন কারমাতীর মৃত্যুর পর তার চাচাতো ভাই ঈসা ইবনু মিহ্‌রাওইহ সিরীয়া দেশে নুবূ-ওতের দাবী করে এবং মুদ্দাস্‌সির উপাধি গ্রহণ করে। সিরীয়া দেশে তাহার বহু অনুগামীও হয়। কিন্তু অল্পদিন পরেই হিজরী ২৯১ সনেই সেও নিহত হয়।

১৫। অবূ তাহির কারমাতী

আব্বাসী সুলতান মুকতাদির বিল্লাহের রাজত্বকালে হিজরী ৩০১ সনে আবূ তাহির কার-মাতী কারামিতাহ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব পদে বরিত হয়। তারপর কালক্রমে সে নুবূয়তের দাবী ক'রে দেশে ও জনসমাজে ফিৎনা এবং ব্যাপক অশান্তির স্রোত প্রবাহিত করে। হিজরী ৩১১ সনে আবূ তাহির বসরা আক্রমণ ক'রে তথাকার শাসনকর্তাকে হত্যা করে। ১৭ দিন পর্য্যন্ত সে বসরা নগরীতে লুটতরায ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের দ্বারা সমগ্র নগরীকে জনমানবহীন ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও অবলা নারীদের ধ'রে নিয়ে হিজর নামক স্থানে চ'লে যায়। আবূ তাহির ও তার অনুগামীরা হাজীদের কাফিলা লুট করতো। ৩১২ সনে তারা যখন হাজীদেরে লুণ্ঠন করে তখন ঐ হাজীদের দলে সুলতান মুকতাদিরের চাচা আহমদ ছিলেন। তারা আহমদের সর্বস্ব অপহরণ ক'রে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও ভয়ভীতি চতুর্দিকে এত ব্যাপক ভাবে বিস্তৃতি লাভ করে যে, বাগদাদের অধিবাসীবৃন্দও দেশ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়। হিজরী ৩১৭ সনে আবু তাহির কারমাতী হজ্জের মউসুমে মক্কা মুআয্‌যিমা পৌঁছে হাজীদের ওপর হানা দেয়, তাদের অনেককে হত্যা করে এবং কা'বা গৃহের গেলাফ ও কা'বা গৃহের দেওয়াল থেকে হাজারে আস্‌ওয়াদ বা কৃষ্ণ পাথরটি নিয়ে পালিয়ে যায়। [illegible] পূর্ণ কুড়ি বছর পরে সে হাজারে আস্‌ওয়াদ কা'বা গৃহে প্রত্যর্পণ করে।

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

॥ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানার মালাকানা মুসলমানদেরকে 'শুদ্ধি আন্দোলনের' কবল হ'তে রক্ষা করার মাধ্যমে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লার তবলীগে-দ্বীনের যে খেদমত সূচিত হয় অন্তিম রোগে আক্রান্ত ও শয্যাশায়ী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

রাজপুতানা থেকে ঢাকা ফিরে আসার পর তিনি দেশের এই অংশেও ইসলাম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধির ফলশ্রুতি হ'ল তৎপ্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে ইশাআতে ইসলাম ঢাকার মুশরিখোলার 'শাহ সাহেব' এই আঞ্জুমানের সভাপতি এবং ডক্টর শহীদুল্লাহ তার সেক্রেটারী তথা কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯২৬ সালে ডক্টরেট ডিগ্রীলাভের জন্য তাঁর প্যারিস যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত বেশ তাড়জোড়ের সাথেই আঞ্জুমানের কাজ চলতে থাকে। ফলে কিছু সংখ্যক হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত অংশু প্রকাশ দাশগুপ্ত বি এ। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর তার নামকরণ হয় সিরাজুস ইসলাম খান। ইনি আঞ্জুমানের সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ডক্টর শহীদুল্লাহকে ইসলামের ইশাআত কাজে সাধ্যমত সহায়তা করতে থাকেন।

ডক্টর শহীদুল্লাহ ছিলেন উক্ত আঞ্জুমানের প্রাণ স্বরূপ। বিদেশে চলে যাওয়ার ফলে এই 'প্রাণের' অনুপস্থিতিতে আঞ্জুমানের কাজে শিথিলতা আসে। প্যারিস থেকে প্রেরিত চিঠিতে তিনি আঞ্জুমানের কাজ সচল রাখার প্রেরণা যোগান। দেশে ফিরে এসে তিনি তাতে নব প্রাণ সঞ্চার করেন। পুনর্গঠিত আঞ্জুমান ১৯৪০ পর্যন্ত ইশাআতে ইসলামের কাজ অক্ষুণ্ণ রাখে। এর পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে সভা সমিতি এবং ওয়াজ মহফিল ও মিলাদ মহফিলে বক্তৃতা ভাষণে এবং রচনার মাধ্যমে তবলীগে দ্বীনের খেদমত অব্যাহত দিতে থাকেন।

১৯২৬ সালে ডক্টর শহীদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু বছরের Study leave নিয়ে ইউরোপ যাত্রা করেন। তাঁর বিদেশ যাত্রা উপলক্ষে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে এক বিপুল ভোজের আয়োজন করা হয়। ভোজ সভায় বিদায় সম্বর্ধনার উত্তরে ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন, ইসলাম আমার ধর্ম। সেই ধর্মের আদেশ হচ্ছে— 'Seek knowledge even it be in China ; তিনি সেই আদেশ শিরোধার্য ক'রে এবং সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিদেশে গমন করেন।

পরিবেশের প্রভাব এড়িয়ে চলা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। কিন্তু আদর্শের প্রতি আস্থা যাদের অবিচল, মনের দৃঢ়তা যাদের অটল পরিবেশ তাদেরকে আদর্শচ্যুত করতে পারে না। ডক্টর শহীদুল্লাহ ইসলামের প্রতি এমনি অবিচল আস্থাশীল এবং মনের অটল দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন। তিনি যেমন দেশে, তেমনি বিদেশেও শেকেল-ছুরতে, আদত অভ্যাসে এবং ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্মে পুরা মত মুসলমানত্ব বজায় রেখে তাঁর কর্তব্য কর্মে রত থাকেন।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যয়ন এবং অন্যান্য কাজ-কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁর নিজের লেখা একটি পত্র থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। পত্রটি তিনি মুসলিম হলের হাতে-লিখা পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী বেলায়েত হুসেনকে লিখেন। পত্রটি ১৯২৭ সালে মুসলিম হল বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়। চিঠিতে তিনি লিখেন,

www.ahlehadeethbd.org

"… … ….আজকাল একেবারে পূরা দস্তর নায় লিখান ছাত্র। আমাকে আমার Thesis উপলক্ষে বাঙ্গলা ব্যতীত আসামী উড়িয়া মৈথিলী, পূরবীয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী মারাঠী, সিন্ধী, লাহিন্দা, কাশ্মিরী, নেপালী, সিংহলী ও মালদ্বীপী ভাষার আলোচনা করিতে হইতেছে। প্রাচীন ভাষার মধ্যে প্রাকৃত ও আবেস্তারও চর্চা করিতেছি। বিরাট ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু বিরাট কার্য্যের জন্য বিরাট আয়োজন নাই। তিব্বতীও শিখিতেছি। কাজেই বুঝিতে পার আমার সময়ের উপর কিরূপ গুরুতর চাপ পড়িতেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও অমনোযোগী নই।"

"প্রায় ১২॥ সময় শুই এবং ৭টার সময় উঠি। ফজরের নমায পড়িয়া স্যাণ্ডোর Spring Dumb bell লইয়া ব্যায়াম করি এবং ৪০টি বৈঠক ও ২০টি ডন করি। শুক্রবার প্যারিসের মসজিদে নামায পড়ি।…ইমাম সাহেব আলজিরিয়া নিবাসী, তাঁহার সহিত আরবীতে কিংবা ফরাসীতে আলাপ পরিচয় করিয়া থাকি।

"আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে Experimental phonetics, আবেস্তা ও Comparative Philology-এর ক্লাসে যোগদান করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন College De France এও গিয়া থাকি।"

এই সময়ে দেশে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ দানা বেধে উঠছিল এবং কোন কোন স্থানে মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজান নিয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি এবং মারামারি হচ্ছিল। পত্রে জনাব শহীদুল্লাহ এই প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন এই ভাবে—

"আমি মনে করি মুসলমানেরাই মসজিদের অবমাননা করিতেছে; অবমাননা কেন তাহারাই মসজিদ ভাঙ্গিতেছে। আচ্ছা বলত তোমরা কয়জন মসজিদে যাও? আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান অধ্যাপকগণের মধ্যে (ইসলামিক বিভাগের অধ্যক্ষ সমেত) কয়জন মসজিদে গিয়া থাকেন? হিন্দু ধর্ম প্রচার করিতেছে, মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতিকে হিন্দু বানাইতেছে, তাহাতে রাগ করিবার কিছু নাই। তুমিও তোমার ধর্ম প্রচার কর। সত্য ও অসত্য, আলো ও অন্ধকার, সুন্দর ও অসুন্দর লোকে আপনি জানিয়া লইবে। আমি হিন্দুদের ধর্ম প্রচারে আনন্দিত হইয়াছি, যদি ইহাতে মুসলমানের শৈথিল্য ঘুচে। কিন্তু সকল কাজের উপর শিক্ষা বিস্তার।…"

ডক্টর শহীদুল্লাহ ইউরোপে মাত্র দু বছর ছিলেন। এই স্বল্প সময়ে তিনি ধ্বনি-তত্ত্বে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রস্তুত করে ডিপ্লোম লাভ করেন এবং লেশাঁ মিস্তিক' (Les chants Mystiques) বা মর্মবাদীর গান, অপভ্রংশ ভাষা, তিব্বতী ও বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় রচনা ক'রে 'প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে প্রথম শ্রেণীর ডক্টরেট লাভ করেন। পাক-ভারতে তিনিই সর্ব প্রথম এই বিষয়ে ডক্টরেট লাভ করেন এবং এশিয়ার মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা লাভ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধকালে জার্মানীর ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রাচীন খোতনী, প্রাকৃত ও বৈদিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতে থাকেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে গৌরবের ডালি বহন ক'রে তিনি দেশে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করেন। এর মাস দুই পরেই কলকাতায় আলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুব সম্মেলনে তার ডাক পড়ে। তিনি সেখানে তাঁর দীর্ঘ অভিভাষণে যুবকদের উদ্দেশ্যে [illegible] উপদেশ শোনান। সেই উপদেশমালা থেকে কিছু মণিমুক্তা নিম্নে চয়ন করে আজিকার যুবক যুবতিদের উপহার দিচ্ছি:

www.ahlehadeethbd.org

"আজ বড়ই আশার কথা, বড়ই আনন্দের কথা যে আমাদের যুবকেরা চোখ মেলেছে। দীর্ঘ রাত্রির অবসানে পাখীর ঘুম ভেঙ্গে গেছে, সে তার কাকলীতে নতুন প্রভাতের সূচনা করছে।....তরুণেরা, আজ তোমাদের চোখ খুলেছে, তোমাদের মুখে আজ বাণী ফুটেছে, কিন্তু বাহু তোমাদের আজও অসাড়। আর কত দিন, বল আর কতদিন তোমরা উজ্জ্বল উন্মুক্ত স্বাধীনতার দিকে শুধু চেয়ে চেয়ে বসে রইবে?

"০০০০০যুবক দল, তোমাদের ললাটে যে সংকল্পের দৃঢ় রেখা, তোমাদের চোখে যে আশার জলন্ত শিখা, তোমাদের বাহুতে যে শক্তির তীব্র স্ফূরণ, তোমাদের বুকে যে সাহসের অদম্য স্পন্দন সে কি বৃথা, সে কি কেবলি একটি ছলনা?

শ্রেষ্ঠ দেশ-ভক্তি এবং দেশের জন্য সার্থক কুরবানীর ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"যাও? যাও! দেশে ও দেশের বাহিরে যত পার জ্ঞান কুড়াইয়া আন। জ্ঞানের মণিমাণিক্যে তোমার মাথা ভূষিত কর। তারপর দাও সেই মাথা লুটিয়ে দেশের জন্য, দশের জন্য। এই প্রকৃত মস্তকদান। পড়! পড়! নতুন পুরানো সকল বড় মনের সঙ্গে তোমার মন মিলিয়ে তোমার মনকে বড় কর। সমস্ত মনস্বীদের ভাবের সৌন্দর্য লুট করে তোমার নামকে সুন্দর কর। তারপর সপে দাও সেই মন দেশের সেবায়, দশের সেবায়। এই প্রকৃত দেশ ভক্তি।০০০০০"

অতঃপর মুসলমানদের সাহিত্য-দৈন্য সম্বন্ধে আফসোস করে তিনি মুসলমান সাহিত্য বলতে কি বুঝেন তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন,

"০০০০০আমরা সংখ্যায় প্রায় আড়াই কোটি। হায়! আমাদের সাহিত্য নেই বল্লেই হয়। বাংলা সাহিত্য আছে কিন্তু আমাদের সাহিত্য নেই। আমাদের ঘর ও বা'র, দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হ'লেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে।০০০০"

এর পর ডক্টর শহীদুল্লাহ যুবকদেরকে চরিত্র-বলে এবং জনসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ উপস্থাপিত করার উদাত্ত আহ্বান জানান এই প্রাণস্পর্শী ভাষায়—

"ভাই তরুণের দল, তোমরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবে তোমাদের চরিত্রে, বিশেষ জন-সেবায়। তবেই ইসলাম গৌরবযুক্ত হবে, জয়যুক্ত হবে। কি আনন্দ হয় ঐ সব যুবকদের কথা মনে ক'রে যারা আজ বালুরঘাট অঞ্চলে (দিনাজপুর জিলায়) দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবায় লেগে আছে! বন্ধুরা, এ যথেষ্ট নয়। আরো চাই। আরো চাই। খোদা তা'আলা বলেছেন, "তোমরা শ্রেষ্ঠমণ্ডলী, (যেহেতু) লোকদের জন্য তোমরা হয়েছ উত্থিত, তোমরা ভাল কাজে হুকুম কর, খারাপ কাজে মানা কর আর আল্লাহ তা'আলাকে শ্রদ্ধা কর। (কুরআন ৩। ১১০)

১৯৩৪-৩৫ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ও রীডাররূপে কাজ করেন। ১৯৩৭ সালে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ পৃথকীকরণের ফলে তিনি বাংলা বিভাগের স্থায়ী অধ্যক্ষ নিযোজিত হন। দীর্ঘ ৮ বৎসর কাল কৃতিত্বের সাথে বাংলা বিভাগ পরিচালনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীর শুরু থেকেই তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউজ টিউটারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হলের প্রভোষ্ট ডক্টর মাহমুদ হাসানের সাময়িক অনুপস্থিতি কালে তাঁর উপরেই প্রভোষ্টের দায়িত্ব বর্তে। ১৯৪০ সালে ফযলুল হক মুসলিম হল খোলা হ'লে তিনি উহার প্রভোষ্ট নিযুক্ত

www.ahlehadeethbd.org

হন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। উভয় কলে দীর্ঘ দুই যুগ অবধি তিনি ছাত্রদেরকে পিতৃস্নেহে সিক্ত ক'রে তাদের মানসিক ও আত্মিক কল্যাণে নিরন্তর নিয়োজিত থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান কালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, ইউনিভার্সিটি কোর্ট, ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এবং ল প্রভৃতির সদস্য পদে বিভিন্ন দফায় নির্বাচিত অথবা মনোনীত হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বগুড়া আযীযুল হক কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। চারি বৎসর পর্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উক্ত কলেজ পরিচালনা পূর্বক উহার প্রভূত উন্নতি সাধন ক'রে পুনরায় দেশ বিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। দেশ বিভাগের পর যোগ্য লোকের অভাবে তাঁর মত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অতুল্য অথরিটির তখন একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথমে এই বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষকরূপে পরে অধ্যক্ষরূপে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কাজ ক'রে তিনি পুনরায় অবসর গ্রহণ করেন। এখানে তাঁর দায়িত্বপালনের শেষ বর্ষে ফ্যাকালটি অব আর্টসের ডীন পদেও অধিষ্ঠিত হন।

জ্ঞানী, গুণী ও যোগ্য লোকের যে দেশে একান্ত অভাব ডকটর শহীদুল্লার মত পণ্ডিত ব্যক্তির সেখানে বসে থেকে অবসর জীবন যাপনের উপায় কোথায়? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর ১৯৫৫ সালে বাংলা বিভাগের সংগঠন ও পরিচালনার জন্য তাঁর ডাক পড়ল। তিনি সানন্দে সে ডাকে সাড়া দিলেন। তিন বৎসরকাল উক্ত পদ বিভূষিত করা কালে তিনি কলা বিভাগের 'ডীন' পদের দায়িত্ব এবং বিভিন্ন পরিষদ সদস্যরূপে তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতার অম্লান ছাপ অঙ্কিত ক'রে ১৯৫৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুনঃ অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু সত্যিকার অবসর তাঁর কপালে লিখা ছিল না। তাই ১৯৫৯—৬০ সালে তাঁকে করাচীতে উর্দু উন্নয়ণ বোর্ডের উর্দু অভিধান সঙ্কলনের অন্যতম সম্পাদকরূপে, ১৯৬০ সাল থকে পূর্ব পাকিস্তানী বাংলা অভিধান প্রণয়ন এবং ১৯৬৪ সাল থেকে ইসলামী বিশ্বকোষের অনুবাদ ও সম্পাদনার প্রধান অধ্যক্ষরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। শেষোক্ত দুই কাজে তাঁর অতুল্য অবদানে পূর্বপাক বাংলা ভাষার এক বিরাট অভাব দূরীভূত হয়। এর ফলে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি সংযোজিত হয়েছে—একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

বাংলা একাডেমীর কার্যকালে ডক্টর শহীদুল্লাহ তিন তিন বার পাকিস্তান এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি আদমজী সাহিত্য পুরস্কারের প্রধান বিচারক, দাউদ সাহিত্য পুরস্কারের প্রধান বিচারক, বাংলা কলেজ কমিটির সভাপতি, বাংলা পঞ্জিকার তারিখ পুনর্নির্ধারণ কমিটীর সভাপতি, পূর্বপাক সরকারের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত অথবা মনোনীত হয়ে উল্লেখযোগ্য জাতীয় খেদমত আঞ্জাম দেন। শেষ জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দীর্ঘ দিনের খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ আজীবন প্রফেসার ইমেরিটাস ([illegible]) প্রদান ক'রে তাঁর প্রতি [illegible] পরিচয় [illegible] করেন।

ডক্টর শহীদুল্লাহ সারা জীবন যে কত সভা সম্মিলনীতে ভাষণ দিয়েছেন, সভাপতিত্ব

www.ahlehadeethbd.org

করেছেন তার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। রসূলুল্লার (দঃ) সীরাত মজলিসে ভাষণ দানের জন্য প্রায়ই তাঁর ডাক পড়ত। ঢাকা ছিল তাঁর বাসস্থান, সুতরাং এখানে হরহামেশা যেখানে সেখানে সব রকম সভাতেই তিনি যোগদান করতেন, বক্তৃতা করতেন, প্রবন্ধ পড়তেন, সভাপতির ভাষণ দিতেন বা পাঠ করতেন। ঢাকার বাইরে মিলাদ মহফিল ছাড়াও বহু সভা সম্মেলনে তাঁকে যোগদান করতে হ'ত। সাধ্যপক্ষে তিনি কোন অনুরোধ উপেক্ষা করতেন না। শারীরিক শ্রম এবং ভ্রমণের শত অসুবিধা তিনি অবলীলাক্রমে উপেক্ষা ক'রে দাওয়াত কবুল ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন। বাঙ্গালা দেশের বাইরেও মাঝে মাঝে সভা সম্মেলনে যোগদানের জন্য তাঁর আহ্বান আসত। সাহিত্য, সমাজ উন্নয়ন, ধর্ম সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা প্রভৃতি সব রকম আলোচনাতেই তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারতেন বলেই সব মহল থেকেই তিনি আমন্ত্রণ পেতেন এবং সাগ্রহে সাড়াও দিতেন। বরং বলা যায়, সভা সম্মেলনে যোগদান করতে তিনি আনন্দ পেতেন, তাতে তাঁর মনের চিন্তাধারা প্রকাশের সুযোগ পেয়ে তৃপ্তিলাভ করতেন। তাঁর অনেক মূল্যবান অভিভাষণ এবং রেডিও-বক্তৃতা পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় সংরক্ষিত রয়েছে। শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা গ্রন্থেও কয়েকটি ভাষণ সঙ্কলিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা এবং তাঁর আদর্শের পরিচয় এসব ভাষণে বিধৃত রয়েছে। আমরা নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।

১৯৩৭ সালে ২রা মে তারীখে চাঁদপুরে মুসলিম যুবক সমিতির সাধারণ অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন,

"একদিন ঐশীবাণী আরবে বর্জবাদে ধ্বনিত হইয়াছিল।"

كنتم خير امة اخرجت للناس

"তোমরা শ্রেষ্ঠমণ্ডলী; বিশ্ব মানবের জন্য তোমর উত্থিত।"

"বহু দিনের নগণ্য ঘৃণিত যাযাবর বেদুইনের দল সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে সেই বাণী বরণ ক'রে নিয়েছিল। তারা আর তাদের সাবেক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আটক থাকতে পারে নি, সারা দুনিয়ায় তারা ছড়িয়ে পড়েছিল।....

"তের শ বছর আগে যা আরবের জন্য সম্ভব হয়েছিল, আমাদের জন্য তা কেন অসম্ভব হবে? প্রকৃতির নিয়ম কি বদলে গিয়েছে? না, কুরআনের সে অমোঘ বাণী এখন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে? এখনও পূর্ণিমায় সাগরের বুক ফুলে ওটে, এখনও নূতন বসন্তে পৃথিবীর বুকে শিহরণ জাগে, এখনো পাতালের দ্রব ধাতুরাশি ধরণীর পৃষ্ঠে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, এখনও মানব প্রকৃতি দুর্দম হয়ে উঠে' বিশ্ব জয় করতে ছোটে। কুরআন যদি সর্ব শক্তিমান মহামহীয়ান আল্লার অনাদি বাণী হয়। তবে তার তো শক্তি কোন কালেই লোপ পেতে পারে না। আসল কথা, আরবের মরু সন্তানেরা যেমন ষোল আনা ঈমান দিয়ে আল্লাহর বাণী এবং তাঁর নবীকে গ্রহণ করেছিল, আমরা তেমনটি পারি নি, বোধ হয় শতাংশের এক অংশও পারি নি।.... —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

॥ শাইখ আবদুর রহীম ॥

কুরআনে চাঁদ

চাঁদ সম্পর্কে কুরআনে যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আগে প্রয়োজনবোধে কুরআনের বিবরণগুলির স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

কুরআন একটি ধর্মগ্রন্থ। কাজেই ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে, কুরআনের মধ্যে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার সবগুলিরই আলোচনা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে করা হইয়াছে। তারপর ইহার রচয়িতা যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কাজেই ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে কুরআনের প্রত্যেকটি বিবরণ ও আলোচনা নিশ্চিতভাবে নিখুঁত ও সমালোচনার উর্ধ্বে অবস্থিত। সম্প্রতি খ্রীষ্টান লীডারদের একটি সভায় আমি বলি, "হাদীসই 'প্রকৃত ইতিহাসের' জন্মদাতা। হাদীসশাস্ত্রের উদ্ভবের পূর্বে খাঁটি ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায় তাহার অস্তিত্ব ছিল না।" আমার এই দাবী সম্পর্কে একজন খ্রীষ্টান লীডার প্রশ্ন করেন যে, বাইবেলে মানুষের আদি পিতা হযরত আদম হইতে আরম্ভ করিয়া বহু নাবী রাসুলের ইতিহাস পাওয়া যায়, ইহার সমন্বয় আপনার এই উক্তির সঙ্গে কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে? এই সম্পর্কে আমি জওাব দিবার আগেই অপর কয়েকজন খ্রীষ্টান লীডারকে পরস্পর বলিতে শোনা যায় যে, আমার উক্তিই যথার্থ। আমি ঐ প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলি তাহা এই—"বাইবেলে যেমন বিভিন্ন নাবী রাসুলের ও বিভিন্ন জাতির কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, কুরআন মাজীদেও সেইরূপ কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ বিবরণগুলি প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস নয় এবং ইতিহাসরূপে ঐগুলির অবতারণাও করা হয় নাই। বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে অতীত কালের নাবী রাসুল ও জাতিসমূহের যে পরিমাণ বিবরণ দেওয়া সমীচীন অনুভূত হয় কেবলমাত্র সেই পরিমাণ বিবরণই ঐ ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অপর কথায়, আদম সন্তানদিগকে ধর্ম পথের দিকে আহ্বান, তাহাদের ধর্মপথ গ্রহণ ও ধর্মপথে দৃঢ় থাকার জন্য অতীতের ইতিহাসের যতটুকু অবহিত করার প্রয়োজন ছিল ততটুকুই ঐ সব ধর্মগ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে।"

এখন আমার বক্তব্য এই,

(ক) কুরআন ইতিহাসগ্রন্থ নয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা ইতিহাস শূন্যও নয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে যে পরিমাণ ঐতিহাসিক বিবরণ ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়া সঙ্গত সেই পরিমাণ ঐতিহাসিক বিবরণই কুরআনে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অনুরূপ ভাবে,

(খ) কুরআন বিজ্ঞানগ্রন্থ নয়- কিন্তু তাই বলিয়া ইহা বিজ্ঞানশূ[illegible]র্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে আ[illegible]ম সন্তানের [illegible]ক্ষে প্রাথমিক বিজ্ঞানের (Elementary Science) যে পরিমাণ জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেই পরিমাণ বিজ্ঞানের

www.ahlehadeethbd.org

বিবরণ কুরআনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেইরূপ,

(গ) কুরআন তর্কশাস্ত্রের বা দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থ নয়। কিন্তু তাই বলিয়া উহার মধ্যে যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা তর্কশাস্ত্রের ও দর্শন শাস্ত্রের মূলনীতিবর্জিত নয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ঐ দুই শাস্ত্রের যে পরিমাণ নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে সেই পরিমাণ নীতি কুরআনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অবশেষে আমরা বলিব,

(ঘ) কুরআন জ্যোতিষ বিজ্ঞানের Astronomy) গ্রন্থ নয়—তাই বলিয়া ইহাতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানে সপ্রমাণিত খাঁটি সিদ্ধান্তের বিরোধী কোন বিবরণও নাই এবং থাকিতেও পারে না। কারণ, কুরআন সেই আল্লাহের বাণী যিনি 'আল্লামুল্ গুয়ুব' যাবতীয় গোপনীয় ব্যাপারসমূহ সম্যক অবহিত।—কুরআন, ৫ : ১০৯, ১১৬; ৯ : ৭৮; ৩৪ : ৪৮।

কাজেই ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন সিদ্ধান্ত এবং কুরআনের কোন বিবরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঐ সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে অথবা কুরআনের বিবরণটির যে তাৎপর্য গ্রহণ করা হয় তাহা অভ্রান্ত নহে অথবা উভয়ই অভ্রান্ত নহে।

বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি দাবী করেন যে, দুই জন মানুষ চাঁদে অবতরণ করিয়াছে, চাঁদের পৃষ্ঠে চলা-ফিরা করিয়াছে এবং সেখান হইতে এমন কিছু আনিয়াছে যাহাকে চাঁদের মাটি বা ধুলি-বালি বলা যাইতে পারে। বেজ্ঞানিকদের এই বিবরণকে কোন মুসলিম কুরআনের দোহাই দিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ মহা-কুরআন-বিশারদ সাজিয়া কুরআনের কোন কোন আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া বৈজ্ঞানিকদের বিবরণটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ফল কথা, যাঁহার যাহা খুশী তাহাই কুরআনের দোহাই দিয়া বলিয়া চলিয়াছেন। যাঁহারা কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বর্ণনা করিয়া আদম-সন্তানের চন্দ্রে অবতরণকে কুরআন দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়াছেন প্রথমে তাঁহাদের ভুলগুলি দেখাইতেছি। এই প্রসঙ্গে আমরা মাত্র তিনটি আয়াতের উল্লেখ করিব। উহার পরে আমরা আমাদের আসল আলোচনা শুরু করিব। আয়াত তিনটি এই :—

১। কেহ কেহ সুরাহ আর্-রাহমান : ৩৩ আয়াতটি উধৃত করিয়া দাবী করিয়াছেন যে, এই আয়াতে মানুষের চাঁদে অবতরণ করার আভাষ ও ইঙ্গিত রহিয়াছে। আয়াতটিতে কী বলা হইয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য আয়াতটির অনুবাদ ও উহার পূর্বের আয়াতের অনুবাদ দিতেছি।

৩১ আয়াত—"ওহে দুই বিরাট দল, তোমাদের সম্পর্কে আমরা শীঘ্রই ফায়সালা করিব। (We shall dispose of you"—Pickthal)

৩৩ আয়াত—"ওহে জিন্ন ও ইনসানের দল, উর্ধজগত সমূহের ও পৃথিবী সমূহের এলাকাগুলি ভেদ করিয়া পার হইয়া যাইবার ক্ষমতা যদি তোমাদের থাকে তবে পার হইয়া যাও দেখি। তোমরা যদি উহা পার হইয়াও যাও তবুও আমার কবলে থাকিবে।"

আয়াত দুইটির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে,

(ক) এই কথাটি আখিরাতে বিচারকালে বলা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

(খ) ইহার তাৎপর্য এই যে, আল্লার বিচার ও শাস্তি হইতে কেহই পলাইয়া বাঁচিতে পারিবে না।

কাজেই দেখা যায় যে, এই আয়াতের মধ্যে চান্দ্র অবতরণের কোনই আভাষ বা ইঙ্গিত দেওয়া হয় নাই।

তারপর অ ঈন গ্রন্থের কোন একটি ধারাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যেমন অসিদ্ধ, সেইরূপ কুরআনের কোন একটি আয়াতের তাৎপর্য বিচ্ছিন্নভাবে স্থির করাও অসিদ্ধ ও অসঙ্গত। তবুও যদি ইহার ব্যাখ্যা বিচ্ছিন্নভাবে করা হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, এই আয়াতে ঊর্ধ জগতসমূহ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইবার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু চাঁদ তো ঊর্ধজগত সমূহের বাহিরে নয়। কাজেই যুক্তি অসম্পূর্ণ বিধায় প্রয়োগের অযোগ্য।

২। আবার কেহ কেহ সূরাহ্ আল্-ইন্‌শিকাক: ১৮-১৯ আয়াতের মধ্যে মানুষের চাঁদে অবতরণ করার প্রমাণ পাইয়া বসিয়াছেন। পূর্বের আয়াতগুলি সমেত আয়াত দুইটির অনুবাদ এই—

১৬। অনন্তর আমি কসম করিতেছি পশ্চিম আকাশে সান্ধ্য রক্তিমার,

১৭। রাত্রিকালের ও রাত্রি যাহা আবৃত রাখে তাহার,

১৮। এবং চাঁদ যখন পূর্ণ হয় তখনকার চাঁদের (অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদের),

১৯। তোমরা এক স্তর হইতে অপর স্তরে অবশ্যই আরোহণ করিতে থাকিবে।

আয়াতগুলির ব্যাখ্যা: প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সান্ধ্য লালিমা, রাত্রির অন্ধকার ও চন্দ্রের পূর্ণতার উল্লেখ করিয়া মানুষকে জানাইয়া দেন যে, তিনি তাঁহার কোন সৃষ্টিকেই এক অবস্থায় রাখেন না। দিবসের উজ্জ্বল আলোকের পরে তিনি আনেন গোধূলির আবছা অন্ধকার। তারপর আলো একেবারে অপসারিত করিয়া আনেন রাত্রির ঘোর অন্ধকার। অনুরূপ ভাবে, আল্লাহ তা'আলা চাঁদ দেখানো ব্যাপারেও পরিবর্তন দেখাইতে থাকেন। প্রথমে তিনি দেখান দ্বিতীয়ার একটি ফলক। তারপর উহার বৃদ্ধি দেখাইতে দেখাইতে পূর্ণ চন্দ্র করিয়া দেখান। আবার উহার হ্রাস দেখাইতে দেখাইতে শেষে একেবারে অদৃশ্যে পরিণত করেন। উহার পরে আবার চন্দ্র ফলকের উদয় করেন। আলোর পরে অন্ধকার এবং উহার পরে আবার আলোর জন্মদান যেমন ব্যাপার, চন্দ্র-ফলকের উদয়ের পরে উহাকে বিলীন করিয়া আবার চন্দ্র-ফলকের উদয় যেমন ব্যাপার, মানুষকে পৃথিবীতে জন্মদানের পরে উহাকে মৃত্যু দিবার পরে আবার উহাকে পুনরায় জন্মদানও ঠিক সেইরূপই একটি ব্যাপার। এই কথাই এই আয়াতগুলিতে বলা হইয়াছে। চাঁদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার অবস্থার সহিত মানুষের অবস্থার যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাই ১৮—১৯ আয়াতে বলা হইয়াছে।

"তোমরা এক স্তর হইতে অপর স্তরে অবশ্যই আরোহণ করিতে থাকিবে"—এই বাক্যটিতে 'তোমরা' বলিয়া যদি 'সমগ্র মানব জাতি' ধরা হয় তাহা হইলে উহার নিকটতম ব্যাখ্যা এই হইবে যে, মানুষ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে করিতে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। তারপর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় পূর্ণ শক্তিশালী হইয়া উঠে। তারপর ক্রমশঃ দুর্বল ও নিস্তেজ হইতে হইতে অমাবস্যার চাঁদের মত তাহার বিলুপ্তি ঘটে। তারপর আবার যেমন চাঁদের উদয় হয় সেইরূপ মানুষকেও আবার পুনর্জীবিত করা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

আর 'তোমরা' বলিয়া যদি 'নাবী সঃ ও মুসলিমদিগকে' বুঝানো হয়, তাহা হইলে বাক্যটির ব্যাখ্যা হইবে এই, "হে মুমিনগণ, দিনের আলো অন্তর্হিত হইয়া রাত্রির অন্ধকারে দশ দিশি আচ্ছন্ন হইবার পরে আবার যেমন আলোর উদয় হয়, শুক্লপক্ষের আলো পূর্ণিমার রাত্রিতে পূর্ণতা লাভ করিবার পরে উহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে হইতে অমানিশার ঘোর অন্ধকারের পরে আবার যেমন চাঁদের আলো দেখা দেয়, সেইরূপ তোমাদের বর্তমানের নানা প্রকার বিপদ-আপদ, দুঃখ কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হইয়া আবার তোমরা সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের আলোর উদয় দেখিতে পাইবে। ইহা অবধারিত সত্য। ইহাই সুন্নাতুল্লাহ, যাহার কোন পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম তোমরা পাইবে না।—আল্-কুরআন, ৩৩ আল্-আহযাব : ৬২; ৩৫ ফাতির : ৪৩; ৪৮ আল্-ফাত্হ : ২৩।

[কসম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তর্জুমানুল হাদীস, দ্বাদশ বর্ষ ৩৫১ পৃষ্ঠায় ৭নং টীকা এবং তর্জুমানুল হাদীস, ত্রয়োদশ বর্ষ ৩১১-১২ পৃষ্ঠায় ৪নং টীকা]

৩। কেহ কেহ আবার সূরাহ্ ৩১ লুকমান : ২০ আয়াতটিকে মানুষের চন্দ্রে অবতরণের প্রমাণ-রূপে পেশ করিতেছেন। আয়াতটির অনুবাদ এই : "তোমরা কি দেখ না যে, যাহা কিছু ঊর্ধজগত সমূহে রহিয়াছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে রহিয়াছে তাহা তোমাদের জন্য আল্লাহ তাসখীর করিয়াছেন।" এই আয়াতে 'ল কুম' শব্দের ব্যাখ্যা 'তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন' করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের দাবী কুর্আন দ্বারা প্রমাণ করিতে চান।

আমাদের বক্তব্য এই যে, যে সময়ে কুর্আন নাযিল হয় সেই সময়কার লোকদেরে সম্বোধন করিয়া যে ব্যাপারটি তাহারও পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহাই অতীত কালবাচক ক্রিয়াযোগে বলা হয়। কাজেই চাঁদে মানুষের অবতরণের সহিত এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নাই,—থাকিতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ 'লাকুম' এর অর্থ 'তোমাদের অধীন' বা 'তোমাদের বশীভূত' নয়; বরং ইহার তাৎপর্য 'তোমাদের মঙ্গলার্থে' বা 'তোমাদের উপকারের জন্য'। পিকথল ইহার অর্থ করেন 'Serviceable unto you.' এবং ইহাই ঠিক অর্থ। এই সম্পর্কে আমরা পরে আবার আলোচনা করিব। তৎপূর্বে আমরা আমাদের আসল আলোচনা শুরু করিব।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রস্তাবিত নূতন শিক্ষানীতি

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে বহু কাল ধরিয়া এই সমালোচনা চলিয়া আসিতেছে যে, 'ইহা জাতি গঠনের পক্ষে মোটে সহায়ক নয়।' 'এই শিক্ষা দ্বারা মনোবৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ হয় না।' 'ব্রিটিশ-রাজের গোলাম বানাইবার জন্য এই শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয় এবং এই শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্রিটিশ রাজের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হয়।' এই প্রকার আরও বহু আপত্তি ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে আনা হয়। পাকিস্তানের জন্মের পূর্বে এবং পরে শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিবিদ ও দেশের গণ্যমান্য সকল নেতা সমস্বরে যে একটি বিশেষ আপত্তি দেশের সর্বত্র প্রচার করিতে থাকেন তাহা হইতেছে এই: "এই গড্‌লেস এডুকেশন দেশকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে। কাজেই বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা যোগ করা হোক।"

আমরা পাকিস্তানবাসীরা এমন অবস্থাতে পাকিস্তান লাভ করিয়াছি যে, তখন পাকিস্তানী মুসলিমদের শতকরা নব্বই জনই ছিল অশিক্ষিত। স্বাধীনতার অর্থ, তাৎপর্য ও মর্যাদা সম্পর্কে এই শতকরা নব্বই জনই ছিল অজ্ঞ। তাহারা স্বাধীনতার অর্থ করিল, 'যাহা খুশী তাহাই করার অধিকার' বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও 'রায়ট' করাই স্বাধীনতার নামে চালু হইল। কতিপয় নেতাও পরোক্ষভাবে হইলেও এই নীতির সমর্থক হইয়া উঠিলেন। ফলে, পাকিস্তানে কমিউনিজম নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল। শান্তি শৃঙ্খলার মূল উৎস আইন পরিষদের মধ্যেও স্বাধীনতার এই নূতন রূপ গিয়া পৌঁছিল এবং স্পীকার অনুপস্থিত থাকায় ডেপুটি স্পীকার নিহত হইলেন। এমনি ভাবে অনেক নেতা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিকে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করার মতলবে দেশময় 'কর্মী' তৈয়ার করিতে থাকিলেন। 'গড্‌লেস এডুকেশন' বর্জনের যে প্রচার বহু কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল এবং যে গড্‌লেস এডুকেশনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দুই দুই বার সিভিল শাসন প্রত্যাহৃত হইয়া মিলিটারী শাসন প্রবর্তিত করিতে হইল সেই গড্‌লেস এডুকেশনে বর্তমান সরকার 'গড'কে আনিবার ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমাদের মতে পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা নীতিকে ধর্মভিত্তিক করা উচিত ছিল। যাহা হউক, ইংরেজী প্রবাদ মতে 'বেটার লেট দ্যান নেভার' অনুসরণে দেরীতে হইলেও ইসলামভিত্তিক এই প্রস্তাবকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

প্রস্তাবিত নূতন শিক্ষানীতিতে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। নয়া শিক্ষানীতির অধিকাংশ সমালোচক সেই সব সংস্কারের মধ্যে কেবলমাত্র একটিকেই 'আপত্তিকর' দেখিতেছেন। তাহা হইতেছে 'শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামভিত্তিক করা'। সংবাদপত্র পাঠে দেখিতেছি যে, বর্তমান গড্‌লেস-শিক্ষা-পদ্ধতিতে-শিক্ষিত কতিপয় ডক্টর এই ইসলাম ভিত্তিকতার প্রস্তাবে অতিমাত্রায় আতঙ্কিত, শঙ্কিত ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইসলাম-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভিত্তিক শিক্ষানীতির বিরোধী বলিয়া ধরা যায় এমন একটি ইংরেজী দৈনিক ডক্টর অমুক, ডক্টর অমুক প্রভৃতি নামযোগে ইসলাম ভিত্তিক শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে অনেক ডক্টরের নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছে। ঐ ডক্টরেরা কোন্ পদে অধিষ্ঠিত তাহার উল্লেখ করা হয় না এবং আমরা তাঁহাদিগকে চিনিও না। কাজেই উক্ত ডক্টরগণের খাঁটি হওয়া সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

এই ডক্টরদের পূর্ণ পরিচিতি না দেওয়া হইলে তাঁহারা কোন পর্যায়ের ডক্টর তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়। কেননা, আমার এক ডক্টর-বন্ধু ঢাকা ফার্মের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁহার নামের শেষ ভাগে লেখা হইতে ডি, ভি, এস—ডক্টর অব ভেটারিনারী সার্জারী। আমেরিকার একটি য়ুনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করিয়া তিনি এই উপাধি পান। তিনি মোরগ-মুরগী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডক্টর ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হইতে চাহিলে তাঁহার বি, এ, ডিগ্রী না থাকায় আপত্তি উঠিয়াছিল। আবার এম, বি, বি, এসকেও ডক্টর বলিয়া অভিহিত করা হয়। যাহা হউক এই ডক্টরদের প্রবন্ধগুলি মাঝে মাঝে পড়িয়া দেখিলাম কিন্তু ঐ প্রবন্ধগুলির অধিকাংশের মধ্যেইবিশেষ কোন সঙ্গত যুক্তি পাইলামনা। আমাদের সমাজে এই একটি সংস্কার—সম্ভবতঃ কুসংস্কার—চালু হইয়াছে যে, সি, এস, পি মহোদয়গণ যে কোন সংস্থার প্রধান হইবার এবং পি, এইচ, ডি মহাজনগণ যে কোন শিক্ষা বিভাগের প্রধান হইবার জন্য ষোল আনার স্থলে বিশ আনা যোগ্য। কিন্তু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিলে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতে গেলে অনেক অ-ডক্টর শিক্ষাদান ব্যাপারে ডক্টরদের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইবে। ঐ পত্রিকাটিতে দেরী করিয়া হইলেও একজন শিক্ষাবিদের একটি প্রবন্ধ ১৪।৮।৬৯ তারীখে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধটি আগাগোড়া কাজের কথায় পরিপূর্ণ। বাস্তবধর্মী দৃষ্টি কোণ হইতে তিনি যাহা কিছু প্রয়োজনীয় দেখিয়াছেন ও যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়াছেন তাহাই তিনি ঐ প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ ডক্টরের প্রবন্ধে যে ভাবপ্রবণতার আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ প্রবন্ধটি তাহা হইতে মুক্ত। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষারও আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি মাদ্রাসা তুলিয়া দিবার মত অবাস্তব কোন সুপারিশ করেন নাই বরং উহাকে কিভাবে অধিকতর কল্যাণকর করা হয় তাহারই জন্য প্রস্তাব দিয়াছেন। প্রবন্ধটি হইতেছে Comments on Educational Policy, রচয়িতা কে, এম, আবদুস সালাম।

তারপর, ডক্টরেরা প্রায় সকলেই সম্ভবতঃ 'গডলেস এডুকেশন' পাইয়াছেন বলিয়া এবং স্কুল শিক্ষার্থীদের সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁহারা স্বাভাবিক ভাবেই সেকুলার এডুকেশনের সমর্থনে তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতে সচেষ্ট হন। ডক্টরদের প্রবন্ধগুলির মধ্যে একজন ডক্টরের প্রবন্ধটির ভূমিকা দেখিয়া তাঁহার প্রবন্ধটি না পড়িয়া পারিলাম না। কারণ প্রবন্ধটিতে যুক্তি আছে, মৌলিক সত্যের উল্লেখ আছে। প্রবন্ধটির নাম 'সেকুলার এডুকেশন', রচয়িতা ডক্টর বি, ওজীহুর রহমান। 'সেকুলার' এডুকেশন বা ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষানীতি সমর্থন করিতে গিয়া লেখক প্রবন্ধের প্রথমে কয়েকটি 'মৌলিক সত্যের' উল্লেখ করেন এবং ঐ সত্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া ইসলাম ভিত্তিক শিক্ষানীতিকে অসঙ্গত বলিয়া রায় দেন। আমাদের মতে ঐ সত্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া ইসলাম ভিত্তিক শিক্ষানীতিকে যে ভাবে অসঙ্গত বলা হইয়াছে ঠিক সেই ভাবেই তাঁহার 'সেকুলার এডুকেশনও' অসঙ্গত প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রবন্ধলেখক বলেন,

The purpose of education in a free, dynamic and forward-looking society is and should be—

To create and promote, diversity of opinion or unity in diversity; independent reflective and creative thinking; sympathy and compassion for one's fellow beings irres-

www.ahlehadeethbd.org

pective of religion, nationality, colour and social or economical status ; sensitivity and imagination ; social responsibility and involvement ; and moral commitment for the happiness and well being of the community as a whole,

"যে কোন স্বাধীন প্রগতিশীল সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতে হইবে, (ক) মতের বিভিন্নতার উদ্ভাবন ও উন্নয়ন অথবা বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য সাধন, (খ) গবেষণামূলক ও সৃজনমূলক স্বাধীন চিন্তা, (গ) ধর্ম, জাতি, বর্ণ, সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শন, (ঘ) অনুভূতি ও কল্পনার উদ্রেক করা, (ঙ) সামাজিক দায়িত্ববোধ ও দায়িত্ব গ্রহণ এবং (চ) সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য নৈতিক অঙ্গীকার'।

এখন আমাদের প্রশ্ন এই যে, প্রবন্ধলেখক শিক্ষার যে উদ্দেশ্যগুলি এখানে উল্লেখ করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্যগুলির রূপায়ণ কি বর্তমান সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ (গডলেস) শিক্ষাপদ্ধতিতে সম্ভব হইয়াছে অথবা অদূর ভবিষ্যতে কি উহার রূপায়ণের কোন সম্ভাবনা রহিয়াছে ? প্রবন্ধ লেখকের চোখ কান যদি বন্ধ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি পরিষ্কারভাবে দেখিতেন ও শুনিতেন এবং তাঁহার মনোবৃত্তিগুলি যদি সেকুলার শিক্ষা দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া না থাকিত তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিতেন যে, বর্তমান গডলেস শিক্ষা পদ্ধতিতে তাঁহার বর্ণিত শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির রূপায়ণ কিছুতেই সম্ভব হইবে না। সর্বশ্রেষ্ঠ সুসভ্য, সুশিক্ষিত দেশ ইউ, কে, ইউ, এস, এ ও অপর য়ুরোপীয় দেশগুলিই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বস্তুতঃ, উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলিতে পৌঁছিবার জন্য যে আন্তরিক প্রেরণার প্রয়োজন তাহা কেবলমাত্র ধর্মের অনুশাসনই যোগাইতে পারে। ধর্মহীন শিক্ষা—অশিক্ষার চেয়েও ভয়াবহ এবং মারাত্মক। আজ য়ুরোপ ও আমেরিকায় গডলেস শিক্ষার যে কুফল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে তাহার ভয়াবহতা অস্বীকার করার কোনই উপায় নাই। পাকিস্তানেও ঐ ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে। ঐ মারাত্মক অবস্থা ও পরিণাম হইতে পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে হইলে ইসলাম-ভিত্তিক শিক্ষা-নীতি অচিরেই প্রবর্তন করিতে হইবে।

আমরা বিশ্বাস করি, ইসলামের মধ্যে এমন অমোঘ মহৌষধ রহিয়াছে যে, শিক্ষার উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলি ইসলাম ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ণরূপে লাভ করা সুনিশ্চিত হইবে। ইসলাম ঐ উদ্দেশ্যগুলির বিরুদ্ধে মোটেই কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিই ইসলামভিত্তিক শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আওয়ায তুলিয়াছে। আর ইহা স্বাভাবিক ; কেননা, অজ্ঞতাই শত্রুতাকে টানিয়া আনে।

সরকার প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে যে সব সুপারিশ পেশ করিয়াছেন, আমরা উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উহার মোটামুটি সমর্থন জানাইয়া নিম্নে আমাদের-এই প্রস্তাবগুলি সরকার সকাশে পেশ করিতেছি।

১। শিক্ষাকে পুরাপুরি ইসলাম-ভিত্তিক করা হউক।

(ক) সহশিক্ষা প্রাথমিক স্কুলেও যথাসম্ভব বন্ধ করা হউক এবং মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রাথমিক স্কুল ও মক্তব স্থাপন করা হউক।

(খ) ন্যূনপক্ষে প্রতি থানায় মেয়েদের জন্য একটি করিয়া সরকারী স্কুল ও একটি করিয়া সরকারী আলিম মাদ্‌রাসা এবং প্রত্যেক মহকুমায় একটি করিয়া মেয়েদের জন্য সরকারী কলেজ ও একটি করিয়া সরকারী ফাযিল মাদ্‌রাসা স্থাপন করা হউক।

(গ) পাকিস্তানের উভয় অংশে মেয়েদের জন্য অনতিবিলম্বে একটি করিয়া স্বতন্ত্র য়ুনিভার্সিটি স্থাপন করা হউক।

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তানে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হউক।

৩। শিক্ষা দান প্রোগ্রামে যোগদান করা ইচ্ছাধীন রাখা হউক। বিশেষতঃ মেয়েদের জন্য উহা তাহাদের স্বেচ্ছাধীন রাখা হউক।

www.ahlehadeethbd.org

৪। (ক) ডিগ্রী ক্লাস পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা আবশ্যিক করা হউক।

(খ) ইসলামী শিক্ষার সিলেবাস নূতনভাবে সংশোধিত আকারে প্রস্তুত করা হউক এবং ঐ সিলেবাস অনুযায়ী নূতন পুস্তক তৈয়ার করা হউক।

৫। পূর্ব পাকিস্তানে আলীয়া মাদ্‌রাসার যে সিলেবাস সরকার নিযুক্ত কমিটী কর্তৃক প্রায় এক বৎসর পূর্বে প্রস্তুত করা হয়; তাহাতে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে স্কুলের সিলেবাসের সহিত যথাসম্ভব মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ঐ সিলেবাস বিবেচনা করিয়া দেখা হউক।

পরলোকে ডক্টর শাদানী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং বাংলা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যবিশারদ মারহুম ডক্টর মুহাম্মাদ শাহীদুল্লার ইন্‌তিকালের মাত্র ১৬ দিন পরে ২৯শে জুলাই তারীখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু-ফারসী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর ওাজাহাত হুসাইন 'আন্‌দালিব শাদানী ইন্‌তিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে···· রাজেউন) ডক্টর শাদানী সাহেব তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য শুধু পাকিস্তানেই নন, ইরাণেও যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি একাধারে বিশিষ্ট ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, কবি ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠে ফারসী কবিতা আবৃত্তি শুনিলে উহা শ্রোতার কাণে দীর্ঘকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকিত। তাঁহার সদা হাস্যমুখে অভিনন্দন ও তাঁহার সরলতামাখা অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি যথার্থই জ্ঞানের সাধক ছিলেন। কোন বিষয় তাঁহার জানিবার প্রয়োজন হইলে তিনি ছোট বড় বিচার না করিয়া যাহার কাছে ঐ জ্ঞান পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করিতেন তাঁহার নিকট যাইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। তাঁহার তুল্য উর্দু ফারসীতে বিদ্বান পাকিস্তানে বিরল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি এবং দু'আ করিতেছি আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে মাগফিরাত করিয়া জান্নাতে স্থান দান করুন।

শহীদ আবদুল মালেক

নূতন শিক্ষানীতিকে ইসলাম-ভিত্তিক করার দাবী পেশ করিতে গিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির সমর্থক ছাত্রদের আক্রমণের ফলে প্রতিশ্রুতিশীল যুবক আবদুল মালিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র সেন্টার হলের বাহিরে ১২ই আগষ্ট তারীখে আহত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে নীত হয়। সেখানে তাহার চিকিৎসা যথাযোগ্যভাবে করা হয়। কিন্তু আল্লাহের হুকম, ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যায় সে ইন্‌তিকাল করে। মরহুম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইওকেমিষ্ট্রি বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। ইসলামের জন্য নিহত হওয়ায় সে প্রকৃতই শহীদ হইয়াছে। তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে আমরা আমাদের আন্তরিক গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাইতেছি এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই দু'আ করিতেছি যে,আল্লাহ তা'আলা যেন তাহাকে জান্নাতুল্‌-ফিরদাওসে শহীদের জামা'আতে শামিল করেন এবং তাহার পরিবার পরিজনকে সবর ও আজ্‌র 'আযীম দান করেন।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৯

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ফেব্রুয়ারী মাস

যিলা রংপুর

অফিসে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। শাহজাদপুর জুমা মসজিদের মুসল্লী পক্ষে মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সাং শাহজাদপুর পোঃ বাগদোয়ার ফিৎরা ৬৲ ২। এফ, এ, কাইউম, এম, আর নিলফামারী, রংপুর ফিৎরা ১১৲।

আদায় মারফত মৌলবী আবদুর রহমান সাহেব জেনারেল সেক্রেটারী পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস

৩। হাজী মোহাঃ তমির উদ্দিন ধনী সাং সারাই পোঃ হারাগাছ ফিৎরা ২০৲ ৪। আবদুর রহমান মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৫। হাজী মোহাঃ তমির উদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৬। মোহাঃ ফযলুল বারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৭। মোহাম্মদ মোজাফ্ফার মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৮। মোহাঃ মোখলেসুর রহমান ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৯। আলহাজ মোহাঃ মফিজ উদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১০। মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ও আবদুস্ সাত্তার শেখপাড়া যাকাত ১৫৲ ১১। মোহাঃ আনছার উদ্দিন সারাই, যাকাত ৫৲ ১২। হারাগাছ সাদা মসজিদ জামাত হইতে ফিৎরা ৩৫৲ ১৩। আলহাজ মোহাঃ আনিছ উদ্দিন হারাগাছ যাকাত ১০০৲ ১৪। মোহাঃ গোলাম রহমান সাং গজারিয়া ফিৎরা ৫৲ ১৫। হাজী মোহাঃ কাসেম আলী সাং মনিয়া যাকাত ২৫৲ ১৬। আলহাজ মোহাঃ শাহানতুল্লাহ হারাগাছ যাকাত ১০৲ ১৭। মোহাঃ মুখলেসুর রহমান সেক্রেটারী ধামগড়া মসজিদ কমিটী ফিৎরা ২৫৲ ঐ যাকাত ৫৲ ১৮। মোহাঃ আতিয়ার রহমান মণ্ডল বসন্তের পাড়া জামাত হইতে এককালীন ২৫৲ ১৯। যিলা বগুড়া ১৮নং দেখুন ২০। ময়মনসিংহ ৫নং দেখুন। ২১। শ্যামপুর উত্তর পাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ শামছুল হক সরকার পোঃ ভরত খালী ফিৎরা ২০৲ ২২। মোহাঃ আনছার আলী ফকির বোনার পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ২৩। বোনার পাড়া সভার তরফ হইতে মারফত মওলানা শাহ আবদুল্লাহিল কাফী ৫০৲।

আদায় মারফত মৌঃ মোহাম্মদ রহিম বখশ সরদার সাহেব সাং মতর পাড়া পোঃ শাঘাটা

২৪। ১নং মতর পাড়া জামাত হইতে মারফত আবদুর রাজ্জাক মণ্ডল ফিৎরা ৩০৲ ২৫। মোহাঃ বাহার উদ্দিন সরদার ২নং মতর পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১৫৲ ২৬। মোহাঃ এস্তাজ আলী বেপারী উল্লা সোনাতলা ২নং জামাত হইতে ফিৎরা ২৲ ২৭। মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ আখন্দ হেলেঞ্চা জামাত হইতে ফিৎরা ২৲ ২৮। হাজী মোহাঃ কেফায়েতুল্লাহ তেলিয়ান জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ ২৯। মোহাঃ নযির উদ্দিন মিস্ত্রি সিমলতাইর জামাত হইতে ফিৎরা ২৲ ৩০। হাজী মৌঃ মোহাঃ ইমান উল্লাহ বোনার পাড়া ফিৎরা ৪৲ ৩১। মোহাঃ ফযলুর রহমান বাটি জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ ৩২। মোঃ নূরুল ইসলাম যাদুরতাইর জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ৩৩। মোহাঃ কাসেম আলী আখন্দ রামনগর দক্ষিণ পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ ৩৪। মোহাঃ পরশ উল্লা আখন্দ রামনগর পশ্চিম পাড়া জামাত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে ফিৎরা ৪৲ ৩৫। আবদুস্ সবুর সরদার কোচুয়া সরদার পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৪৲ ৩৬। মৌঃ মোহাঃ হোসাইন মণ্ডল অনন্তপুর পোঃ বোনার পাড়া ফিৎরা ২৲ ৩৭। মোহাঃ সাইফুদ্দিন ফিৎরা ২৲ ৩৮। মৌঃ মোহাঃ ইমাদ উদ্দিন শামপুর ফিৎরা ২৲ ৩৯। হাজী মোহাঃ কাদের বখশ ফিৎরা ২৲ ৪০। হাজী মোহাঃ বেশারতুল্লাহ প্রধান সাং বাটি ফিৎরা ২৲ ৪১। মোহাঃ নুরুল হোসেন মণ্ডল কালাপানী জামাত হইতে পোঃ বোনার পাড়া ফিৎরা ৩৲ ৪২। আবদুল হামীদ মাষ্টার পোঃ শাঘাটা ফিৎরা ৭৲ ৪৩। আবদুল বাকী খন্দকার পানিপাড়া পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ৪৪। আবদুল মাজেদ প্রধান মতব পাড়া যাকাত ২৲ ৪৫। আবদুল হামীদ মিঞা পাঠান পাড় মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ৪৬। হাজী মোহাঃ মসতুল্লাহ উল্লা পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ২৲ ৪৭। মোহাঃ জয়নাল উদ্দিন সরকার অনন্তপুর জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ ৪৮। মোহাঃ আইয়ুব হোসেন মুন্সী অনন্তপুর ফিৎরা ৩৲।

আদায় মারফত মওলানা মোহাঃ ফযলুল বারী সাহেব সেক্রেটারী রংপুর যিলা জমঈয়তে আহলেহাদীস

৪৯। মোহাঃ আফছার উদ্দিন প্রোপ্রাইটর জয়প্রেস যাকাত ৫০৲ ৫০। মৌঃ মোহাঃ আবদুল আহাদ মস্তরা হাউস যাকাত ১০১৲ ৫১। মোহাঃ মকছুদুর রহমান সেণ্ট্রাল রোড যাকাত ১০৲ ৫২। হাজী মোহাম্মদ আছির উদ্দিন নিউশাল বোন পাড়া যাকাত ৫৲ ৫৩। মোহাঃ আবদুল বারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৫৪। মোহাঃ মুজাম্মেল হক ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৫৫। কবিরাজ মোহাঃ রহমতুল্লা ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৫৬। হাজী আবদুল মজিদ সলিম বিল্ডিং যাকাত ১০০৲ ৫৭। রংপুর টাউন আহলে হাদীস জমাত হইতে ফিৎরা ৭০৲।

যিলা দিনাজপুর

অফিসে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। এম, এ, গফ্ফার হেড মাষ্টার নবীপুর এফ, পী স্কুল পোঃ নান্দেরাই ফিৎরা ২৲ ২। মোহাঃ খেতাব উদ্দিন সরকার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৩। মোহাম্মদ জামাতুল্লাহ সরকার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৪। মোহাঃ এহিয়া চৌধুরী সাং ও পোঃ সনগাঁও ফিৎরা ২৲৫০ ৫। হাকীম উদ্দিন আহমদ সাং খালপাড়া পোঃ জগদল ফিৎরা ২০৲।

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ কেরামতুল্লাহ সাহেব পারবতীপুর

৬। মৌঃ মোহাঃ সিরাজ উদ্দিন দফাদার সাং পারবতীপুর কুরবানী ৫৲ ৭। মৌঃ মোহাঃ নুরুদ্দীন মণ্ডল সাং জাহানাবাদ পারবতীপুর কুরবানী ১৲ ৮। মুঃ মোহাঃ আমানতুল্লাহ প্রাং ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ কুরবানী ২৲ ৯। মোহাঃ আলী মামুদ প্রাং চণ্ডিপুর, পারবতীপুর কুরবানী ১৲ ১০। মৌঃ মোহাঃ আবুল হোসেন প্রাং ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫০৲ ১১। মোহাঃ ফসিহুদ্দিন জাহানাবাদ পারবতীপুর কুরবানী ১৲ ১২। মোহাঃ শফিউদ্দিন প্রাং ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১৩। মোহাঃ শফিউদ্দিন সরকার উত্তর পার জাহানাবাদ কুরবানী ১৲ ১৪। মুন্সী মোহাঃ রফিউদ্দিন চণ্ডিপুর চিতাপাড়া পারবতীপুর কুরবানী ২৲ ১৫। হাজী মোহাঃ সানাউল্লাহ প্রাং ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৬। মোহাঃ লাল মোহাম্মদ মিঞা সাং হলদি বাড়ী পারবতীপুর কুরবানী ৫৲ ১৭। মোহাঃ সিরাজ উদ্দিন প্রাং জাহানাবাদ বাজার পাড়া কুরবানী ১৲ ১৮। মোহাঃ সোলায়মান হোসেন এককালীন ২৲ ১৯। মোহাঃ আরিফ উদ্দিন প্রাং জাহানাবাদ মোহাম্মদ পাড়া জামাত কুরবানী ১০৲ ২০। মোহাঃ মহির উদ্দিন প্রাং জাহানাবাদ উত্তর পাড়া জামাত হইতে কুরবানী ২৲ ২১। মোহাঃ এসারতুল্লাহ দফাদার চান্দোয়া পাড়া কুরবানী ৫৲ ২২। মোহাঃ জহির উদ্দিন সরকার চণ্ডিপুর কুরবানী ১৲ ২৩। হাজী মোহাঃ মনির উদ্দিন প্রাং পারবতীপুর জামাত হইতে কুরবানী ৫৲ ২৪। মৌঃ মোহাঃ সোলায়মান হোসেন সরকার পারবতীপুর নয়াপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ২৫। মোহাঃ সিরাজ উদ্দিন দফাদার পারবতীপুর চান্দোয়া পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ২৲ ২৬।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাঃ শফিউদ্দিন প্রাং জাহানাবাদ চকপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৪৲ ২৭। মোহাঃ শফিউদ্দিন প্রাং জাহানাবাদ মামুদ পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ২৮। হাজী মোহাঃ মনির উদ্দিন প্রাং পারবতীপুর দক্ষিণ পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ২৯। মোহাঃ শফিউদ্দিন সরকার ও মোহাঃ মহির উদ্দিন প্রাং জাহানাবাদ দাঁড়ার পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ ৩০। মোহাঃ এসারতুল্লাহ দফাদার পারবতীপুর চান্দোয়া পাড়া জামাত হইতে কুরবানী ১০৲।

মাদ্রাসাতুল হাদীসের প্রাপ্তি স্বীকার বিভিন্ন যিলা হইতে দফতরে ও মনিঅর্ডার যাগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আবদুস্ সামাদ সার্ভে অব পাকিস্তান এল, পী, ও ঢাকা নং—৮ যাকাত ১০৲ ২। আলহাজ আবদুর রউফ সাহেব ১০৫নং নাজিরা বাজার লেনঢাকা-২ সদকা ১০৲ ৩। মোহাঃ এহিয়া চৌধুরী সাং ও পোঃ সোনগাঁও দিনাজপুর ফিৎরা ২'৫০ ৪। মোহাঃ আলতাফুর রহমান সাং তুলসী ডাঙ্গা পোঃ আইহাই রাজশাহী ফিৎরা ১০৲ ৫। মোহাঃ আবুল কালাম সাং আপসন পোঃ কিচক বগুড়া ফিৎরা ৫'৫০।

মার্চ মাস

যিলা ঢাকা

দফতরে প্রাপ্ত

১। হাফিয মোহাঃ ইউসোফ ফেরাজিকান্দা পোঃ মদনগঞ্জ ফিৎরা ২০৲ কুরবানী ১৩৲ ২। মওঃ মোহাঃ আরিফ এম, এ, ২০নং বংশাল রোড এককালীন ১৲ ৩। ত্রিমোহিনী জামাতের পক্ষে মোহাঃ কমর উদ্দিন মাতব্বর পোঃ রূপগঞ্জ কুরবানী ৪৫৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ কুদরতুল্লা সরকার সাং ঝিঙ্গাহাটি জামাত হইতে পোঃ রঘুনাথপুর কুরবানী ১০৲ ৫। হাজী আবদুস সোবহান সাং ধামালকোট পোঃ ক্যান্টনমেন্ট কুরবানী ১৫৲ ৬। মৌঃ মোহাঃ তৈয়েবুর রহমান ৪১/৩ স্বামীবাগ কুরবানী ১০৲ ৭। মোহাঃ শামসের আলী মণ্ডল সাং শরিফবাগ কুরবানী ২৲ ৮। মোঃ সায়েরুল্লাহ মুন্সী সাং পোড়াবাড়ী পোঃ সালনা কুরবানী ৫৲।

যিলা ময়মনসিংহ

দফতরে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ বেলায়েত হোসেন সাং সিঙ্গারডাক পোঃ খলিয়াজানি কুরবানী ৩৲

আদায় মারফত মৌঃ নূরুজ্জামান সাহেব

২। মৌঃ মোহাঃ আবুল কালাম মিঞা সাং কাউলজানি কুরবানী ২৲ ৩। মোহাঃ যাকারিয়া সাং গোসড়া পোঃ কালোহা কুরবানী ২৲ ৪। মোহাঃ রোস্তম আলী সরকার সাং দওগ্রাম পোঃ কোকডহরা ফিৎরা ২০৲ কুরবানী ২০৲ ৫। আবদুল মান্নান সাং সাতপোয়া পোঃ শরিষাবাড়ী এককালীন ২৲

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

৫। মুন্সী জয়েন উদ্দিন আহমাদ সাং চরনগর পোঃ বালীজুরী কুরবানী ২৲

যিলা কুষ্টিয়া

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। শেখ আবদুর রহমান সাং দুর্গাপুর পোঃ কুমারখালী কুরবানী ২০৲ ২। মোহাঃ মুমতাজ আলী প্রাং সাং পাথরবাড়িয়া হাল মোকাম সেরকান্দি কুমারখালী কুরবানী ৫৲

যিলা পাবনা

১। মোহাঃ হোসেন সাং চর কুশাবাড়ী পোঃ ধামাইচ হাট কুরবানী ১৫৲

যিলা রাজশাহী

মনিঅর্ডারযোগে ও দফতরে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ নঈম উদ্দিন মিঞা সাং রক্ষিতপাড়া পোঃ হাটরা কুরবানী ১৫'৫০ ২। মৌঃ মোহাঃ আবদুর রহমান সাং ও পোঃ মুণ্ডমালা হাট কুরবানী ৫৲ ৩। মোহাঃ তছির উদ্দিন সরকার সাং কাযী ভাতুড়িয়া পোঃ খোর্দ মোহনপুর কুরবানী ৫৲ ৪। মোহাঃ বাহার উদ্দিন মোল্লা সাং আন্ধারিয়া পাড়া পোঃ কেশব কুরবানী ৫৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫। মোহাঃ এসরাইল মোল্লা পোঃ আলিমনগর কুরবানী ১৪৲ ৬। মোহাঃ হুরমতুল্লাহ সরদার সাং ও পোঃ নন্দনালী কুরবানী ১৫৲ ৭। হাজী মোহাঃ আইয়ুব হোসেন সাং চর পাঁকা পোঃ রাধাকান্তপুর কুরবানী ১০৲ ৮। মোহাঃ আবুল কালাম সাং শিবতলা পোঃ দেবীনগর কুরবানী ১০৲ ৯। মোহাঃ আফছার আলী সাং ডুমকুলী পোঃ বাসুদেবপুর কুরবানী ৪০৲

যিলা বগুড়া

১। মওঃ মোহাম্মদ আলী সাং জামালপুর পোঃ জামালগঞ্জ কুরবানী ১০'৮৯ ২। আবদুল জব্বার ফকির সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী ফিৎরা ১০'০০ ৩। আবুল বাশার মোহাম্মদ মুছা সাং বাখরা পোঃ মোল্লামগাড়ী হাটি কুরবানী '৫০ ৪। বগুড়া আহলেহাদীস জামে মসজিদ পক্ষে মারফত মুনশী আবদুস সাত্তার আখন্দ ফিৎরা ১৫৲ ৫। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ আবদুস সাত্তার সাং জয়ভোগা পোঃ গাবতলী কুরবানী ২০৲ ৬। মোহাঃ আয়েজ উদ্দিন ডাক্তার জামালগঞ্জ বাজার কুরবানী ৫৲ ৭। মওঃ মোহাঃ আমজাদুর রহমান সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ৪০৲ ৮। মোহাঃ জালাল উদ্দিন সরকার সাং হামীদপুর পোঃ গাবতলী কুরবানী ৫৲ ৯। মোহাঃ আবদুল মালেক সরকার সাং জয়ভোগা পোঃ বেগুনী কুরবানী ৫৲ ১০। মোহাঃ তুজাম্মেল হোসেন সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী কুরবানী ১২৲ ১১। আহমাদ আলী সাং খাবুলিয়া জামে মসজিদ পোঃ জুমারবাড়ী কুরবানী ৫'৫০ ১২। মোহাঃ আফসার আলী হেডমাষ্টার, বাগবাড়ী কে, এম, হাই স্কুল পোঃ বাগবাড়ী কুরবানী ৫৲ ১৩। এ, কাসেম সাং বড়নগর পোঃ ডেমাজানী কুরবানী ১০৲ ১৪। আলহাজ মোহাঃ ময়েনউদ্দিন প্রাং সাং খোর্দ বলাইল পোঃ হাট শেরপুর কুরবানী ১০৲ ১৫। মওঃ মোহাঃ উসমান গণী মোস্তফাবীয়া মাদ্রাসা কুরবানী ৮৲ ১৬। মৌঃ মোহাঃ ফহিমউদ্দিন আখুঞ্জী সেক্রেটারী, হুয়াকুয়া ইলাকা জমঈয়তে আহলেহাদীস কুরবানী ১৫৲ ১৭। আবদুন্নুর সাং কাদোয়া ঢোলপাড়া পোঃ বানিয়াপাড়া কুরবানী ৯৲ ১৮। মৌঃ মোহাঃ হেকমতুল্লাহ সাং বিহিগ্রাম পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ২৫৲

যিলা রংপুর

মনিঅর্ডারযোগে ও দফতরে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ কলিমউদ্দিন সাং পানিবাড়ী পোঃ পাটগ্রাম কুরবানী ২০৲ ২। মৌঃ আবদুর রহমান ইমাম, তালুক ঘোড়াবান্দা মসজিদ, যাকাত ৫৲ ফিৎরা ১০৲ ৩। শায়েখ শাহ মোহাম্মদ আলী মুক্তার কলেজ রোড পোঃ গাইবান্ধা কুরবানী ৩৲ ৪। মোহাঃ গোলাম ওয়াহেদ মণ্ডল সাং বাজিতপুর পোঃ চান্দপাড়া কুরবানী ২০৲ ৫। মোহাঃ সৈয়দ আলী পাঠান সাং বাজিতপুর মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৩০৲ ৬। মোহাঃ জসিমউদ্দিন সরকার সাং বাজিতনগর পোঃ জুমারবাড়ী কুরবানী ৫৲ ৭। মোহাঃ আবদুল আজিজ সাং ফুলবাড়ী পোঃ গোবিন্দগঞ্জ কুরবানী ১০৲ ৮। আলহাজ মোহাঃ ইউসুফ উদ্দিন প্রেসিডেন্ট, ভাঙ্গাবাড়ী মসজিদ কমিটী পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৫৲ ৯। আলহাজ মোহাঃ নছর আলী মারফত মৌঃ মোহাঃ আবদুল মালেক সাং চন্দনপাঠ পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ২'৫০

যিলা কুমিল্লা

১। মোহাঃ ফয়েজউদ্দিন বেপারী সাং কামাইরকান্দি পোঃ গোয়ালমারী কুরবানী ২৲

যিলা যশোর

১। ফিরোজ আহমাদ সাং ঝিনাইদহ ওয়াপদা আফিস কুরবানী ৩৲ ২। মোহাঃ খলিলুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ৪৲ ৩। মোহাঃ আবুল কালাম খান ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲

যিলা খুলনা

১। মোহাঃ আবদুল মান্নান সাং ও পোঃ আরঙ্গঘাটা কুরবানী ৪'৭০

www.ahlehadeethbd.org

যিলা দিনাজপুর

মওঃ মোহাঃ ওবায়দুর রহমান দিনাজপুর টাউন আহলে হাদীস জামাত হইতে কুরবানী ১৫৲

যিলা ফরিদপুর

১। আলহাজ মোহাঃ লুৎফর রহমান সাং বহালতলী পোঃ কে. ডি. গোপালপুর কুরবানী ১২'৫০

মাদ্রাসাতুল হাদীসের প্রাপ্তি স্বীকার

যিলা ঢাকা

১। মৌঃ মোহাঃ শামছুল হুদা ৯নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ২৲ ২। মোহাঃ আবদুল মান্নান ৩৪ নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ১০৲ ৩। মোহাঃ ইলিয়াস মিঞা বি, এ, ৭১/১ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ৫৲ ৪। আলহাজ মোহাঃ আবদুল হামীদ ৪৯ নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ১০৲ ৫। হাফিয মোহাঃ ওমর হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ১৲ ৬। আলহাজ মোঃ আতীকুল্লাহ মুতাওয়াল্লী বংশাল জামে মসজিদ কুরবানী ২০৲ ৭। আলহাজ মোহাঃ ভোলা মিঞা ৪১ নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ২০৲ ৮। আলহাজ মোহাঃ মজহারুল হক ১৯ নং বংশাল রোড কুরবানী ৩০৲ ৯। মৌঃ মোহাঃ মুহিব্বুর রহমান ৯১নং কাযি আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ১০৲ ১০। মোহাঃ রহমতুল্লাহ মিঞা ২৬নং ছিক্কাটুলী লেন কুরবানী ১০৲ ১১। মেসার্স এ, আর, ছাত্তার এ্যাণ্ড কোং ক্লথ মার্চেন্ট ইসলামপুর যাকাত ২৫৲ ১২। মেসার্স হাশিম এ্যাণ্ড কোং ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৩। মেসার্স বাহার উদ্দিন এ্যাণ্ড সন্স ক্লথ মার্চেন্ট ইসলামপুর যাকাত ১০৲ ১৪। মেসার্স ইয়ানুস ব্রাদার্স ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৫। মেসার্স দেওয়ান এ্যাণ্ড কোং ক্লথ মার্চেন্ট ইসলামপুর যাকাত ২৫৲ ১৬। মেসার্স রফিক ব্রাদার্স ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৭। মেসার্স লতিফ এ্যাণ্ড সন্স ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৮। মেসার্স আহমদ আবদুল আজিজ ক্লথ মার্চেন্ট ইসলামপুর যাকাত ১০৲ ১৯। মেসার্স ভূঁইয়া ব্রাদার্স ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ২০। মেসার্স এ. গাফফার এ্যাণ্ড কোং ক্লথ মার্চেন্ট ইসলামপুর যাকাত ৫৲ ২১। মওলানা মোহাঃ আরিফ এম, এ, ২০ নং বংশাল রোড কুরবানী ৩৲ ২২। ডাঃ আবদুর রউফ ২৫/১ লুৎফর রহমান লেন কুরবানী ৫৲ ২৩। মোহাঃ মুজাম্মিল হক ১০/৩১ আযম রোড মোহাম্মদপুর কুরবানী ১০৲ ২৪। খন্দকার মোহাঃ জহিরুল ইসলাম বি, এস, জি, কলোনী মতিঝিল কুরবানী ২৲ ২৫। মওঃ মোহাঃ শামছুল হক সালাফী ২০ নং বংশাল রোড কুরবানী ২৬৲ ২৬। এম, শরিফ আহমাদ ৮৯ নং কাযি আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ১৪৲ ২৭। মোহাঃ ইসমাঈল ১২ নং মদনপাল লেন কুরবানী ৫৬৲ ২৮। মৌঃ মোহাঃ মিজানুর রহমান ৫৮ নং মতিঝিল কলোনী কুরবানী ১৪৲ ২৯। আবদুল কাইউম ৪৩ নং শান্তিবাগ, সাউথ রোড কুরবানী ৩৬'৬৭ ৩০। নূর মোহাঃ কাপ্তান বাজার কুরবানী ১৪৲ ৩১। হাজী মোহাঃ ইসমাঈল এ্যাণ্ড কোং ৯৯/২ হাজী উসমানগণী রোড কুরবানী ১৬৲ ৩২। ২৭ নং ইউনিভারসিটি কোয়ার্টার কুরবানী ১৬৲ ৩৩। হাজী মুখলেছুর রহমান ৫৪ নং বংশাল রোড কুরবানী ১৬৲ ৩৪। আবদুল হামীদ মিঞা ৬৭ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১৩'৫০ ৩৫। আলহাজ মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ বেপারী ৭৯ নং কাযী আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ২৬'৫০ ৩৬। মোহাঃ সলিমুল্লা বেপারী ৭৯ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড কুরবানী ৫৩৲ ৩৭। হাজী মোহাঃ নূর হোসেন ১৪ নং কাযী আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ৫৩৲ দফে ঐ ৩২৲ ৩৮। মোহাঃ ফাইযুল আলম ছিদ্দিকী ৩০০/এ গ্রাউণ্ড ফ্লোর, রোডনং ২৫ ধানমণ্ডি আর, এ, কুরবানী ১৪৲ ৩৯। মৌঃ মোহাম্মদ আবদুস সালাম ৬১ নং নাপ্তাল পাড়া কুরবানী ১২৲ ৪০। মোহাঃ আবদুর রকীব ১৫১ নং ধানমণ্ডি রোড নং ১৩/১২ কুরবানী ৪৬৲ ৪১। ডাঃ মোহাঃ ইয়াহিয়া ৩৪নং মালিবাগ রোড কুরবানী ১৫৲ ৪২। মোহাঃ জামিল হোসেন কমলাপুর কুরবানী ৭'১৯ ৪৩। আবদুল কাদের ১২২ নং লুৎফর রহমান লেন কুরবানী ১০৲ ৪৪। এ,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

টি, সাদী এডভোকেট ১৮ নং কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট কুরবানী ১৩৲ ৪৫। হাজী আবদুর রহমান নওয়াব ইউসোফ রোড কুরবানী ৪১৲ ৪৬। আবদুল করিম ২৫ নং হাজী আবদুর রশিদ লেন কুরবানী ২৭৲ ৪৭। আবদুল লতিফ ৮৯/বি কাযি আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ৫৩৲ ৪৮। ডাঃ মোহাঃ মুমতাজুর রহমান প্রাক্তন সিভিল সার্জন ১১৯ নং আজিমপুর রোড কুরবানী ২৫৲ ৪৯। মৌঃ মোহাঃ আহসান উল্লাহ ২৯/২ সেন্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি কুরবানী ১২ ৫০। মোহাঃ আবুল কাছেম মোহাঃ শহিদুজ্জামান ২৯/১ সেন্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি কুরবানী ৩৲ ৫১। মোহাঃ আলিমুল্লাহ মিঞা নিককাটুলী কুরবানী ৫৬৲ ৫২। হাজি মিঞা চাঁন ৯ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২৫৲ ৫৩। মোহাঃ হোসেন ৪৬ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০৲ ৫৪। মোহাঃ ইব্রাহিম ৯নং পুরানা মোগলটুলী কুরবানী ১৫'৫০ ৫৫। হাজী মোহা ফযলুর রহমান ঝড়িয়াটুলি লেন কুরবানী ২৫৲ ৫৬। মোহাঃ আলিমুল্লাহ মিঞা ১০৫ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ৪২৲ ৫৭। মোহাঃ আনছার উদ্দীন (আমস্থ মিঞা) ৪২ নং নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ১৫৲ ৫৮। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ আকীল ১৭ নং হাজি মইন উদ্দিন রোড বাঁসপট্টি কুরবানী ২৬'৫০ ৫৯। মোহাঃ শাহাব উদ্দিন ৪২ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১৫৲ ৬০। মওলানা আদম উদ্দিন এম. এ, ৩/২০ কায়েদে আজম রোড মোহাম্মদপুর কুরবানী ১৫৲ ৬১। আলহাজ মোহাঃ মুখলেছুর রহমান ৫৪ নং বংশাল রোড দ্বিতীয় দফায় কুরবানী ২৬৲ ৬২। আবদুল হালীম বেপারী হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ৫৲ ৬৩। আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লী লুৎফর রহমান লেন কুরবানী ১৫৲ ৬৪। আলহাজ সেঠ আবদুল কাদের নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ৬৲ দফে ২৮৲ ৬৫। আলহাজ মোহাম্মদ ফযলুর রহমান বেপারী নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ১০৲ ৬৬। মোহাঃ গোলাম মওলা ২০৬/১ বংশাল রোড কুরবানী ২০৲ ৬৭। শরিফ আহামদ ৮৯ নং কাযী আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ৫৲ ৬৮। মোহাঃ ইদুমিঞা আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ১০৲ ৬৯। মোহাঃ মনির উদ্দিন মিঞা ৭নং কাযী আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ১৩'৫০ ৭০। মরহুম মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন মারফত হাজী মোহাঃ নূর হোসেন নাজিরা বাজার কুরবানী ২৬'৫০ ৭১। মোহাঃ আসরাফ মিঞা ১৯নং নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ১৩'৫০ ৭২। মৌঃ আবদুল আজিজ, ৮/এফ, ম্যালেরিয়া কোয়ার্টার মহাখালী কুরবানী ১৬৲ ৭৩। হাজী মোহাঃ হেলাল উদ্দিন, নাজিরা বাজার কুরবানী ১০৲ ৭৪। মিসেস মৌঃ আবদুল্লাহ ১ ৯ সেগুন বাগিচা কুরবানী ৩২৲ ৭৫। মও মোহাঃ ওবায়দুল্লাহ ডি আই, জি, ঢাকা সেন্ট্রাল জেল কুরবানী ৪১৲ ৭৬। মোহাঃ ইউসুফ মিঞা, ৩৬নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১৩'৫০ ৭৭। আবদুল আজিজ, হাজী আবদুর রশিদ লেন মালিবাগ কুরবানী ২১'৫০ ৭৮। আলহাজ মোহাঃ ফযলেরব, নাজিরা বাজার কুরবানী ১৩'৫০ ৭৯। শেখ মোহাঃ নূরুদ্দীন ৩/১ নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ১৬৲ ৮০। মোহাঃ নওয়াব চাঁন্দ মিঞা ৭২ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১৬'৫০ ৮১। আবদুল আলী ১নং হাজী আবদুর রশিদ লেন কুরবানী ২৬'৫০ ৮২। মওলানা শায়েখ আবদুর রহিম সম্পাদক তর্জুমানুল হাদীস ২০ নং ফুলার রোড কুরবানী ৪২৲ ৮৩। হাজী মোহাঃ আওলাদ হোসেন ২০নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২০৲ ৮৪। এস, এম, ইয়াহিয়া ৩নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১৬৲ ৮৫। আবদুল আওয়াল মিঞা, ৭৫ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১৩'৫০ ৮৬। মোহাঃ রহমতুল্লাহ পান ওয়ালা ১০২ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ৮৲ ৮৭। আবদুর রহীম বেপারী, কাযি আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ২৬'৫০ ৮৮। মোহাঃ শরিফ ১৫০/১ আগাছাদেক রোড কুরবানী ৩৲ ৮৯। এম, এ, আজিজ ২/২ পুরানা পল্টন কুরবানী ২৫৲ ৯০। মৌঃ মোহাঃ হাবিবুর রহমান মতিঝিল কুরবানী ৮৲ দফে ঐ ১২৲ ৯১। আলহাজ আবদুল মাজেদ সরদার ঢাকা হোটেল কুরবানী ২৬'৫০ ৯২। মৌঃ মোহাঃ এব্রাহিম হোসেন নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ৫৩৲ ৯৩। মৌঃ মোহাঃ রইস

www.ahlehadeethbd.org

উদ্দিন নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ৪৮৲ ৯৪। মৌঃ মোহাঃ ছাইফুদ্দিন এল, এম, বি নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ২৬'৫০ ৯৫। আলহাজ মোহাঃ ওমর ও, কে, ব্রাদার্স টানবাজার নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ৪২'৫০ ৯৬। মোহাম্মদ নও, লোহাওয়ালা ৯৩/১ নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ৫৲

যিলা ময়মনসিংহ

১। মেসার্স মোহাঃ আফিজউদ্দিন নূরুজ্জামান, ক্লথ মার্চেন্ট বল্লা বাজার যাকাত ১০৲ ২। মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম বল্লানগর যাকাত ১০৲ ৩। মৌঃ আবদুল আলীম, বল্লা উত্তর পাড়া যাকাত ৩'১০ ৪। মৌঃ ছৈয়দ আলী সিঙ্গাইর বল্লা যাকাত ৭'৫০ ৫। মোঃ রহিম বখশ সরকার বল্লা যাকাত ৬'২৫ ৬। মোহাঃ আবদুস সাত্তার মিঞা বল্লা যাকাত ৫০৲ ৭। মোহাঃ সোলায়মান সরকার বল্লা যাকাত ৫৲ ৮। মোহাঃ মজিবর রহমান সরকার সাং গোপালপুর বাজার যাকাত ১০৲ ৯। মোহাঃ কাযিম উদ্দিন সরকার বল্লা বাজার যাকাত ১০৲ ১০। মুন্‌শী মোহাঃ কাযিম উদ্দিন সরকার বল্লা বাজার যাকাত ১০৲ ১১। মুন্‌শী মির হোসেন যাকাত ২০৲ ১২। মোহাঃ জাকারিয়া সাং কালোহা ফিৎরা ১৲ ১৩। মোহঃ লুৎফর রহমান সাং রামপুর পোঃ বল্লা বাজার ফিৎরা ১০৲ ১৪। বেগম সায়েরা জামান বল্লা নগর যাকাত ৫৲ ১৫। আলহাজ মোহাঃ আবদুল করীম বল্লা পূর্বপাড়া এককালীন ১৲

যিলা বগুড়া

১। আবদুস সাত্তার ষ্টেশনারী সপ নিউমার্কেট কুরবানী ৫৲

যিলা রংপুর

১। এস, এম, মুসলেম উদ্দিন সেক্রেটারী, ফুলবাড়ী এলাকা জমঈয়তে আহলেহাদীস পোঃ গোবিন্দগঞ্জ ফিৎরা ১৫৲ ২। মোহাঃ আসির উদ্দিন গোলমুণ্ডা কুরবানী ৩৲ ৩। আরীফুল্লাহ আহমদ সাং শক্তিপুর পোঃ কোচাশহর কুরবানী ১৲

যিলা পাবনা

১। মোহাঃ আযিযুল হক জেইলার পাবনা জেল ৭'৭০।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ. সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth August, 1969 Regd. No. DA—130
Phone : 45490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান
দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org